লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৯ বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা

৩১ শ্রাবণ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ ■ ২০ রজব, ১৪২৭ হিজরি

১৫ আগস্ট, ২০০৬ ঈসাব্দ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

সম্পাদকীয়

ইসলাম কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় না

পৃথিবীর সংশোধনকল্পে মহান আল্লাহ্‌তাআলা যুগে যুগে প্রতিশ্রুত পুরুষ বা নবী-রসূল পাঠিয়ে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় শরীয়ত পরিপূর্ণ হয়েছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও মহানবীর (সঃ) অঙ্গীকার অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে এসেছে ইমাম মাহদী (আঃ)। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছিলেন যে, "ইমাম মাহ্‌দীকে দেখা মাত্র তাঁর হাতে বয়াত করবে।" একথাটি কেন তিনি (সঃ) এত তাগিদ দিয়ে বলেছেন তার কারণ আমরা একটু অনুসন্ধান করলেই বুঝতে পারি।

ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান শ্বাশত। কিন্তু এরপরও আচার ও পালনের ক্ষেত্রে দেশ জাতি, বর্ণ ভেদে কিছুটা প্রভেদ হয়ে থাকে। তবে এমন আকার বা সামাজিক রীতি যা শিরক নয় বা ইসলামের পবিত্র শিক্ষার পরিপন্থী নয় তা বৈধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

"এবং তুমি তাদেরকে বর্জন কর যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে।" (৬ ঃ ৭১)

আমাদের উচিত যথার্থ ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্যে আমাদের ধর্মাচরণ, পারিবারিক, সামাজিক, ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপকে উদযাপন করা। আমাদের যেন কোন অবস্থাতেই পার্থিব জীবন প্রতারিত করতে না পারে। যেন খোদার কুদ্দুসী বাহিনীতে পরিণত হতে পারি। হাদীসে আছে–'সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে, যা দ্বীন সম্পর্কে (মনগড়াভাবে) নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং (এরূপ) প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই গোমরাহী (বেদাত)।"

বর্তমানে তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়াচে আমরা ভুলে যেতে বসেছি আমাদের ধর্মীয় নান্দনিকতাকে। আমাদের জীবনের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে আমরা ধ্বংস করে দিচ্ছি চাকচিক্যের বাহারি আহবানে। জন্মদিন, ম্যারেজ ডে, চল্লিশা, বে-পর্দেগী, সহ-শিক্ষা ইত্যাদি আমাদের সমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। অবশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করছি।

"সুতরাং অদ্য আমি পরিস্কার ভাষায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, সোজা রাস্তা যার মধ্য দিয়ে মানুষ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারে তা এই যে, শির্‌ক, আচার-অনুষ্ঠান, পূজার পথ পরিত্যাগ করে ইসলামের পথ অনুসরণ কর এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ কুরআন শরীফে যা কিছু বলেছেন এবং তাঁর রসূল (সঃ) যে হেদায়েত দিয়েছেন সেই পথ হতে বামে বা ডানে মুখ ফিরাবে না এবং সঠিক সেই পথে চলবে, এর বিপরীত কোন পথ অবলম্বন করবে না।" (আল হাকাম, জিলদ, ৬ তাং ১০ই জুলাই, ১৯০২)।

১৫ আগস্ট, ২০০৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৪
• হাদীস শরীফ	৫
• অমৃতবাণী	৬
• জুমুআর খুতবা ঃ হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-এর জামাত এবং খেলাফতের সাথে সংযুক্ত থাকতে হলে আনুগত্যের মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন *হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আইঃ)* *অনুবাদ–মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী*	৭-১৪
• জুমুআর খুতবা ঃ লেনদেন সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা *হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আইঃ)* *অনুবাদ–আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান*	১৫-২০
• তাহরিকে জাদীদ একটি আসমানী তাহরিক *মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী*	২১-২৪
• ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা *মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, ন্যাশনাল, সেক্রেটারী ওসীয়্যত*	২৫-২৭
• প্রফেসার আব্দুল লতিফ এক বড়ে বুযুর্গ থে *মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল*	২৮-৩০
• লেবাননে ইসরাঈলের অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিক্রিয়া ও সতর্কবাণী	৩১
• ২৮ জুলাই ২০০৬ তারিখে দৈনিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকায় প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতি *কাওসার আলী মোল্লা, জেনারেল সেক্রেটারী*	৩২-৩৪
• উকিল আ'লার দফতর থেকে *অনুবাদ ঃ বশির উদ্দিন আহমদ*	৩৫
• আহমদী মুসলিম জামাতের ২০০৫-০৬ সালের অর্জন	৩৬
• কবিতা ঃ মোল্লার জেহাদ *জি, এম, সিরাজুল ইসলাম*	৩৬
• মুলাকাত *অনুবাদ ঃ মরহুম আলহাজ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী*	৩৭-৩৮
• ডেঙ্গু জ্বরের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা *হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ)* *অনুবাদ ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী*	৩৯
• সংবাদ	৪০-৪১

প্রচ্ছদ ঃ ইউ কে -এর ৪০তম জলসা সালানায়
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)
সৌজন্যে ঃ মারিয়া তাসাদ্দক

কুরআন শরীফ

সূরা ইউনুস-১০

مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

তিনি সব বিষয় [১২৩৪] পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি দানের পরই কেবল একজন শাফায়াতকারী হতে পারে। এই হলেন তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

৫। তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এটা আল্লাহ্র সত্য প্রতিশ্রুতি। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, আবার যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এর পুনরাবৃত্তিও করেন [১২৩৫] আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের ক্রমাগত অস্বীকারের দরুন তাদের জন্য থাকবে পানীয় হিসেবে ফুটন্ত পানি। আর যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّ
قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا
خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ ۝

৬। তিনিই সূর্যকে আলোর উৎস [১২৩৬] ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করে বানিয়েছেন। এবং তোমাদের বছরের গণনা ও (সময়ের) হিসাব [১২৩৭] জানার জন্য এর নানা তিথি নির্ধারণ করেছেন। যথাযথ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ এ (সব) সৃষ্টি করেছেন তিনি জ্ঞানী লোকদের জন্য এসব আয়াত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

১২৩৪। 'তিনি সব বিষয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন' শব্দগুলো বিশ্বজগতের কার্য-প্রক্রিয়াকে এবং তার উপায়-উপকরণকে নির্দেশ করে যা আল্লাহ্তাআলা তাঁর হুকুম এবং ইচ্ছা কার্যকারী করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন।

১২৩৫। মৃত্যুর পর মানুষকে কেবল নতুন জীবনই দেয়া হবে না বরং সেখানে তার ইহজগতের কর্মের মূল্যায়ন করে তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে। ইহজীবনেও পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারিত্ব চলতে থাকে যাতে পূর্বপুরুষের সৎকর্মসমূহ বৃথা না হয় এবং পরবর্তী বংশধরগণ তা থেকে উপকৃত হতে পারে। 'সালিহাত' শব্দের অর্থ ভাল ও সৎকর্ম ছাড়াও, নির্দিষ্ট বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে জরুরী প্রয়োজনানুসারে সম্পাদিত কর্মসমূহকেও বুঝায়।

১২৩৬। 'যিয়া' অর্থ আলো, উজ্জ্বল বা চমকপ্রদ আলো। 'যিয়া' নূর শব্দের সমার্থ-বোধক। কারো কারো মতে, এ নূর অপেক্ষা অধিক তীব্রতা বা গভীর তাৎপর্য বহন করে। অভিধান বিশারদদের কারো কারো বিবেচনায় 'যিয়া' দ্বারা এমন আলো বুঝায় যা 'নূর' দ্বারা বিস্তৃত বা বিকীর্ণ হয়। আবার অন্যান্যদের মতে 'যিয়া' সেই আলোকরশ্মিকে বুঝায় যার নিজস্ব বিদ্যমানতা আছে-যথা সূর্যের বা আগুনের আলো এবং 'নূর' হলো সেই আলোর অস্তিত্ব যা অন্য কিছুর দ্বারা প্রতিফলিত – যথা চন্দ্রের আলো অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত আলো (লেইন ও আকরাব)। যাহোক, 'যিয়া' হলো তীব্র আলোকচ্ছটা এবং নূর এমন আলো, যা সাধারণভাবে ব্যাপক ও অন্ধকারের বিপরীত অর্থ বুঝায়। এ জন্যই আল্লাহ্তাআলার আরেক নাম 'নূর'। এ অর্থই বরং অধিক ব্যাপক এবং গভীর এবং সেই সঙ্গে অধিকতর অন্ধকার গূঢ় ভাব ও তাৎপর্য জ্ঞাপক (মুহীত)।

১২৩৭। তফ্সীরাধীন আয়াত অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি নির্দেশ করছে। কোন বস্তু মহাশূন্যে কতটুকু স্থান পরিভ্রমণ করেছে তা আমরা নিরূপন করতে পারি কেবলমাত্র অন্যান্য বস্তুর আপেক্ষিকতায় তার স্থান পরিবর্তনের দ্বারা। আল্লাহ্তাআলা সূর্য এবং চন্দ্রের গতি ভিন্ন ভিন্ন ধাপ নিয়োজিত করেছেন যাতে আমরা সময়ের গণনা করতে সক্ষম হই। অন্য কথায়, তিনি এসব গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমন্ডলীকে চলমান করেছেন এবং এদের গতির পর্যায় বা ক্রম নির্ধারিত করে দিয়েছেন যাতে এ গতি লক্ষ্য করে আমরা বুঝতে পারি যে, এত সময় অধতিবহিত হয়েছে এবং আমাদের মূল অবস্থান থেকে আরো সরে চলেছি। সর্বপ্রকার পঞ্জিকা বা কাল গণনার পদ্ধতি...

হাদীস শরীফ

তাওয়াক্কুল (ভরসা)

কুরআন ঃ "প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তারাই, যখন আল্লাহ্‌র (নাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত হয়, এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন উহা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং নিজেদের প্রভুর উপরই তারা নির্ভর করে"।

হাদীস ঃ "আন ইবনে আব্বাসিন ক্বলা 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াক্বীল' ক্বলাহা ইব্রাহীমু আলাইহিস সালামু হীনা উলকেআ ফিন্‌নারে ওয়া ক্বলাহা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা হীনা ক্বল ইন্নান্ নাসা ক্বদ জামাউ লাকুম ফাখশাওহুম ফা যাদাহুম ঈমানাওঁ ওয়া ক্বলূ হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মান ওয়াকীল"।

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্রাহীম আলাইহেস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।' আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে বলেছিল, মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় কর, এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বল্লো, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল' আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক' (বুখারী)।"

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের জানিয়েছেন, হে মানব জাতি! আমি এক-অদ্বিতীয়। আমার কোন শরীক নেই। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমি। আমিই তোমাদের সকল সমস্যার সমাধানকারী ও সকল শক্তির অধিকারী। সুতরাং তোমরা আমার উপর তাওয়াক্কুল কর। আর যারা আমার উপর তাওয়াক্কুল করে আমি তাদের পাশে দাঁড়াই ও তাদের সাহায্য করি। কুরআনের আয়াতটিতে মু'মিনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে এবং কোন বিপদ তাদেরকে বিচলিত করতে পারে না। হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) জানাচ্ছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি বিচলিত হন নি আল্লাহ্‌র উপর অগাধ ভরসা ছিল। তিনি বলেছিলেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল। খোদার প্রতি তাঁর (আঃ) এই অগাধ বিশ্বাস ও ভরসার কারণে তাঁকে আগুন হতে রক্ষা করলেন। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন আরবের সকল গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে মদীনার উপর চড়াও হয় সে সময়ে অনেকে মনে করল ইসলাম এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) খোদার প্রতি ভরসা রাখতেন, তাওয়াক্কুল ছিল। তিনিও সে সময়ে বলেছিলেন, হাসবুনাল্লাহু নে'মাল ওয়াকিল। আমরা দেখতে পাই যে খোদাতাআলা কিভাবে তাঁর মু'মিন বান্দাদের সাহায্য করেছিলেন।

এই হাদীসে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র মু'মিন বান্দারা কখনও মিথ্যা খোদার আশ্রয় নেয় না, তারা সর্বদা এক খোদার উপর ভরসা রাখে। আর এর ফলে খোদা তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন।

আজকে আমাদের চতুর্দিকে তাকালে দেখতে পাই, খোদার প্রতি ভরসা রাখা যেন উঠে গেছে। আমরা যেন ওয়াহেদ লা শারীক খোদা ব্যতিরেকে বহু মিথ্যা খোদা বানিয়ে রেখেছি। যেমন উকিল, ডাক্তার, বড় সাহেব, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ আরো অনেকে।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সকল মিথ্যা খোদাকে মিটিয়ে ওয়াহেদ লা শারিক খোদার উপর বিশ্বাস রাখি ও তাঁর উপর ভরসা রাখি, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

"সূরা আলে ইমরানে তৃতীয় পারায় সবিস্তারে এই বর্ণনা আছে যে, সকল নবীর কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে, 'খতমুর্‌রুসুল' যিনি হলেন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ঈমান আন এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার প্রচার ও প্রসারে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করো। সে জন্যেই হযরত আদম সফিউল্লাহ্‌ থেকে নিয়ে হযরত মসীহ্‌ কালেমাতুল্লাহ্‌ পর্যন্ত যত নবী-রসূল গত হয়েছেন তাঁরা সকলেই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন।" (সুরমা চশমে-আরিয়া ঃ পাদটীকা, পৃষ্ঠা ৮০)

"একজন পূর্ণ মানব এবং সৈয়্যদুর্‌রুসুল (রসূলগণের নেতা) যাঁর মত আর কেউ সৃষ্টি হয়নি এবং হবেও না, তিনি দুনিয়ার হেদায়াতের জন্যে আসেন এবং জগতের জন্যে সেই উজ্জ্বল কিতাব আনেন, যার সমতুল্য কিতাব কোনও চক্ষু দেখেনি।" (বারাহীনে আহমদীয়া)

"যেহেতু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র চিত্ততা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, সত্যতা-সাধুতা ও লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা, আল্লাহ্‌তে নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা ও ঐশী-প্রেমের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ, পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন, উজ্জ্বলতম ও পবিত্রতম ছিলেন, সেহেতু খোদা জাল্লাশানুহু তাঁকে চরমোৎকর্ষের বিশিষ্ট গৌরবে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় করেছিলেন এবং তাঁর সে হৃদয়, যা পূর্ববর্তীও পরবর্তীদের হৃদয়ের চেয়ে প্রশস্ততর, পবিত্রতর ও অধিক নিষ্পাপ, উজ্জ্বলতর এবং আল্লাহ্‌র অধিকতর প্রেমিক ছিল, তাই তিনি এরই উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হলেন যেন তাঁর উপরে সেই ওহী নাযেল হয় যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ওহী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও পরিণত এবং সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ঐশী গুণাবলী প্রদর্শনার্থে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রশস্ত আয়না স্বরূপ হয়।" (সুরমা চশমে আরিয়া ঃ পৃষ্ঠা ২৩, ২৪ পাদটীকা)

"সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, তাঁর কর্ম ও কার্যাবলী এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ও পবিত্র ক্ষমতাবলীর তেজস্বী স্রোতধারা দ্বারা পরিপূর্ণতার নমুনা ও দৃষ্টান্ত জ্ঞানে, কর্মে, নিষ্ঠায় ও দৃঢ়তার দিক দিয়ে দেখালেন এবং পূর্ণ মানব বলে অভিহিত হলেন–সেই মানব যিনি সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও পূর্ণতম মানব ও পূর্ণতম নবী ছিলেন এবং পূর্ণতম বরকত ও আশিসসমূহের সাথে আগমন করলেন, যাঁর দ্বারা আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও হাশর অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুন দুনিয়ার প্রথম কিয়ামত সংঘটিত হলো এবং এক মৃত জগৎ তাঁর আগমণের দ্বারা সঞ্জীবিত হলো–সে মহাআশিস মন্ডিত নবীই হলেন খাতামুল-আম্বীয়া, ইমামুল-আস্‌ফিয়া, খাতমুল-মুরসালীন, ফাখ্‌রুনবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর উপরে তুমি সেই রহমত ও দরূদ পাঠাও, যা তুমি জগতের সূচনাকাল থেকে কারও উপর পাঠাওনি।

"যদি এই মহা শান ও মর্যাদাসম্পন্ন নবী জগতে না আসতেন, তাহলে ছোট যত নবী দুনিয়াতে এসেছেন যেমন, ইউনুস, আইউব, মসীহ ইবনে মরিয়ম, মালাকী, ইয়াহিয়া, যাকারিয়্যা (আলায়হিমুস্‌সালাম) প্রমুখ, তাঁদের সত্যতার উপর আমাদের কাছে কোন দলিল-প্রমাণ ছিল না, যদিও তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত, মর্যাদাবান ও প্রিয় ছিলেন। এটা এই মহান নবীরই কৃপা ও ইহসান যে এহেন ব্যক্তিবর্গও দুনিয়াতে সত্যবাদী সাব্যস্ত হলেন। আল্লাহুম্মা সাল্লে ও সাল্লেম ও বারেক আলায়হে ও আলেহি ওয়াসহাবিহি আজমাঈন।" (ইতমামে হুজ্জত ঃ পৃষ্ঠাঃ-৩৬)।

আমাকে বুঝানো হয়েছে যে রসূলগণের মধ্যে যিনি পরিপূর্ণ, সর্বোত্তম ও পবিত্রতম এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাময় শিক্ষা প্রদানকারী এবং নিজ সত্তায় মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্টসমূহের শ্রেষ্ঠ নমুনা ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকারী তিনি হলেন কেবলমাত্র সৈয়্যদনা ও মাওলানা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।" (আরবাঈন-১ ঃ পৃ ৩)

"যে যুগে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হন প্রকৃতপক্ষে তা এরূপ একটি যুগ ছিল যে, তখনকার অবস্থা একজন অতি মহান ও অতি মর্যাদাবান ঐশী-সংস্কারক ও স্বর্গীয় পথ প্রদর্শকের তীব্রভাবে মুখাপেক্ষী ছিল। যে শিক্ষা দেয়া হলো তাও বস্তুতপক্ষে এরূপ সত্য ও যথার্থ ছিল যে, এর অতীব প্রয়োজন ছিল এবং ঐ যাবতীয় বিষয় সম্বলিত ছিল, যা দিয়ে যুগের সকল প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ হতো। আর সে শিক্ষা এরূপ প্রভাব বিস্তার করলো যে, লক্ষ লক্ষ মানবহৃদয়কে সত্যের দিকে আকর্ষিত করলো এবং লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌"-এর গভীর রেখাপাত করে দিল। আর নবুওয়তের যে মুক্ষ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তথা নাজাত ও পরিত্রাণ লাভের নীতি ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া তা এরূপ পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দিল যে, অন্য কোন নবীর হাতে সেরূপ পূর্ণতায় তাঁর শিক্ষা পৌঁছুতে পারেনি।" (বারাহীনে আহমদীয়া ঃ পৃষ্ঠা ১১২-১১৪)

"রুহুল-কুদুসের স্বভাবও প্রকৃতির সর্ববৃহদাংশ হযরত সৈয়্যদনা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই লাভ করেন। .....জগতে সর্বতঃ নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্করূপে কেবল মাত্র মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই আবির্ভাব ঘটলো"। (তোহ্‌ফা গুলড়াভিয়া ঃ পৃষ্ঠা ২৩৮)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাত এবং খেলাফতের সাথে সংযুক্ত থাকতে হলে আনুগত্যের মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৯ই জুন, ২০০৬ তারিখে মাই মার্কেট মেনহায়েমে (জার্মানী) প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা নিসার নিম্নোক্ত ৬০নং আয়াত তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) খুতবা আরম্ভ করেন ঃ

অনুবাদ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকার রাখে। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহলে তোমরা ওটা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের কাছে সোপর্দ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখ। এটা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক থেকে অতি উত্তম।

আহমদীয়া জামাতে খেলাফত ও জামাতের নেযামের আনুগত্যের উপর খুব জোর দেয়া হয়. এজন্য যে, জামাতের নেযাম চালাতে গেলে এর সর্বক্ষেত্রে 'এক রং' হওয়া একান্ত জরুরী। বর্তমান যুগ সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সঃ) ঘোষণা দিয়েছেন যে, এযুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর আগমনে যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে তা হবে "আলা মিনহাজিন্ নবুওয়ত" তথা নবুওয়তের পদ্ধতিতে এবং এটা হবে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ 'তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখা-ও আবশ্যক। যার আগমন তোমাদের জন্য উত্তম। কারণ সেটা হবে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।" হুযূর (আঃ) আরো বলেছেন ঃ খোদা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আমি যেন জামাতকে জানিয়ে দেই যে, "যারা ঈমান এনেছে–এমন ঈমান যার মধ্যে জাগতিক আকর্ষণের মিশ্রণ থাকবে না। এমন ঈমান যা মোনাফেকী বা ভয় দ্বারা কলুষিত নয় এবং এমন ঈমান যার মধ্যে কোন প্রকার [কোন শ্রেণীর] আনুগত্যের অভাব নাই–এমন (ঈমানদার) মানুষেরা আল্লাহ্‌র পছন্দের মানুষ।" (আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০; পৃঃ ৩০৯)

খোদা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আমি যেন জামাতকে জানিয়ে দেই যে, "যারা ঈমান এনেছে–এমন ঈমান যার মধ্যে জাগতিক আকর্ষণের মিশ্রণ থাকবে না। এমন ঈমান যা মোনাফেকী বা ভয় দ্বারা কলুষিত নয় এবং এমন ঈমান যার মধ্যে কোন প্রকার [কোন শ্রেণীর] আনুগত্যের অভাব নাই–এমন (ঈমানদার) মানুষেরা আল্লাহ্‌র পছন্দের মানুষ।" (আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০; পৃঃ ৩০৯)

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছেন যে খেলাফতের এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হলে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাতের সাথে সংযুক্ত থাকতে হলে, খেলাফত ব্যবস্থার সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হলে এমন আনুগত্যের প্রয়োজন যা অতি উচ্চ পর্যায়ের আনুগত্য হতে হবে। এমন আনুগত্য যে এর থেকে বের হবার কথা কোন আহমদী যেন কল্পনাও না করে। অনেক এমন অবস্থান সৃষ্টি হতে পারে যেখানে জামাতের নেযামের বিরুদ্ধে অভিযোগ সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেকের নিজ নিজ ধারণা বা চিন্তা থাকতে পারে। যে কোন বিষয়ে ভিন্নমত সৃষ্টি হতে পারে। কোন কাজের প্রক্রিয়ার গ্রহণ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা সৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু জামাতী নেযামের (ব্যবস্থাপনা) মজবুতির খাতিরে (শক্তিশালী রাখার উদ্দেশ্যে) জামাতী নেযামের সিদ্ধান্তকে বা আমীরের সিদ্ধান্তকে মানতেই হবে–এজন্য যে, এমন সিদ্ধান্তের উপর যুগ খলীফার অনুমোদন থাকে। অথবা আমীরকে ক্ষমতা দেয়া থাকে যে, 'আমার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।'

যদি কারো মনে প্রশ্ন উঠে যে, অমুক সিদ্ধান্ত ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং এর ফলে জামাতের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা আছে– তাহলে তার জন্য যুগ খলীফাকে অবহিত করাই যথেষ্ট হবে। তারপর

খলীফা দেখবে–কি হবে না হবে। আল্লাহ্‌তআলা তাঁকে পর্যবেক্ষক বানিয়েছেন, দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁকে। অবস্থা এই যে, খলীফা তো নিজে খেলাফত লাভ করেন না। খোদাতাআলা তাকে ঐ মর্যাদা দান করেন। তাহলে আল্লাহ্‌তাআলাই তো তাকে তার ভুল সিদ্ধান্তের পরও ফলাফল জামাতের জন্য লাভজনক করে দিবেন। কারণ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, খেলাফতের বরকতে মোমেনদের ভীতিপ্রদ অবস্থা দূরীভূত করে শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। মোমেনদের কাজ কেবল এই যে, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলবে, তাঁর রসূল (সঃ)-এর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপনের চেষ্টা করে যাবে। খলীফা তো নবী (আঃ)-এর জারিকৃত নেযাম তথা জামাতের ব্যবস্থাকে জামাতের মধ্যে জারি রাখবে, সবাইকে মেনে চলতে বলবেন, শরীয়ত মোতাবেক চলতে বলবেন এবং শরীয়তের ব্যবস্থাকে কার্যকর করবেন। অতএব, খলীফার আনুগত্য করতে হবে এবং তার আনুগত্য করতে হবে। জামাতের সদস্যদের আনুগত্য এবং যুগ খলীফা আল্লাহ্‌র সামনে মাথানত করে, তাঁর সাহায্য চেয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন–এ সমস্ত সিদ্ধান্তগুলোকে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর জামাতের লোকদের ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং তাঁর মনোনীত খলীফাকে জগতের সামনে ছোট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য বরকত মন্ডিত করবেন। দূর্বলতাসমূহকে ঢেঁকে রাখবেন। এবং নিজ গুণে, অনুগ্রহপূর্বক উত্তম ফলাফল সৃষ্টি করবেন। তিনি তাঁর অনুগ্রহ বশতঃ সামগ্রিকভাবে জামাতকে কখনই ক্ষতিগ্রস্থ হতে দিবেন না। এযাবত আমরা এমনই হতে দেখে এসেছি–যে, তিনি তাঁর জামাত ও খেলাফতের স্বার্থে করেছেন।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, এখানে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তোমাদের উপরস্থ কর্মকর্তাদের। আর যদি কোন বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দেয় তাহলে সে বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের সামনে পেশ করে দাও। যদি তোমরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। এটা উত্তম পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক থেকে লাভজনক।" অর্থাৎ তোমাদের কাজ আনুগত্য করা, আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশ মেনে চলা, প্রথমতঃ নিজেকে দেখ, তুমি কি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত চলছ? আল্লাহ্‌ যে সমস্ত আদেশ দিয়েছেন তা পুরোপুরি বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি ঠিকমত নির্দেশগুলো বুঝেছ? ঠিক মত বুঝে নিয়ে তারপর ঐসব নির্দেশগুলোকে নিজ জীবনে কার্যকর কর। যখন এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলবে রসূল (সঃ)-এর শিক্ষা মোতাবেক জীবন যাপন করবে– তখন সে হয়ত একথা বলতে পারবে যে, হ্যাঁ আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। এখানে কথা শেষ হয়ে যায়নি–এ আয়াতে আরো কিছু কথা আছে। অনেকে মনে করে যে, 'আমি তো শরীয়তের জ্ঞান রাখি এবং আমল করি।' কিন্তু আল্লাহ্‌ অদৃশ্যেরও জ্ঞান রাখেন। এবং যা দৃশ্যপটে আছে তারও জ্ঞান রাখেন। যা ভবিষ্যতে হবে তারও জ্ঞান রাখেন। তিনি জানতেন, যদি বলা হতো রসূলের আনুগত্য কর (নিজ ধারণা মতে) তাহলে সবাই নিজের মত করে আমল ও সৎকর্ম করতেন। ফলে জামাতের বরকত থাকত না। প্রত্যেকে নিজের মত করে দেড় ইঁটের মসজিদ বানিয়ে বসতেন, নিজের ধারণামতে সীমিত জ্ঞানের পরিধির মধ্যে থেকেই যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে করতেন। আজ আমরা যেমন দেখছি–মুসলমানদের অবস্থা। কিন্তু নিজেদের ধারণামতে আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করা এবং সেটাই যথেষ্ট মনে করাকে আল্লাহ্‌তাআলা এই বলে শেষ করে দিলেন যে, "হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) যখন আসবেন তখন তাঁকে মানতে হবে। কেবল এই দাবী যথেষ্ট নয় যে, আমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করেছি। সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে একতা ও এক রং সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, জামাতের ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে হবে এবং এরই জন্য "উলিল আমর মিনকুম" তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দেবার ক্ষমতা রাখে তাদের আদেশও মানতে হবে। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে মানতে হবে এবং তাঁর পরে তাঁর জামাতী নেযামকে মানতে হবে।

আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করা এবং সেটাই যথেষ্ট মনে করাকে আল্লাহ্‌তাআলা এই বলে শেষ করে দিলেন যে, "হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) যখন আসবেন তখন তাঁকে মানতে হবে। কেবল এই দাবী যথেষ্ট নয় যে, আমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করেছি। সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে একতা ও এক রং সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, জামাতের ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে হবে এবং এরই জন্য "উলিল আমর মিনকুম" তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দেবার ক্ষমতা রাখে তাদের আদেশও মানতে হবে। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে মানতে হবে এবং তাঁর পরে তাঁর জামাতী নেযামকে মানতে হবে।

আজ আমাদের উপর আল্লাহ্‌র সীমাহীন মেহেরবানী (অনুগ্রহ) যে,তিনি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে মান্য করার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা তাঁর জামাতের অনুসারি হতে পেরেছি। আমরা যে নেযামের অনুগত, এ নেযাম আমাদের আল্লাহ্‌ ও রসূলের আদেশ মেনে চলার তাকিদ দিতে থাকে। আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নতের আলোকে জীবনগড়ার তাকিদ করে, আমরা অন্যান্য মুসলিম ফেরকাগুলোর মত বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্ন নই। বরং খেলাফতের বরকতে এক রজ্জু বা শিকলে শৃঙ্খলাবদ্ধ। আল্লাহ্‌র বড় মেহেরবানী যে, তিনি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)কে যে প্রতিশ্রুত পুত্র

সন্তান দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই মহান পুত্র, মুসলেহ্ মাওউদ জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানে পরিপূর্ণ, অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী পুত্র দান করেছেন, যিনি আল্লাহ্‌র দিকনির্দেশনা অনুসারে আমাদের জামাতের সকলকে সকল পর্যায়ে, ছোট্ট হালকা হতে বড় জামাত, বড় জামাত থেকে দেশীয় পর্যায়ের জামাত, দেশীয় থেকে কেন্দ্রীয় (মরকেযি) পর্যায় পর্যন্ত সমগ্র জামাতকে এমন এক অবকাঠামোর মধ্যে ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছেন; যেখানে সুন্দর জামাতের সুন্দর ব্যবস্থাপনা রয়েছে। তালীম তরবিয়তের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। সকল বিষয়কে সুচারুরূপে পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। জামাতের সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দয়িত্ববোধ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জামাতের কর্ম কান্ডের সাথে সংযুক্ত থাকার সুব্যবস্থা আছে। সকল শ্রেণীর সকল বয়সের ব্যক্তিদের জন্য অঙ্গসংগঠন, আতফাল, খোদ্দাম, আনসার, নাসেরাত ও লাজনার সংগঠন আছে। এটাই কারণ যে, আজ জামাতের প্রত্যক ব্যক্তি, তা সে ছেলে বা মেয়ে ছোট বড় সকলেই নিজ নিজ সংগঠনের মাধ্যমে মূল ব্যবস্থাপনার (নেযামের) সাথে সম্পৃক্ত এবং আনুগত্যের বিষয়টা সবাই বুঝতে পেরেছে। এসব সংগঠনের কার্যক্রমে গোড়া থেকেই অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবাই জেনেছে যে, তাদের সীমারেখা কোথা থেকে কতটুকু ; তাদের সংগঠনের সীমানা কী? নেযামের গুরুত্ব কত বেশি? যুগ খলীফার আনুগত্য কিভাবে করতে হয়?

সকল শ্রেণীর সকল বয়সের ব্যক্তিদের জন্য অঙ্গসংগঠন, আতফাল, খোদ্দাম, আনসার, নাসেরাত ও লাজনার সংগঠন আছে। এটাই কারণ যে, আজ জামাতের প্রত্যক ব্যক্তি, তা সে ছেলে বা মেয়ে ছোট বড় সকলেই নিজ নিজ সংগঠনের মাধ্যমে মূল ব্যবস্থাপনার (নেযামের) সাথে সম্পৃক্ত এবং আনুগত্যের বিষয়টা সবাই বুঝতে পেরেছে। এসব সংগঠনের কার্যক্রমে গোড়া থেকেই অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবাই জেনেছে যে, তাদের সীমারেখা কোথা থেকে কতটুকু; তাদের সংগঠনের সীমানা কী? নেযামের গুরুত্ব কত বেশি? যুগ খলীফার আনুগত্য কিভাবে করতে হয়?

কিন্তু কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তি জগতের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ার কারণে অথবা তার আমিত্বের কারণে তার চোখে পর্দা পড়ে যায়। আনুগত্যের কথা এবং এর গুরুত্ব বুঝার পরও অনেক সময় এমন কথা বলে ফেলে যার ফলে জামাতী নেযাম ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও কোন কোন দূর্বল ঈমান অথবা নবাগত আহমদীদের হোঁচট খাওয়ার কারণ হতে পারে। যেমন কোন বিষয়ের জন্য কোন কমিশন গঠন করা হয়েছে যেন সে কমিশন তদন্ত করে কোন কোন ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট দিবে। আবার কোন সময় কোন বিষয় যুগ খলীফার পক্ষ থেকে পাঠনো হয়– যে এ ব্যাপারে তদন্ত করে যেন রিপোর্ট পাঠানো হয়। রিপোর্ট পাঠানোও হয়। যুগ খলীফা যদি ঐ রিপোর্ট অনুসারে সিদ্ধান্ত না দেন তখন কিছু বলতে পারে না। কিন্তু কিছু বলতে না পারলেও জামাতের মাঝে বা কমপক্ষে কয়েকজনের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দেয় এই বলে যে, আমরা তো এমন লিখেছিলাম–কিন্তু জানি না, হয়ত ন্যাশনাল আমীর সাহেব অথবা কেন্দ্রীয় আমেলার কেউ রিপোটকে পরিবর্তন করে পাঠিয়েছেন। অথবা যুগ খলীফা রিপোর্টের বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আমরা তো এমন রিপোর্ট দেইনি।

এ ধরণের কথাবার্তা জামাতের মাঝে ফেৎনা সৃষ্টি করতে পারে। প্রথম কথা এই যে, এমন লোকেরা এমন কথা বলবেন না। আপনাকে যদি কোন স্তরে, কোন অবস্থানে থেকে জামাতের খেদমত করার সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে–আপনি এ সুযোগকে আল্লাহ্‌র ফযল জ্ঞান করুন। নিজের আওতার মাঝে অবস্থান করুন। যে সীমারেখা নির্ধারিত আছে তার মধ্যে থাকুন। সীমালঙ্ঘন করবেন না। কোন কোন ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতার কারণে অথবা না জানার কারণে এমন কথা বলে ফেলেন কেউ হয়ত নিজ আত্ম অহমিকার কারণে কোন কোন দেশ থেকে একটা আধটা এমন কথা উত্থাপিত হয় কখনও কখনও। কিন্তু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে অবশ্য বুঝতে পারে। ক্ষমাপ্রর্থনাও করে।

তবে আজ আমি খুতবার মাধ্যমে একথাগুলো এজন্য বলছি যে, যারা এমন কথা বলে যাতে ফেৎনা সৃষ্টি হয় তারা যেন জেনে নিতে পারে। তাছাড়া একথাও যেন তারা জেনে যায় যে, আজ আল্লাহ্‌র ফযলে জামাত যথেষ্ট মেচিউর বা সাবালক হয়ে গেছে। যারা খেদমতের সুযোগ পাচ্ছেন তারাও এখন নিজেদের চিন্তা ভাবনাকে নিজস্ব গন্ডির বাইরে নিয়ে আসুন (চিন্ত ভাবনাকে প্রসারিত করুন)। আবার কিছু লোক আছেন যারা কেবল নিজেদের মতামতকে সবার উপরে এবং নিজেদেরকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করেন; তারা নিজেদেরকে নিজেদের খোল (বা খোলসের) বাইরে নিয়ে আসুন। আজকাল আল্লাহ্‌র ফযলে হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) জামাতে অনেক অনেক বুদ্ধিমান মানুষ আছেন। বড় বড় জ্ঞানী মানুষ আছেন। তাকওয়ার (খোদভীতি) উপর পদক্ষেপ নেন এমন অনেক আছেন। আল্লাহ্‌র সাথে রূহানী সম্পর্ক রাখেন এমন মানুষও অনেক আছেন। সুতরাং প্রত্যেক খাদেম (খেদমতকারী) তা তিনি যে কোন পদমর্যাদায় খেদমতের সুযোগ পাচ্ছেন–প্রত্যেকে আপনারা আমি যেমন পূর্বে ও বলেছি, খেদমতের সুযোগকে আল্লাহ্‌র ফযল জ্ঞান করুন পরিপূর্ণ আকারে নেযামের আনুগত্য করে খেদমতের কল্যাণ লাভ করুন। নতুবা যদি কোন পদবীধারী (ওহ্‌দাদার) যদি পুরো মাত্রায় আন্তরিকতার সাথে যুগ খলীফার আনুগত্য না করেন তা'হলে তার অধীনস্থ, কর্মকর্তাও (তার আওতাধীন

কর্মক্ষেত্রে) তার আনুগত্য করবে না।

কারণ এটা আল্লাহ্‌তাআলার (নেযাম) ব্যবস্থা, তিনি এক সময় পর্যন্ত এমন ব্যক্তিকে সুযোগ দিবেন। আমি যেমন পূর্বেও বলেছি, খেদমতকে আল্লাহ্‌র ফযল জানবেন, আমরা তো এমনই দেখছি যে,আল্লাহ্‌তাআলা এমন লোকদের এতদূর পর্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করেন (দূর্বলতা ঢেকে রাখেন) যতক্ষণ তার খেদমত জামাতের উপকারে আসে।

আমি আজ এখানে খুতবা দিচ্ছি, একথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, কেবল এখানে নয় বরং অন্যান্য দেশেও কোন কোন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি নিজেকে (একাই সবকিছু) সর্বোচ্চ বুদ্ধিমান মনে করেন এবং তারা অহংকার ও আমিত্বের মধ্যে পতিত হয়ে আছেন। তাদেরও উচিত নিজেকে খোলস (খাপ মুক্ত) মুক্ত করে বেরিয়ে আসা। অনেকের অভ্যাস হয়ে গেছে–তারা মনে করেন যে, এখানে খুতবা দিচ্ছি–অতএব এখানকার মানুষকেই বলছি। যেখানে যেখানে এই রোগ আছে, দুর্বলতা রয়েছে–সকল এলাকা থেকে পত্রের মাধ্যমে আমি খবর পেতে থাকি তাদের সম্পর্কে যে যেখানেই হোক, যেখানে এরকম রোগাক্রান্ত লোক আছে যাদের মগজে (মস্তিষ্কে) কুমন্ত্রণাদানকারী বিদ্যমান আছে, তারা যেন এর থেকে বেরিয়ে আসে। এস্তেগফার করতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ন্যাশনাল আমীর সাহেবগণকে আমি বলতে চাই যে, যখনই কোন প্রকার তদন্ত কমিশন বানাবেন খুঁজে খুঁজে মুত্তাকী লোকদেরকে কমিশনে রাখবেন। যদি আমার নিকট কোন কমিশনের জন্য নাম প্রস্তাব করে পাঠান তাহলে এমন লোকদের নাম দিবেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন তাদের নাম পাঠাবেন, এমন যেন হয় ন্যায় বিচার করতে পারে, ন্যায় নীতির মাপকাঠি অনুসরণ করতে পারে এবং অতি মাত্রায় আনুগত্য করতে পারে। কোন পক্ষের সাথে যেন তাদের কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকে। অনুরূপ ভাবে আমীর সাহেবান এবং কেন্দ্রীয় বা মরকেজি (ওহ্‌দাদার) কর্মকর্তাদেরকেও আমি বলতে চাই যে, আপনারা যদি চান যে, জামাতের সাথে মানুষের সহযোগিতা এবং আনুগত্যের মান বৃদ্ধি হোক, তাহলে আপনারা নিজেরা যুগ খলীফার সিদ্ধান্ত গুলোকে এভাবে বাস্তবায়ন করুন যেভাবে হৃদপিন্ডের কম্পনের সাথে স্নায়ু Palls চলতে থাকে।.....

সুতরাং যদি পরকালের উপর বিশ্বাস থাকে এবং শুভ পরিণাম চাও খোদাতাআলার সন্তুষ্টি চাও, তাহলে আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্যের সাথে সাথে উলিল আমর (যিনি আদেশ প্রদানের ক্ষমতা রাখেন) এর প্রত্যেক নির্দেশ মেনে চল। তার কোন নির্দেশকেই তুচ্ছ মনে না কর। যে কোন অবস্থা হোক–কোন অবস্থাতেই আনুগত্য করতে ব্যর্থ হবে না। বরং হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, এ আদেশের মধ্যে জাগতিক বা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারাও অন্তভুক্ত আছেন। তাদেরকে এ নির্দেশ মেনে চলাও আবশ্যক। তবে হ্যাঁ, যদি শরীয়ত বিরোধী আদেশ না হয়।

আপনারা যদি এমাত্রা যোগ করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে, একজন সাধারণ আহমদী কিভাবে আনুগত্য করছে। কারণ একজন আহমদী যে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)কে মেনেছে এবং যে বিশ্বাস করে যে খেলাফতের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্‌ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) যেমন বলছেন যে এর ধারাবাহিকতা চিরস্থায়ী; এমন লোকদের জন্য। যারা ঈমানে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে চায়, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর নির্দেশসমূহ পালন করে চলে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের পরে সবচেয়ে বেশি উলিল আমর [তোমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা রাখেন] হিসেবে যুগ খলীফার আনুগত্য করা আবশ্যক। তারপর পদমর্যাদার দিক থেকে পর্যায়ক্রমে জামাতী নেযাম অনুসারে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, এই নেযাম এবং কর্মকর্তাগণের আনুগত্য এটাই হবে তোমাদের ঈমানের অবস্থার মাপকাঠি বা মানদন্ড এবং প্রকৃতপক্ষে কে পরকালের উপর ঈমান রাখে তার মানদন্ড। এই বিশ্বাস কে রাখে যে মৃত্যুর পর খোদার সামনে হাজির হতে হবে এবং সেখানে প্রশ্ন হবে যে, তুমি বয়াত করার পরে তোমার আনুগত্যকে কতদূর উপরে নিয়ে গেছ? সেখানে তো ভুল কথা বলা যাবে না। কারণ শরীরের প্রত্যক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষী দিবে। সেদিন কারো শরীরের কোন অংশ তার নিজ দখলে থাকবে না। তার কথা শুনবে না। বরং তারা যা সত্য তাই বলবে। সুতরাং যদি পরকালের উপর বিশ্বাস থাকে এবং শুভ পরিণাম চাও খোদাতাআলার সন্তুষ্টি চাও, তাহলে আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্যের সাথে সাথে উলিল আমর (যিনি আদেশ প্রদানের ক্ষমতা রাখেন) এর প্রত্যেক নির্দেশ মেনে চল। তার কোন নির্দেশকেই তুচ্ছ মনে না কর। যে কোন অবস্থা হোক–কোন অবস্থাতেই আনুগত্য করতে ব্যর্থ হবে না। বরং হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, এ আদেশের মধ্যে জাগতিক বা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারাও অন্তভুক্ত আছেন। তাদেরকে এ নির্দেশ মেনে চলাও আবশ্যক। তবে হ্যাঁ, যদি শরীয়ত বিরোধী আদেশ না হয়। এই নির্দেশ সাধরণভাবে সর্বক্ষেত্রে সকলের জন্য প্রযোজ্য। সকল কর্মকর্তাদের জন্যও সাধারণ আহমদীদের জন্যও। বরং আল্লাহ্‌ ও রসুলের প্রতি প্রত্যাবর্তনের যে নির্দেশ এটা এজন্য যে, যদি কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ দেয় তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌ ও রসূল (সঃ)-এর নিকট থেকে হেদায়াত গ্রহণ কর। কুরআন ও সুন্নত থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ কর। জামাতী

নেযামের পক্ষ থেকে কখনও তোমরা শরীয়ত বিরোধী কোন নির্দেশ পাবে না। যুগ খলীফার পক্ষ থেকেও কোন শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ দেয়া হবে না।

জাগতিক বা রষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"যদি শাসক অত্যাচারীও হয় তবু তোমরা তাকে মন্দ বলে বেড়াবে না; বরং নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর। খোদাতাআলা তাকে পরিবর্তন করে দিবেন। অথবা তাকে পুণ্যবান করে দিবেন। যা কিছু কষ্ট আসে তা নিজেদের অপকর্মের ফলেই এসে থাকে। নতুবা মোমেনদের সাথে তো আল্লাহ্‌র সমর্থন সব সময় থাকে। মোমেনদের জন্য খোদা স্বয়ং ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমার উপদেশ এই যে, তোমরা সকল দিক থেকে নেকীর নমুনা দেখাও। খোদার অধিকারগুলো (পাওনা) নষ্ট করো না; বান্দাদের পাওনা (অধিকার) গুলোও নষ্ট হতে দিও না।" [আল হাকাম, ৫ম খন্ড, নং ১৯; ২৪মে ১৯০১ইং]

অতএব, প্রত্যেক আহমদীর চিন্তা করা উচিত যে, এ নির্দেশ সকলের জন্য সমান। প্রত্যেক আহমদীকে তো জামাতী নেযামের কর্মকর্তাদের নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলতে হবে–কর্মকর্তা যিনিই হোন। কারণ তিনি তো খলীফার নিযুক্ত নেযামের কর্মকর্তা। তবে কর্মকর্তাদেরও ভেবে দেখা দরকার। তাঁরা যদি চান যে আনুগত্যের মান উন্নত করতে হবে, তাহলে তিনি নিজেও যেন আনুগত্যের উত্তম নমুনা প্রদর্শন করেন। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউ (আঃ) বলেছেন ঃ "আনুগত্য এমন একটি জিনিস যে, যদি খাঁটি অন্তরে আনুগত্য স্বীকার করা হয়, তাহলে অন্তরে একটি নূর এবং আত্মার মধ্যে একটি সুস্বাদ এবং আলো এসে যায়। মুজাহেদাতের (সাধনা বা তপস্যার) অতটা প্রয়োজন নাই–যতটা আনুগত্যের প্রয়োজন। তবে হ্যাঁ; একটি শর্ত আছে এই যে, খাঁটি বা নিখুত আনুগত্য যেন হয় এবং এটাই কঠিন বিষয়। আনুগত্য করতে গিয়ে নিজের নফসের (মনের ইচ্ছা) ইচ্ছাকে যবাই করে দেয়া আবশ্যক হয়ে থাকে।"

নিজের (নফসের) ইচ্ছা-আকাঙ্খা, নিজের অহং, মিথ্যা গর্ববোধ ইত্যাদিকে যবাই করতে হয় আনুগত্যের খাতিরে। প্রত্যেক শ্রেণীর বা স্তরের প্রত্যেক আহমদী একজন সাধারণ আহমদী হতে শুরু করে অনেক বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত পদে আহমদী পর্যন্ত ('সাধারণ আহমদী' কথাটি ঠিক নয়,

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ আনুগত্যের খাতিরে নিজের (নফস) মনের ইচ্ছা আকাঙ্খাকে যবাই করতে হয়। এছাড়া আনুগত্য হয় না। নিজের ইচ্ছা আকঙ্খাই তো এমন জিনিস যা বড় বড় তৌহিদের দাবীকারকের অন্তরেও প্রতিমা হয়ে দাঁড়াতে পারে।" বড় বড় দাবীকারক যারা বলেন, 'আমরা ইবাদত করি, এক খোদার ইবাদত করি, তৌহিদে বিশ্বাস করি, আমাদের অন্তরে তাকওয়া (খোদার ভয়) আছে। তারপর যখন নিজের বিষয় সামনে এসে যায়; যেমন আমি বলেছি; তখন ঐসব দাবী উবে যায়। এবং নিজের ইচ্ছাই মূর্তি হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যায়।

প্রত্যেক আহমদীই খাস আহমদী; কারণ সে যুগ ইমামকে মান্য করেছে। সাধারণ আহমদী এই অর্থে বলেছি যে, যারা কোন আমেলার সদস্য না) প্রত্যেক আহমদীর উচিত হবে নিজের (নফসের) আকাঙ্খাকে নিষ্পেসিত করে ফে না। এর প্রমাণ তখন পাওয়া যায় যখন তার নিজের বিরুদ্ধে কোন কথা হয়। অন্যদের বিষয় যতক্ষণ সামনে আসতে থাকে–ততক্ষণ সবাই একে অপরের চেয়ে এগিয়ে এসে নিজের সত্যতার কথা প্রকাশ করার জন্য সাক্ষী দিতে থাকেন। কিন্তু যখন নিজের বিষয় সামনে এসে যায় নিজের সন্তানদের বিষয় সামনে এসে যায় তখন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ আনুগত্যের খাতিরে নিজের (নফস) মনের ইচ্ছা আকাঙ্খাকে যবাই করতে হয়। এছাড়া আনুগত্য হয় না। নিজের ইচ্ছা আকঙ্খাই তো এমন জিনিস যা বড় বড় তৌহিদের দাবীকারকের অন্তরেও প্রতিমা হয়ে দাঁড়াতে পারে।" বড় বড় দাবীকারক যারা বলেন, 'আমরা ইবাদত করি, এক খোদার ইবাদত করি, তৌহিদে বিশ্বাস করি, আমাদের অন্তরে তাকওয়া (খোদার ভয়) আছে। তারপর যখন নিজের বিষয় সামনে এসে যায়; যেমন আমি বলেছি; তখন ঐসব দাবী উবে যায়। এবং নিজের ইচ্ছাই মূর্তি হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, নিজের নফসকে (ইচ্ছাকে) চেপে রাখা বড় কঠিন।

অতএব, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি যদি লাভ করতে হয়–তবে এটা কেবল মৌখিক দাবীর মাধ্যমে লাভ হবে না যে আমরা আল্লাহ্‌কে মান্য করি, তাঁর ইবাদত করি। বরং যুগ ইমাম এবং তাঁর খলীফাকে এবং খলীফার হাতে প্রচলিত (নেযাম) ব্যবস্থাপনার সামনে **এভাবে মাথানত করে দাঁড়াতে হবে যেন** সামান্যতম আমিত্বের মিশ্রণ নজরে না পড়ে। অহং বোধের সামান্য বিন্দুও যেন বাকী না থাকে। নতুবা অহংকারের এসব মূর্তিগুলো কেবল নেযামের সামনেই মাথা তুলে দাঁড়ায় না বরং শেষকালে যুগ খলীফার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সামনে দাঁড়ায় তারপর আঁ হযরত (সঃ)-এর সামনেও দাঁড়িয়ে যায়। সেখান থেকে আনুগত্য দূরে সরে যায়। তারপর আল্লাহ্‌র বিপরীতেও দাঁড়িয়ে যায় তখন ঐ একই ব্যক্তি যে দাবী করেছিল যে, আমি আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী, ইবাদতগুযার-সে তখন শিরক কারীদের সাথে শামীল হয়ে যায়। আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে শিরক করা হতে রক্ষা

করুন। আপনারা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন, নিজের নফসের আকাঙ্খা-কামনা-বাসনা এবং আমিত্বকে শেষ করে দিন এবং নমুনা প্রদর্শন করুন যার উপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একজন আহমদীকে দেখতে চেয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"এটি একটি সত্য কথা যে, কোন জাতিকে জাতি বলা যায় না আর না তাদের মধ্যে ঐক্য এবং একতার উদ্দিপনা ও উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আনুগত্যের নীতিমালা অবলম্বন না করে।" বলেছেন যে, যদি মতবিরোধ পরিত্যাগ করে একজনের আনুগত্য করে যার আনুগত্য করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।" এখন দেখুন যে, আল্লাহ্ তাঁর রসুলের পর উলিল আমর (যিনি আদেশ দেবার ক্ষমতা রাখেন) এর আনুগত্য করা আবশ্যক। উলিল আমর-এর সাথে নেযাম, (পুরো ব্যবস্থাপনা) জামাতের নেযামের মধ্যে সকলে শামীল। একজন আহমদী যিনি কর্মকর্তা (আমেলা মেম্বার) নন অথবা কর্মকর্তা সবাই শামিল। প্রত্যেক কর্মকর্তা (পদবী ধারী) তার উর্ধতন কর্মকর্তার আনুগত্য করবে। প্রত্যেক আহমদী প্রত্যেক কর্মকর্তার (আমেলা মেম্বার) আনুগত্য করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "যদি মতবিরোধকে পরিত্যাগ করে। এবং একজনের আনুগত্য করে-যার আনুগত্য করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর দেখ, সে যে কাজ করতে চায় সে কাজ হয়ে যায়। জামাতের উপর আল্লাহ্‌র হাত থাকে। এর মধ্যে এটাই রহস্য।" 'এর মধ্যে এটাই রহস্য,–এটাই আসল কথা এবং এটাই মূল যে, আল্লাহ্ তৌহিদকে পছন্দ করেন। এবং এই একতা স্থাপিত হতে পারে না যদি আনুগত্য না হয়।" আল হাকাম, ৫ খন্ড, নং ৫ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০১)

অতএব, এটা হলো আনুগত্যের মাপকাঠি–যা প্রত্যেক আহমদীকে হাসিল করতে চেষ্টা করতে হবে। এতে করে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা হবে। অতএব, এরজন্য প্রত্যেক আহমদীকে, প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক মহিলা, প্রত্যেক কর্মকর্তা, জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে প্রত্যেক মুরব্বী, মোবাল্লেগকে চেষ্টা করতে হবে, যেন এ যুগে আল্লাহ্‌র তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রতিষ্ঠা করা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দায়িত্ব (একাজকে) আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ইনশাআল্লাহ্।

সুতারাং আমি যেমন পূর্বেই বলেছি, সর্ব প্রথম এর জন্য কর্মকর্তাগণ–যেকোন ব্যক্তি যার উপর খেদমতের (সেবা) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে–নিজের অবস্থা বিচার করবে এবং আনুগত্যের নমুনা প্রদর্শন করবে। কারণ কর্মকর্তাদের মধ্যে আনুগত্যের উন্নত নমুনা প্রদর্শণের আগ্রহ বা উৎসাহ যতদিন দেখা যাবেনা– ততদিন

হযরত
মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ
"এটি একটি সত্য কথা যে, কোন জাতিকে জাতি বলা যায় না আর না তাদের মধ্যে ঐক্য এবং একতার উদ্দিপনা ও উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আনুগত্যের নীতিমালা অবলম্বন না করে।"

জামাতের সকলের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব, প্রত্যেক স্তরে (লেবেলে) যারা আমেলার সদস্য আছেন তা সে স্থানীয় পর্যায়ে হোন, জামাতের প্রেসিডেন্ট, আঞ্চলিক আমীর, অথবা কেন্দ্রীয় আমেলার মেম্বার অথবা জামাতের আমীর হোন, আপনারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ঐ পর্যায়ে নিয়ে আসুন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যা নির্ধারণ করেছেন। আর তা এই যে, নিজের ইচ্ছা আকাঙ্খাকে যবাই করতে হবে। যখন এ অবস্থা অর্জিত হবে তখন অন্তরে আল্লাহ্‌র নূর ভরে যাবে, হৃদয় খুশী এবং আনন্দে ভরে যাবে–এমন মো'মেন যে কাজ করবে সে চিন্তাভাবনা করেই করবে যে, সে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করছে এবং এটাই একজন মো'মেনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত।

অতএব, যেখানে জামাতের কর্মকর্তাগণ জামাতের সকল সদস্যদের মাঝে এই রূহ (উৎসাহ) সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছেন নিজের আমল ও কথাবার্তার মাধ্যেমে; সেখানে মুরব্বী-মোবাল্লেগগণেরও কর্তব্য এটাই হবে যে, তারা নিজ কর্ম ও কথাবার্তার মাধ্যমে উত্তম নমুনা দেখাবেন। ঐভাবেই জামাতের তরবিয়তের চেষ্টা করবেন যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) চেয়েছেন। অঙ্গ সংগঠনগুলো নিজ নিজ মজলিসের সদস্যদের এভাবে তরবিয়ত করবেন যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) চেয়েছেন। আতফাল ও নাসেরাতের পর্যায়ে যখন এভাবে তরবিয়ত হবে–এমন তরবিয়ত নিয়ে তারা বেড়ে উঠবে তখন অনেকগুলো সামাজিক ও চারিত্রিক সমস্যা যা সমাজে দেখা দিচ্ছে তার থেকে এরা আল্লাহ্‌র ফযলে দূরে থাকবে। আমাদের সন্তানরা ওসবের মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে। এর ফলে আমাদের গৃহসমূহে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে। সুতরাং এই আনুগত্যের মান বৃদ্ধি করতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করুন। প্রত্যেক পর্যায়ে প্রত্যেক আমেলা মেম্বার উর্ধতন কর্মকর্তার আনুগত্য করুন। জামাতের সদস্যবৃন্দ সকল আমেলা সদস্যদের আনুগত্য করুন। সবাই সম্মিলিতভাবে খেলাফতের সাথে আন্তরিকাতার পবিত্র সম্পর্ক এবং আনুগত্যের উচ্চতর নমুনা বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

এখানে মুরব্বী-মোবাল্লেগগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ আপনারা যে যেখানে আছেন উত্তম নমুনা দেখাবেন, আমীর সাহেবের আনুগত্য করবেন উত্তমভাবে। আর যদি আমীর অথবা কোন আমেলা মেম্বারের মধ্যে এমন কিছু দেখেন যা আমাদের জামাতের রীতিনীতির

বিপরীত–তাহলে ঐ আমেলা মেম্বার অথবা আমীরকে পৃথকভাবে অবহিত করুন। হাদীসে এ কথাই আছে, যদি কোন আমীরের মধ্যে গুণাহ্ দেখেন তবুও তার আনুগত্য কর। তাকে বুঝাতে চেষ্টা কর। তার জন্য দোয়া কর। তারপরও যদি ঐ আমীর বা আমেলা সদস্য নিজের মর্জি করতে থাকে এবং আপনি যদি মনে করেন যে, এটা জামাতের স্বার্থের বিপরীত প্রভাব ফেলছে, তাহলে আপনি যুগ খলীফাকে অবহিত করুন। কিন্তু জামাতের সদস্যদের মধ্যে এমন প্রভাব পড়া উচিত না যে সকলে মনে করতে শুরু করবে যে, আমীর ও মুরব্বীর মধ্যে পরস্পরের মধ্যে ভাল (Understanding) নাই অথবা পরস্পর সহযোগীতার মনোভাব নাই।

দ্বিতীয়তঃ মুরব্বীগণকে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে এই যে, জামাতের কোন ব্যক্তির মনে যেন এমন ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, মুরব্বী সাহেব অমুক ব্যক্তির সাথে বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখেন। যদি কোন বিষয় তার সামনে রাখা হয় তাহলে ঐ মুরব্বী বা ওয়াকফে যিন্দেগী অন্যায়ভাবে তার পক্ষপাতিত্ব করবে। মুরব্বী বা মোবাল্লেগ অথবা কোন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তার উচিত নিজের অবস্থানকে এ ধরণের কোন পরিস্থিতির উর্ধে রাখা, কোন প্রকার সম্পর্ক যেন জামাতী স্বার্থের বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে। জামাতের সকল সদস্যদের সাথে সাধারণভাবে এমন সম্পর্ক রাখুন, কোন বিশেষ বিষয় উত্থাপিত সেখানে বিশেষভাবে এমন আচরণ ও মনোভাব রাখুন এবং জামাতের সকলের তরবিয়তের প্রতি দৃষ্টি রাখুন যেন উভয় পক্ষ সকল অবস্থায় আনুগত্যের বৃত্তের মধেই অবস্থান করে। এটা একজন মুরব্বীর অনেক বড় দায়িত্ব যে,জামাতের মধ্যে যেন আনুগত্যের স্পিরিট বা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। কারণ আল্লাহ্তআলা আপনাকে ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন। অতএব, এ দিকে খাস নজর রাখবেন। জামাতের মধ্যে জামাতী রূহ (স্পিরিট) বা প্রাণ সৃষ্টির জন্য এটি বড় মৌলিক বিষয় যে, জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ ও জোস সৃষ্টি করা। এই কারণে আল্লাহ্তাআলা ও তাঁর রসূল (সঃ) আনুগত্যের প্রতি এত বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, এখানে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, আনুগত্য যারা করেন তাদের পরিণামই শুভ হয়ে থাকে। অনেকে দোয়ার জন্য লিখেন যে দোয়া করুন যেন পরিণাম শুভ হয়। শুভ পরিণামের জন্য আল্লাহ্তাআলা এখানে উত্তম ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ও উলিল আমর্ (যুগ ইমাম) এর আনুগত্য কর। আনুগত্য করাটাকে নিজের উপর ফরয করে নাও। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুনা করত তোমাদের পরিণাম শুভ করে দিবেন।

আমাদের কি পরিমাণ আনুগত্য করা উচিত আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "আমার আমীরের আনুগত্যই আমার আনুগত্য। আমার আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য। আমার আমীরের অবাধ্যতাই আমার অবাধ্যতা,–আমার অবাধ্যতাই আল্লাহ্র অবাধ্যতা।" আনুগত্যের মাপকাঠি তো এটা। এটা প্রত্যেক আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে। কারণ এটাই আমাদের ভিত্তি, এটাই আমাদের মূল সম্পদ, এটা ছাড়া জামাতের কল্পনাও করা যায় না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩) আল্লাহ্তাআলার এই রহম বা দয়া পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ও তাঁর রসূল (সঃ) এর আনুগত্য করতে হবে। এই আনুগত্য যেমন আমি বলেছি, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন; আমীরের আনুগত্য কর তো আমার আনুগত্য করা হবে, আমার আনুগত্য করলে আল্লাহ্র আনুগত্য করা হবে। অতএব, আল্লাহ্র করুণা লাভের জন্য প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছেন, আনুগত্য করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু তবুও আল্লাহ্র দয়া লাভের জন্য প্রত্যেক আহমদীর উচিত আনুগত্যের বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করা। আমীর সাহেবদের এবং অন্যান্য আমেলা সদস্যদের অনেক কথাই এমন হতে পারে যা একজনের জন্য শুনতে ও কষ্ট হবে। কিন্তু জামাতের মান-মর্যাদা এবং নিজের পরকালের কথা চিন্তা করে তা সহ্য করতে হবে এবং এতে পূণ্য অর্জিত হবে।

এক বিবরণে আছে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ কর্মকর্তার অপ্রিয় কথা শোনে সে যেন ধৈর্য ধারন করে; কারণ নেযামের আনুগত্যের বাইরে সামান্য পরিমাণ গেলেই তো তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।' [বুখারী কিতাবুল আহকাম]

সুতরাং জাহেলিয়াতের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে হবে, আল্লাহ্র দয়া পেতে হলে আনুগত্য করা আবশ্যক। আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার) হাত থেকে রক্ষা করুন, হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন; পুরোপুরি আনুগত্যই পুরোপুরি হেদায়াত।' আমাদের জামাতের উচিত ভাল করে জেনে রাখা এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা। আমাদের দ্বারা যেন এমন কোন ভুল-ত্রুটি সাধিত না হয়। এটা আল্লাহ্র খাস অনুগ্রহ ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ্র সামনে নত হয়ে দোয়ারত হোন, সাহায্য প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের ভেতরের অহংকার বিনাস করে দেন। সঠিক অর্থে আনুগত্যের রূহ বা আত্মা দান করেন। হযরত (আঃ) বলেছেন ঃ

"মোট কথা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)র মত অবস্থা সৃষ্টি হওয়া উচিত এবং ঐরকম একাত্মতা (একতা) এখনও প্রয়োজন।

কারণ আল্লাহ্‌তাআলার এই জামাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হাতে তৈরী হয়েছে, এই জামাতকে আঁ হযরত (সঃ) হাতে তৈরী (সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ)) জামাতের মধ্যে শামীল করা হয়েছে। যেহেতু জামাতের উন্নতি এমন লোকদের নমুনা দেখেই হয়ে থাকে–অতএব, তোমরা যারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাত বলে পরিচিত হয়েছ এবং সাহাবায়ে কেরামের জামাতের সাথে মিলিত হতে চাও, নিজেদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের রং সৃষ্টি কর–আনুগত্য করতো, ঐরকম আনুগত্য কর। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা ঐরকম কর। মোট কথা সকল দিক থেকে সকল অবস্থায় ঐরকম আকার আকৃতি ধারণ কর যেরকম সাহাবারা ছিলেন।" [আল হাকাম, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ইং]

সাহাবারা কি রকম আনুগত্য করেছেন? একজনের উদাহরণ আপনাদের সামনে রাখছি। বহুবার আপনারা শুনেছেন। এ দৃশ্যটি চোখের সামনে রাখবেন সবসময়। যে সময় মদ হারাম বলে নির্দেশ আসল তখন একটা গৃহে কয়েকজন বসে মদ পান করছিলেন। কোন্ ঘোষণাকারীর ঘোষণা তারা শোনা মাত্র একজন উঠে লাঠি হাতে নিয়ে মদের কলস ভাঙ্গতে শুরু করে দিলেন। কেউ বলল, খোঁজ করে দেখ আসল নির্দেশ কি এসেছে? স্পষ্ট ঘোষণা কী? আঁ হযরত (সঃ) আসলে কী বলেছেন এবং বলেননি। তিনি বলেন, 'যা শোনা গেছে তা' প্রথমে বাস্তবায়ন কর।" একে বলে আনুগত্য! পরে খোঁজ করে দেখা যাবে যে আসল নির্দেশ কী ছিল? এটা হচ্ছে ঐ উচ্ছ্বাস এবং আবেগ যা প্রত্যেকের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া চাই। এটা না যে, বিশেষভাবে আমাদের যখন নির্দিষ্ট করে বলা হবে তখন আমরা পালন করব। তার পূর্বে কেন?

সাধারণভাবে প্রত্যেকটি কথা যা বর্তমান যুগে বিভিন্ন সময়ে যুগ খলীফাগণ বলেছেন, যেসব তরবিয়তী বিষয়–আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন ঐ সমস্ত বিষয়ে আনুগত্য করা যুগ খলীফার প্রতিটি কথাকে মান্য করা-টা আসলে আনুগত্যের আওতাভুক্ত। এটা নয় যে, অনুসন্ধান করা হোক যে, কী বলা হয়েছে। আসল আদেশ কী, কী বলা হয়নি? এর পেছনে উদ্দেশ্য কী? যতদুর জানা ও বোঝা গেছে ততদূর সাথে সাথে আদেশ পালন হয়ে যাওয়া উচিত। এটা

অতএব, তোমরা যারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাত বলে পরিচিত হয়েছ এবং সাহাবায়ে কেরামের জামাতের সাথে মিলিত হতে চাও, নিজেদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের রং সৃষ্টি কর–আনুগত্য কর তো, ঐরকম আনুগত্য কর। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা ঐরকম কর। মোট কথা সকল দিক থেকে সকল অবস্থায় ঐরকম আকার আকৃতি ধারণ কর যেরকম সাহাবারা ছিলেন।" [আল হাকাম, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ইং]

এমন নেকি যার পুরস্কার পাওয়া যাবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার তাহলে তা পরিবর্তিতে স্পষ্ট করে নেয়া যেতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর আনুগত্যের মান বৃদ্ধি হওয়া উচিত। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার আলোকে জীবন গড়া।

যেভাবে দিন দিন জামাত বৃদ্ধি পাচ্ছে–আল্লাহ্‌র ফযল নাযেল হচ্ছে কিন্তু যারা পরে আসছে তারা নবাগত হওয়ার কারণে অল্প তরবিয়ত প্রাপ্ত হচ্ছে–ফলে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আসছে। এভাবে পুরান আহমদীরা সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এবং মৌলিক আদেশ নির্দেশ ভুলে যাচ্ছে। এজন্য এস্তেগফারের নির্দেশ আছে। প্রত্যেকের উচিত বেশি বেশি এস্তেগফার করা। অনেক বেশি এস্তেগফারের প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তআলাও এ কথাই বলেছেন যে, যখন উন্নতি হবে–বেশি এস্তেগফার করবে। কারণ এস্তেগফার ঈমানকে শক্তিদান করে। আনুগত্যের মান বৃদ্ধি করতে থাকে। এতে করে দুর্বলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

সবসময় আমাদের স্মরন রাখা উচিত যে, আমাদের মাঝে যেন কোন পরিবারের ছাপ দেখা না যায়, কোন সংস্কৃতির ছাপ যেন না দেখা যায়–কোন দেশের অধিবাসী সেই ছাপ যেন দেখা না যায়, যদি কোন ছাপ চোখে পড়ে তাহলে তা যেন ঐ উত্তম চরিত্রের ছাপ চোখে পড়ে যা হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) অংকন করে দিয়েছেন যা আমাদের চোখের সামনে আছে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্তমান যুগে যা আরো খুব স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। যেমন তিনি (আঃ) বলেছেন, তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তোমরা সাহাবায়ে কেরামের মত একতা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি কর। প্রত্যেক আহমদী যেন পূর্বের তুলনায় এখন বেশি আনুগত্য করে এর মাত্রা বৃদ্ধি করে। এটা এমন জিনিস যদ্বারা জামাতের মান-মর্যাদা উচ্চতা লাভ করে। জামাতের উন্নতির কারণ হয় এবং হবে ইনশাআল্লাহ্!

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের আহমদী ভাইদের শক্তিদান করুন–তারা যেন জামাতের সম্মানের খাতিরে, এর পবিত্রতার খাতিরে নিজেদের অহংকারকে বিনাশ করে আনুগত্যের মানকে উন্নত করে এবং এর বিপরীত করে নিজেকে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর দিকে অগ্রসর না হয়। আল্লাহ্ দয়া করুন। প্রত্যেকের প্রতি করুণা করুন। আমীন। [আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ৩০শে জুন ২০০৬]

অনুবাদ ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

মুরব্বী সিলসিলাহ্

লেনদেন সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৮ নভেম্বর, ২০০৫ তারিখ মসজিদ বায়তুল ফুতূহ, (মরডেন) লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা শোয়ারার নিম্নোক্ত ১৮২-১৮৪ আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দেন ঃ

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۝
وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۝
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ۝

আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমে যেখানেই হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর জাতির উল্লেখ করেছেন সেখানেই তাদের উপদেশ দিয়েছেন, মাপ পুরো মাত্রায় দিও। ওজনে কম দেয়ার উদ্দেশ্যে ত্রুটিযুক্ত দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করার পদ্ধতি অবলম্বন করো না। কেননা, তোমাদের এ অসৎ উদ্দেশ্য দেশে অরাজকতা ও নিরপত্তাহীনতা সৃষ্টির কারণে পরিণত হবে। যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি এতেও এ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর তরজমা এই ঃ

[(হে মানুষ!!) তোমরা মাপ পুরো মাত্রায় দিও। আর যারা কম করে দেয় দলভুক্ত হয়ো না। আর সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করো। লোকদের তাদের প্রাপ্য জিনিষ কম দিও না। আর পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করো না।]

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ

'আর কোন ভাবেই লোকদের ধনসম্পদের ক্ষতি করবে না এবং অরাজকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পৃথিবীতে বিচরণ করবে না। অর্থাৎ চুরি, ডাকাতি, পকেট কাটা বা অন্য কোন অবৈধ উপায়ে অন্যের ধনসম্পদ অধিকার করবে না।' [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক সূরা শোয়ারার ১৮৪ আয়াতের অনুবাদ, সর্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতার বরাতে]

অতএব এ মাপজোখ পুরো করে না দেয়া বা চালাকি করে মাপে কম দেয়া, দেয়ার সময় ওজনে কম দেয়া এবং নেবার সময় বেশি নেয়ার চেষ্টা করা এসব কাজ চুরি ও ডাকাতি করার সমান। এজন্যে এটা এমন কিছু নয় কেউ যেন তা মনে না করে। এটা কেবল ব্যবসায়ের একটু ধোঁকাবাজি এমন কোন বড় পাপ নয়। খুবই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সাবধান! শুনে নাও এটা বড় পাপ।

আবার অনেক লোক অন্যের ধনসম্পদ দখল করার চেষ্টা করে থাকে। মনে করে এটা এমন কিছু নয়। সেতো জানেই না অমুক জিনিসের মুল্য কত। তাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নাও। এতে কোন ইতরবিশেষ হয় না। কিছু নিজের পকেটে পুরে নাও। আসল মালিককে কিছু দিয়ে দাও। অতএব হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, এটি এমন এক কর্ম ও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যা অরাজকতা সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড। এ ধরনের লোকই এভাবে ধনসম্পদ ভোগ করে নিজেদের মাঝে ঝগড়া মারামারি ও অরাজকতার কারণ ঘটিয়ে থাকে। অন্য পক্ষ যখন জানতে পারে, আমার ধনসম্পদ আত্মসাৎ করেছে তখন তাদের বিরুদ্ধে কর্মকান্ড আরম্ভ করে। আর এভাবেই আপষে সম্পর্কে ছিদ্র সৃষ্টি হতে থাকে। সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং বাড়তে থাকে। ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি হয়। অন্য দল যদি ধৈর্যশীল হয়, সাহসী হয় তাহলে তো রক্ষা নইলে যেভাবে আমি বলেছি, ঝগড়া মারামারি ফিতনাফাসাদের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে সামনে চলে আসে। আমরা দৈনন্দিন এসব ঘটতে দেখি।

আবার লোকদের ধনসম্পদ আত্মসাৎকারী, মাপে যে কম দেয়-এ অবৈধ ধনসম্পদের দরুন, যা সে আত্মসাৎ করে থাকে স্বভাবগতভাবে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীতে পরিণত হয়ে যায়। অন্যের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দানকারী এমন হয় না। পুণ্য ও নিরাপত্তার বিষয় তাথেকে আশা করা যায় না। তার প্রত্যেক কথা ও কাজ থেকে কল্যাণ উঠে যায়। এ ব্যবসায়িক বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ওপরও ধ্বংস এসেছিল। ধ্বংসের এ-ও একটি কারণে পরিণত হচ্ছে। অতএব যেসব ঘটনা কুরআন করীমে আমাদের কাছে বলা হয়েছে এসব কেবল পুরনো লোকদের কিচ্ছা কাহিনী হিসেবেই ছিল না বরং এ হলো শিক্ষা-ভাবী প্রজন্মের জন্যেও যে,

দেখ, আল্লাহ্‌তাআলার সাথে কারো কুটুম্বিতা নেই। এ শিক্ষার থেকে দূরে থাকলে তাঁর আযাবের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবে। নইলে আগের জাতিগুলোও এ প্রশ্ন করতে পারে, আমাদের এসব ভুলত্রুটির জন্যে তো আযাব আমাদের পাকড়াও করেছে কিন্তু পরবর্তীতে আগমনকারীরাও এ পাপই করেছে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেছে এবং আরাম আয়েশ করেছে। এটা ঠিক, আল্লাহ্‌তাআলা মালিক, যাকে চান তাকে মাফ করে দেন আর যাকে চান শাস্তি দেন। কিন্তু যেসব ঘটনার কথা আল্লাহ্‌তাআলা অবহিত করেছেন, এ সংবাদ এজন্যে দিয়েছেন যে, আগের জাতিগুলোর মাঝে এসব মন্দকর্ম দেখতে পাওয়া যেতো। তোমরা যদি শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাও তাহলে আমার আদেশ পালন কর এবং এসব বিশৃংখলার বিষয়গুলো পরিহার কর।

এ যুগে পার্থিব লালসার কারণে সাধারণভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও জাতিগত রাজনীতির কারণে জাতিগত ভাবেও একে অন্যের ব্যবসায়ে দেনাপাওনায় ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যে চুক্তি করা হয় এর ওপর যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। শ' শ' ব্যাখ্যা ও দলীলপ্রমাণ বের করা হয়। পাশ্চাত্য জাতিগুলোর মর্জি মোতাবেক গরীব দেশগুলো কাজ না করলে এরা নিজেদের চুক্তি ও সুদকে ক্ষতির মাধ্যম বানিয়ে নেয়। চেষ্টা এটাই হয়ে থাকে, কিভাবে এরা (অর্থাৎ গরীব দেশগুলো) এ চুক্তির ছত্রছায়ায় অধিক পরিমাণ সুযোগসুবিধা না নিতে পারে, যে কারণে এ চুক্তি হতে যাচ্ছে। কখনও কখনও এমনও হয়ে থাকে, এসব গরীব দেশকে আগেই ব্যবসায় ও সহানুভূতির ধোঁকায় রেখে লুটে নেয়া হয়ে থাকে। পরে অধীনস্থ করে নেয়া হয়। যে বিরোধিতা করে সেনাবাহিনী পরিচালিত করে একে পর্যুদস্ত করা হয়। শক্তি প্রয়োগ করে সেই জাতিকে নিজ জবরদখলে আনা হয়। তাই যদিও এসব বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর, অন্যদের অধিকার খর্বকারীর এটা দ্বিতীয় পর্যায় হয়ে থাকে যেন নিজ পসন্দসই জাতিদের মাঝ থেকে স্বধর্মীয় জাতিদের লেনদেন একভাবে করে থাকে। গরীব দেশ ও ভিন্ন ধর্মের জাতির লোকদের সাথে লেনদেন আর একভাবে করে থাকে। বরং এটাও করে থাকে যে, গরীব দেশগুলোর অর্থনৈতিক নীতি বানাবার বাহানায় তাদের এমন শয়তানী অর্থনৈতিক চক্করে ফাঁসিয়ে দেয় যেন তারা উন্নতিই করতে না পারে। আর এসব লোক আবার এসব গরীব দেশের ধন-দৌলতও লুটে নেয়। অতএব এসবের মূল যার কারণে এ সুযোগ সুবিধা ভোগ করা হয়ে থাকে আর ক্ষতি করা হয়ে থাকে তা এই ব্যবসায়, দেনাপাওনা এবং মাপজোখের ব্যাপারই।

এজন্যে আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন মজীদের কয়েক স্থানে বলেছেন–ওয়ালা তাবখাসুন্‌নাসা আশইয়ায়াহুম ওয়ালা তুফসিদূ ফিল আরযি (সূরা আ'রাফ ঃ ৮৬)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, এর অর্থ এই, কোনভাবেই লোকদের ধনসম্পদের ক্ষতি করো না এবং পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করো না। সুরা আ'রাফের এক আয়াতে এ বিষয় বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, যালিকুম খয়রুল্লাকুম ইনকুনতুম মু'মিনীন (সূরা আ'রাফ ঃ ৮৬ আয়াত) অর্থাৎ তোমাদের জন্যে উত্তম ছিল যদি তোমরা ঈমান আনয়নকারী হতে।

অতএব আজ এ বাণী প্রত্যেক সেই ব্যক্তির কাছ পর্যন্ত এবং প্রত্যেক সেই জাতির নেতাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছানো আবশ্যক যারা এ ব্যবসায়িক ধোঁকাবাজীতে লিপ্ত। সেই বাণীটি হলো– তোমরা এ ধোঁকা দিয়ে নিরাপত্তা ও প্রাধান্য লাভ করতে পার না। এজন্যে আল্লাহ্‌র আদেশগুলোর ধ্বংসের চিত্র তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এসব আযাব যা পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে এখনও আসতে পারে। মনোযোগী দৃষ্টি যদি থেকে থাকে তাহলে দেখুন (আযাব) আসা অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর যে স্থানেই বিপদাপদ ও ধ্বংস আসছে–আমেরিকায়ও এশিয়ায়ও এবং অন্যান্য স্থানেও। আর এখন আবহাওয়ার কঠোরতা প্রসঙ্গেও আগাম বলে দেয়া হচ্ছে। অতএব এসব বিপদাপদের কারণে অনেক অনিষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতি যা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে তাথেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মান্য করাই একমাত্র পথ। প্রত্যেক আহমদীর এ বাণীটি নিজ নিজ পরিমন্ডলে ও নিজ নিজ এলাকায় পৌঁছানো দরকার। কুরআনের সতর্কবাণীগুলো দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবী উপস্থাপন করা উচিত।

মুসলামানদের বুঝানো উচিত, সবার আগে এ আদেশ তোমাদের প্রতি প্রযোজ্য। তোমরা এ আদেশ পালন কর। কেননা, আমাদের মুসলিম দেশগুলোর মাঝে যেটির কথাই ধরা যাক না কেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাপজোখ ও লেনদেনের ব্যাপারে প্রায় সবাই কম দিয়ে থাকে, ধোঁকা দিয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান দেশে কমপক্ষে ছোট ছোট ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বস্ত তার সাথে নিজেদের জিনিষপত্র বিক্রী করে থাকে এবং লেনদেন করে থাকে। আর সাধারণত এ বিশ্বাসের সাথেই সব ব্যবসায় বাণিজ্যও চলছে। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে এর অনেক অভাব দেখা যায়। কোন কোন দেশের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য চলে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে বড় বড় অর্ডার পাওয়া যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে কোন কোন মুসলমান ব্যবসায়ী ভাই সঠিকভাবে ব্যবসার নীতি ঠিক রাখে না। আর ধোঁকার কারণে সেই ব্যবসায় উন্নতির বদলে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। আর এটা মনে করে, আমরা অন্যকে ধোঁকা দিয়ে মথুরা পার হয়ে যাচ্ছি। পরে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অতএব আল্লাহ্‌তাআলা এসব লোকদের সতর্ক করেছেন অর্থাৎ যারা এ সম্বন্ধে অবগত এবং তাঁর কিতাবের মান্যকারী এরা সবচেয়ে বেশি এর করাল গ্রাসে পতিত হয়ে থাকে। আর এ কারণেই মুসলমান জাতিগতভাবে উন্নতি করতে পারে না। কেননা, আমাদের তো আল্লাহ্‌তাআলা খুবই সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে এসব পুরনো জাতির ঘটনাবলী বলে দিয়েছেন এবং আদেশ-নিষেধও জানিয়ে দিয়েছেন। এসব কাজ তোমরা করবে না, এসব কাজ তোমরা করবে না। তাই আমরা যতক্ষণ এর ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা না নেব উন্নতি করতে পারবো না। অন্যদের বেলায় অবকাশ তো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু মুসলমানদের বেলায় নয়।

অতএব আজ বিশের প্রত্যককে দুঃখকষ্ট, বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে রক্ষা করার জন্যে সব রকম উন্নত চরিত্রের ভিত্তিতে কর্ম করা ও এর প্রচার প্রসার করা প্রত্যেক আহমদীর জন্যে ফরয। এ প্রসঙ্গে আমাদের সামনে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কি আদর্শ রেখে গেছেন? কিভাবে তিনি (সঃ) ব্যবসায় বাণিজ্য ও দেনা পাওনা এবং তাঁর (সঃ) চুক্তি রক্ষা করতেন, কিভাবে ধার দেনা শোধ করতেন তিনি (সঃ) নিজ উম্মতকেও সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে গেছেন। এসব শিক্ষা তিনি (সঃ) আল্লাহ্‌তাআলার আদেশানুযায়ী আমাদের দিয়েছেন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি ঃ

একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত উদায়া বিন খালিদ হুযাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম (এই মর্মে) আমার জন্যে একটি বিক্রি রশীদ লিখেছেন, আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে উদায়া বিন খালিদ বিন হুযাহ্ একটি গোলাম কিনেছে। এর কোন রোগ ব্যাধি নেই, তার চরিত্রে কোন মন্দ বা শয়তানীও নেই। এটা হলো দু'জন মুসলমানের মাঝে একটি কেনাবেচা। এতে কোন ধোঁকাবাজী করা হয়নি (জামে' তিরমিযী)।

অতএব দেখুন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কিভাবে এবং কতটা সতর্ক ছিলেন। তাঁর (সঃ) সততা ও তাকওয়ার যে উন্নত মান ছিল সে পর্যন্ত তো কেউ পৌঁছুতে পারে না। নিশ্চয় তিনি (সঃ) ভালভাবে জেনে শুনে এটা লিখিয়ে থাকবেন। এ গোলামকে ভালভাবে পরখ করে ও দেখার পর এ ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মে থাকবে। তিনি (সঃ) সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এসব কথা আমি এর ব্যাপারে বলছি। কখনও কখনও মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে জানাও যায় না। কিন্তু এই যে কথা বলেছেন, তোমরাও এ ব্যাপারে খোঁজখবর করে নাও সে কি এ রকমই যে রকম আমি বলেছি। আর সব কিছু সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি।

আবার একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আবূ রাফে' (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একটি উটের বাচ্চা কারও কাছ থেকে ধার নেন। পরে তাঁর (সঃ) কাছে যাকাতের কয়েকটি উট আসে। তখন তিনি আমাকে আদেশ দিলেন, এ ব্যক্তির উটের বাচ্চা ফেরৎ দিয়ে দাও। আমি বল্লাম, এ উটগুলোর মাঝে কেবল একটিই সবচেয়ে উত্তম উট আছে। এর বয়স ৭ বছর। তখন তিনি (সঃ) বল্লেন, এটিই দিয়ে দাও। এজন্যে দিয়ে দাও যে **ভাল লোক উত্তম পন্থায়ই ঋণ পরিশোধ করে থাকে** (সহীহ মুসলিম)।

=দেনা সুন্দর পদ্ধতিতে আদায় করা যায়। দেনা সুন্দর পদ্ধতিতে আদায় করা আবশ্যক। এভাবে কৃতজ্ঞতার সাথে আদায় করা হয় যে, আমি তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তুমি যথাসময়ে আমার প্রয়োজন পুরো করে দিয়েছিলে এবং এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নিদর্শন হিসেবে আমি তোমাকে এ অতিরিক্ত অর্থ স্বেচ্ছায় দিচ্ছি। অতএব এই সেই আদর্শ যাতে সমাজে ভালবাসা ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

অতএব দেখুন, ঋণের উত্তম পন্থায় আদায়ের পদ্ধতি। সমাজে প্রেমপ্রীতি ছড়ানোর পদ্ধতি। লোক তো সামনাসামনি কেনাবেচার সময়ও চেষ্টা করে কিভাবে ধোঁকা দেয়া যায়।

আবার নবুওয়ত যুগের পূর্বেও দেনাপাওনার ব্যাপারে ব্যবসায়ে তাঁর (সঃ) উত্তম চরিত্রের প্রসঙ্গে বর্ণনা এসেছে। হযরত আবি সায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমরা তাঁর সাথে জাহিলিয়্যতের যুগে ব্যবসায় বাণিজ্যে অংশ নিয়েছি। কিন্তু আমরা তাঁকে (সঃ) কখনও ধোঁকাবাজী এবং ঝগড়া করতে দেখি নি। আজ উত্তম আদর্শের ওপর আমল করা হলে সমাজ অনেক ঝগড়া বিবাদ থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারে। (চুক্তিপত্রও) লিখিত হয়ে থাকে। এ সত্ত্বেও ঝগড়া বিবাদ হয়ে থাকে। মামলা মোকদ্দমা চলতে থাকে। আর বছরের পর বছর ধরে এ মোকদ্দমায় দু'দলই সময়ের সাথে সাথে নিজেদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীনও হতে থাকে।

একটি বর্ণনায় এসেছে। মুহারিব বিন ওসার (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-কে এটা বলতে শুনেছি, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমার কাছ থেকে কর্জ নিয়েছিলেন। অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে আমার অর্থ আদায় করে দিলেন এবং আমার পাওনা অর্থের চেয়েও অধিক আদায় করে দিলেন (সুনানে ইবনে দাউদ, কিতাবুল বায়'উ)।

এভাবে দেনা শোধ করা কোন সুদের অন্তর্ভুক্ত হয় না। বরং একটি বর্ণনায় এসেছে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দেনা সুন্দর পদ্ধতিতে আদায় করা যায়। দেনা সুন্দর পদ্ধতিতে আদায় করা আবশ্যক। এভাবে কৃতজ্ঞতার সাথে আদায় করা হয় যে, আমি তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তুমি যথাসময়ে আমার প্রয়োজন পুরো করে দিয়েছিলে এবং এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নিদর্শন হিসেবে আমি তোমাকে এ অতিরিক্ত অর্থ স্বেচ্ছায় দিচ্ছি। অতএব এই সেই আদর্শ যাতে সমাজে ভালবাসা ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

দারে কুতনীর একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে। এতে বর্ণনাকারী আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে প্রাথমিক যুগের মক্কার মুশরিকদের নিবর্তনমূলক আচরণের চিত্র এঁকেছেন। আবার ইসলামের বিজয়ের পর যখন গোটা আরব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে ছিল সে সময়ে তাঁর (সঃ) লেনদেনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারেক বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা একটি দলের সাথে মদীনার কাছাকাছি এসে তাঁবু খাটায়। এ তাঁবু খটানোর সময়ে শুভ্র কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি আমাদের কাছে আসেন এবং সালাম বলেন, (লেনদেনের সাথে যতটা সম্পর্কিত আমি তা বর্ণনা করছি)। আর আমরা কোথা থেকে এসেছি তা আমাদের কাছে জানতে চান। আমরা বল্লাম, রমাযা থেকে

এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কাছে একটি লাল রং-এর উট ছিল (সে যুগে লাল রং-এর উট মূল্যবান উটের মাঝে গণ্য করা হতো)। অতএব সেই আগমনকারী (এ ছিলেন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। বর্ণনাকারী তখন তাঁকে চিনতেন না) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এ লাল উটটি বিক্রি করতে চাও। তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা বিক্রি করতে চাই। আবার তিনি (সঃ) বললেন, কত বিক্রী করবে? তখন তারা কয়েক সা'(এক প্রকার আরবী ওজন বিশেষ। প্রায় পৌনে তিন কেজি পরিমাণে এক 'সা' হয়-অনুবাদক)। খেজুর হিসেবে এ মূল্য নির্ধারণ করে বল্লো, এত মুল্যে বিক্রী করবো। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, ঠিক আছে, আমাকে দিয়ে দাও। তিনি (সঃ) সেই উট নিলেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। (আর বল্লেন) মদীনায় গিয়ে আমি মূল্য পাঠিয়ে দেবো। তখন বর্ণনাকারী বলেন, আমরা দেখলাম তিনি উট নিয়ে চলে গেলেন এবং আমাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমার মনে এলো, আমরা তো তার পরিচয়ই জানি না। তিনি কে? জানা নেই তিনি কে? কি করেন তিনি? টাকা পাওয়া যাবে কি না? খেজুরের যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা পাওয়া যাবে কি যাবে না? এ চিন্তায় একে অন্যকে দোষারোপ করছি। প্রত্যেকেই অন্য জনকে বলছিলো, তুমি কেন উটটি যেতে দিলে? এমন ব্যক্তিকে উটটি দিয়ে দেয়া হলো যাকে আমরা চিনিই না। বলা হয়, এ দলের সাথে এক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন (মনে হয় তিনি খুবই বুদ্ধিমতি ও মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। আর তার ঈমানসুলভ বুদ্ধিমত্তাও ছিল)। এ মহিলা আমাদের বল্লেন, একে অন্যকে দোষারোপ করো না। আমি সেই ব্যক্তির মুখমন্ডল লক্ষ্য করেছি। তাকে দেখে মনে হয় না তিনি তোমাদের ক্ষতি করবেন। আমি কখনও কারও এমন মুখমন্ডল দেখিনি। এ তো চতুর্দ্দশীর চাঁদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। অতএব বর্ণনাকারী বলেন, রাতের বেলা খাওয়ার সময়ে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদের সালাম দিলেন। আর বল্লেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বার্তাবাহক হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের জন্যে খাবার পাঠিয়েছেন। ভালভাবে খাও। আর এ খেজুর নিজেদের উটের মূল্য হিসেবে ওজন করে নাও। অর্থাৎ রাতের খাবারও পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং মূল্যও পাঠিয়েছেন। পরে আরও বর্ণনা আছে। এসব লোক পরে মদীনা গিয়েছে।

অতএব দেখুন! তিনি (সঃ) কেবল এ কথাই বলেননি, আমি পরিমাণ মত খেজুর পাঠিয়ে দিয়েছি নিয়ে নাও। বরং তিনি (সঃ) বলেছেন, তোমরাও এ খেজুর ওজন করে নাও। কারও যেন কোন প্রকার কুধারণা সৃষ্টি না হয় এবং তোমাদের মূল্য যেন পুরো হয়ে যায়। কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থেকে যায়।

একবার এক সাহাবী অন্য এক সাহাবীর কাছে একটি ঘোড়া বিক্রী করছিলেন। বিক্রেতা এর যে মূল্য বলেছিলেন ক্রেতার দৃষ্টিতে তা কম মনে হয়েছিল। তিনি (অর্থাৎ ক্রেতা) এর মূল্য ৩/৪ গুণ বেশি করে বলেছিলেন। আর এ বিষয়ে বিতর্ক আরম্ভ হয়ে গেল। বিক্রেতা বলছেন, আমি কম দাম নেবো। আর ক্রেতা বলছেন না না আমি বেশি দাম দেবো। অতএব এটা ছিল (সততার) মান ও স্তর।

আবার আমাদের নিজেদের মাঝে লেনদেন প্রসঙ্গে, আমানত আদায়ের ব্যাপারে তিনি (সঃ) নসীহত করেছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, যে-কেউ তোমাদের কাছে কোন জিনিষ আমানত (গচ্ছিত) হিসেবে রাখে সেই গচ্ছিত জিনিষ ফিরিয়ে দাও। আর এমন ব্যাক্তির সাথেও কখন অবিশ্বস্ত তার কাজ করবে না যে তোমাদের সাথে অবিশ্বস্ততার কাজ করেছে (আবূ দাউদ, কিতাবুল বায়'উ)।

আবার কেবল এটাই নয় যে, আমানত ফিরিয়ে দাও বরং বলেছেন, সেই ব্যক্তিকে মু'মিন বলা যেতে পারে না, যে আমানতের ব্যাপারে অবিশ্বস্ততা করে। যে অন্যদের অধিকার খর্ব করে। যে কারও বিশ্বাসে আঘাত হানে। যে নিজ অঙ্গীকার সঠিকভাবে পুরো করে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বর্ণনা আছে। হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সব সময় বলতেন, 'লা ঈমানা লিমাল্লা আমানাতা লাহূ ওয়ালা দীনা লিমাল্লা 'আহাদা লাহূ অর্থাৎ যে-ব্যক্তি আমানত ফেরৎ দেয় না তার ঈমান কোন ঈমানই নয়। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না তার কোন ধর্মই নেই (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫, বৈরুতে মুদ্রিত)

এখন আমানত কেবল এতটুকুই নয় যে, কেউ কোন জিনিষ বা অর্থ কারও কাছে জমা রাখে আর সে তা এভাবে ফেরৎ দেয়। এ তো যথাস্থানে ঠিকই আছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যে কাজই করুক না কেন সে যদি যথার্থভাবে দায়িত্ব পালন না করে হয়তো কাজে গাফেলতি করে দায়িত্ব পালন করে না অথবা ব্যবসায়ী নিজ ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্যকে ধোঁকা দেয়ার কারণে তার সাথে সুবিচার করে না, অধিকার খর্ব করে সেক্ষেত্রে এটাও খিয়ানৎ বা অবিশ্বস্ততা। কেননা, ব্যবসায়ে লেনদেনের চুক্তি করেছে। এ বিশ্বাসে যদি আঘাত হানা হয় তাহলে এটাও অবিশ্বস্ততা। আবার আমাদের দেশে বেচাকেনার ব্যাপারটির কথা ধরুন। লোকেরা মালামাল বিক্রী করার সময় ভেজাল দিয়ে থাকে। এ-ও অবিশ্বস্ততা। আমানতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হয় না। কারও অধিকার খর্ব করা হয়। অতএব এসব বিষয়ই ঈমানে দুর্বলতার নিদর্শন।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। নিজের অঙ্গীকার যদি পুরো করা না হয় তাহলে অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপ মিশ্রিত হতে থাকে। আর অঙ্গীকার ভঙ্গের সাথে সাথে অবিশ্বস্ততাও করে থাকে।

অতএব এসব লোকের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা বেঈমান ও বিধর্মী। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবাদের মাঝে আমানত, বিশ্বস্ততা ও লেনদেনের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করার যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন, যে তরবিয়ত দিয়েছেন এর ফল এই ছিল, কখনও কখনও সাহাবারা বেচাকেনায় এ বিতর্কে লিপ্ত হতেন যেমন গ্রহিতা বা ক্রেতা কোন জিনিসের মূল্য বেশি বলতেন আর বিক্রেতা এর মূল্য কম বলতেন।

একটি বর্ণনায় এসেছে। একবার এক সাহাবী অন্য এক সাহাবীর কাছে একটি ঘোড়া বিক্রী করছিলেন। বিক্রেতা এর যে মূল্য বলেছিলেন ক্রেতার দৃষ্টিতে তা কম মনে হয়েছিল। তিনি (অর্থাৎ ক্রেতা) এর মূল্য ৩/৪ গুণ বেশি করে বলেছিলেন। আর এ বিষয়ে বিতর্ক আরম্ভ হয়ে গেল। বিক্রেতা বলছেন, আমি কম দাম নেবো। আর ক্রেতা বলছেন না না আমি বেশি দাম দেবো। অতএব এটা ছিল (সততার) মান ও স্তর। সাহাবারা এটা লাভ করেছিলেন। আর এ মানই একজন মু'মিনের দৃষ্টিতে রাখা উচিত এবং এভাবে নিজের আমানত ও বিশ্বস্ততার মান উন্নতি করা আবশ্যক।

বিশ্বে সাধারণভাবে যে বিরাট ব্যাধি রয়েছে আর যে কারণে অধিকাংশ ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলো ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্যে বা অন্য কোন ব্যয় নির্বাহের জন্যে ঋণ নেয়ার পরে আদায় করতে নানা রকম টালবাহানা করা। কারও উদ্দেশ্যই প্রথম থেকে খারাপ হয়ে থাকে যে, ঋণ তো নেই পরে দেখা যাবে কখন শোধ করা যায়। আর এসব লোক কথায় খুবই পন্ডিত হয়ে থাকে। যার কাছ থেকে ধার নেবে তাকে এমন সব কথার প্যাঁচে আটকে ফেলে যে, সে বোকা টাকা দিয়ে দেয় বা ব্যবসায় অংশীদার বানিয়ে নেয়।

যদিও এমন উভয় প্রকার ঋণ গ্রহণকারীর জন্যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি নির্দেশ রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে-ব্যক্তি ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের কাছ থেকে অর্থসম্পদ ঋণ বাবদ নেয় আল্লাহ্‌তআলা তার পক্ষ থেকে আদায় করার উপকরণ সৃষ্টি করে দেবেন। আর যে-ব্যক্তি ধনসম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ঋণ নেবে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে বিনাশ করে দেবেন'।

অধিকাংশ সময় অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এমন লোক যারা অসদুদ্দেশ্যে ঋণ নেয় তাদের কাজে খুবই অকল্যাণ হয়ে থাকে। আর্থিক দিক থেকে সেসব লোক ডুবতেই থাকে আর স্বয়ং নিজেরা তো ধ্বংসই হতে থাকে এবং সাথী সেই হতভাগ্যদেরও এ অর্থ থেকে বঞ্চিত রাখে যাদের কাছ থেকে তারা কথার চাতুর্যে অর্থ নিয়ে নিয়েছিল আর যারা কখনও কখনও লোভে পড়ে ঋণ দিয়ে দিতো। টাকা পয়সা ব্যবসায় লাগিয়ে থাকে (এ আশায়) যে, আমার অসাধারণভাবে লাভ হাতে আসবে। সেখানে বুদ্ধিবিবেকের কোন প্রশ্নই সৃষ্টি হয় না।

তোমাদের মাঝে সে-ই উত্তম যে কর্জ পরিশোধ করার দিক থেকে উত্তম (বুখারী, কিতাবুল ওকালাহ্)।

মোট কথা সে লাভের চক্করে পড়ে নিজ টাকা পয়সা নষ্ট করে দিয়ে থাকে। আর দৃশ্যত ভাল ভাল বুদ্ধিমান লোকদের এ ব্যাপারে বুদ্ধি নাশ করে দেয়া হয় এবং এসব ধোঁকাবাজদের টাকা দিয়ে দেয়া হয়ে থাকে।

অতএব যখনই কর্জ নেয়া হয় সদুদ্দেশ্যে যেন নেয়া হয়। যেভাবে তিনি (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌ই তাকে সাহায্য করে থাকেন। আর একজন আহমদীর এটাই উদাহরণ হওয়া আবশ্যক। আর কর্জ আদায়ের পদ্ধতিও উত্তম পন্থায় হওয়া আবশ্যক যেভাবে আগে উল্লেখ এসেছে।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদর্শের আরও একটি রেওয়ায়াত আমি বর্ণনা করছি। এক ব্যক্তির আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে ১ বছরের একটি উট পাওনা ছিল। সে এলো আর চাইলো। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, তাকে দিয়ে দাও। যাকে তিনি (সঃ) বলেছিলেন তিনি প্রার্থীর চাহিদা অনুযায়ী উট খোঁজাখুঁজি করলেন। সেই বয়সের অর্থাৎ ১ বছর বয়সের উট তিনি পেলেন না। বেশি বয়সের উট ছিল। এর মূল্যও বেশি। তিনি (সঃ) বল্লেন, এটাই দিয়ে দাও। এতে পাওনাদার বললেন, তিনি (সঃ) আমার কর্জ উত্তমভাবে পরিশোধ করলেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে আরও দিন। আসলে এটা ছিল তার দোয়া। তিনি (সঃ) বল্লেন, তোমাদের মাঝে সে-ই উত্তম যে কর্জ পরিশোধ করার দিক থেকে উত্তম (বুখারী, কিতাবুল ওকালাহ্)।

অতএব এটা কর্জ পরিশোধের পুণ্য পদ্ধতির দৃষ্টান্ত। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের এটা দেখিয়েছেন। আহমদীদের যদি বিশ্ব থেকে বিপর্যয় দূর করতে হয় তাহলে নিজেদের মাঝে যে লেনদেন বা কর্জ নেয়ার প্রয়োজন হয় তা এ উত্তম পদ্ধতিতে পরিশোধ করা দরকার। আপষে ব্যবসায়িক বিষয় সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হওয়া দরকার। আর কোন ধোঁকা এবং কোন প্রকার অসদুদ্দেশ্য মিশ্রিত হওয়া উচিত নয়।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নফসে আম্মারা (মন্দকাজে প্ররোচনা দানকারী আত্মা)-এর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এ অবস্থায় সংশোধনের জন্যে ন্যায়বিচারের আদেশ রয়েছে। এতে কুপ্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম করতে হয়। যেমন কারও কর্জ পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি এতে এই আকাঙ্ক্ষা করে থাকে যেন কোনভাবে এটা দাবিয়ে দেয় আর ঘটনাক্রমে এর মেয়াদ যেন পার হয়ে যায়। এ অবস্থায় কুপ্রবৃত্তি আরও সাহসী ও নির্ভীক হবে (এই ভেবে) যে, এখন তো আইনগতভাবে কোন ধরপাকড় হতে পারে না। কিন্তু এটা ঠিক হয়। ন্যায়বিচারের চাহিদা এই, তাঁর দেনা অবশ্যই যেন পরিশোধ করা হয়'। তার দেনা অবশ্যই পরিশোধ কর। 'আর কোন ওজর আপত্তি বা বাহানায় একে চেপে দিও না'। আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হয়, কোন কোন লোক এ বিষয়ে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে

না। আর আমাদের জামাতে এমন লোক রয়েছে, এরা নিজেদের কর্জ শোধের ব্যাপারে খুব কমই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। এটা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তো এমন লোকদের নামায পড়াতেন না। অর্থাৎ জানাযার নামায পড়াতেন না।

'অতএব তোমাদের প্রত্যেকে এ কথা ভালভাবে স্মরণ রাখ, ঋণ আদায়ের ব্যাপারে শিথিলতা করা উচিত নয়। আর সব রকম অবিশ্বস্ততা ও বেঈমানী থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত। কেননা, এটা ঐশী আদেশের পরিপন্থী' (মলফূযাত, ৪খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০৭, নতুন সংস্করণ)।

অতএব আমাদের সামনে রয়েছে এ শিক্ষা। আমরা যে এই দাবী করি, সারা বিশ্বে আমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে থাকি। আমাদর কর্ম যদি এর পরিপন্থী হয় তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আমরা পালন করছি না আর আমরা আমাদের অঙ্গীকারও পুরো করছি না বরং ব্যবসায়ে অন্যদের ধোঁকা দিয়ে কর্জ পরিশোধে টালবাহানার মাধ্যমে কাজ করে পাপীতে পরিণত হচ্ছি। আর তাদের দলভুক্ত হচ্ছি যারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, কোন কোন লোক এসব বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না আর আমাদের জামাতেও এমনসব লোক রয়েছে যারা খুব কমই দৃষ্টি দিয়ে থাকে। অতএব আজ আমিও খুবই দুঃখের সাথে এ কথাই বলতে চাই, আমরা এত বড় দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছি। প্রথমে তো পৌঁছানোর উপকরণ এত ছিল না যে, যুগখলীফা যে কথা বলতে চাইতেন বা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যেসব নির্দেশ দেয়া হতো বা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে-সব শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হতো যেগুলো মান্য করার জন্যে আমরা দাবি করে থাকি আল্লাহ্তাআলার যেসব আদেশনিষেধ সম্বন্ধে বলা হতো তা সে জায়গায়ই সীমাবদ্ধ থাকতো যে সমাবেশে বা জলসায় তাঁরা বক্তব্য রাখতেন। অথবা বেশির পক্ষে এটা হতো যে, এর সারাংশ বা সামান্য কিছু বিস্তারিত কয়েক সপ্তাহ পরে জামাতের লোকদের কাছে পৌঁছে যেতো আর এদের সংখ্যাও খুব কম হতো যারা সরাসরি লাভবান হতো। কিন্তু আজ এমটিএ-এর কল্যাণমন্ডিত পুরস্কার ও ব্যবস্থাপনার কারণে এ আহ্বান এখনই লক্ষ লক্ষ আহমদীর কানে পৌঁছে যাচ্ছে। বরং আজ আমাদের দাবীর কথা নিজের ও পরের কাছে সরাসরি একই সময়ে পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যরাও অনেক উপকৃত হচ্ছে। তাই আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক শহরে প্রত্যেক আহমদী নিজেকে নিজে এ শিক্ষা অনুযায়ী যেন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে। আল্লাহ্র সামনে বিনত হয়ে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করে, দূর করার চেষ্টা করে। আর যতটা সম্ভব চেষ্টা করে যেন এমন দুর্বলতা ও কাজ তার মাধ্যমে সংঘটিত না হয় যা জামাতের বদনামের কারণ হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তো খুবই সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, এমন লোকদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্তাআলার আদেশনিষেধ পালন না করলে আমার হাতে বয়াতের উদ্দেশ্য পুরো করছে না। কেননা, এক ব্যক্তি অন্যের সামনে নিজেকে নিজে যখন আহমদী বলে তখন অবশ্যই সে তাকে আহমদী মনে করে। আর কোন আহমদী বলে আখ্যায়িত ব্যক্তির অভ্যন্তরে যাওয়ার আগে এটাই মনে করে, যেভাবে আহমদী অন্যের তুলনায় অধিক আস্থাবান ও বিশ্বস্ত এ-ও তা-ই হবে। কিন্তু আহমদী যখন এমন ধারণা পোষণকারী ব্যক্তির সাথে লেনদেন বা ব্যবসায়ে বা অন্য কোন অঙ্গীকারে কোন ক্ষতি সাধন করে অথবা দুঃখ দেয় তখন সে গোটা জামাতকেই খারাপ মনে করতে থাকে।

আজকাল আমি জামাতের বাইরের মুসলমান থেকেও এবং অমুসলমান থেকেও পত্র পাচ্ছি। মাসে ২ টিই হোক না কেন। কিন্তু এ আসলে বদনামীর কারণে পরিণত হচ্ছে। জামাত যেভাবে প্রসার লাভ করছে কোন কোন নতুন আগমনকারী নিজ কারবারের সাথীকে ধোঁকা দিচ্ছে এবং তার পুরনো ধোঁকা এখানেও চলতে থাকে। কিন্তু আমার কষ্ট তখন বেশি হয় যখন পুরনো আহমদী পরিবারের কোন কোন লোকও ধোঁকায় শামেল হয়ে যায়। পাকিস্তান থেকেও আর অন্যান্য দেশ থেকেও জামাতের বাইরের লোক পত্র লিখেন, আপনার অমুক আহমদী এত টাকা মেরে দিয়েছে। বরং একজন তো এটাই লিখেছেন, আমি আপনাকে পত্র লিখেছিলাম। আপনি জামাতকে বলেছিলেনও। জামাত খুবই সাহায্য করেছে। কিন্তু সেই আহমদী কোনভাবেই সেই অঙ্গীকার পুরো করছে না বা টাকা পয়সা দিতে রাজি হচ্ছে না। আমি আমার ব্যাপারটি খোদার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমি আমার বিষয়টি খোদার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি - এ কথা তো একজন আহমদীর বলা উচিত। এর বিপরীতে অন্য কেউ এ কথা বলছে। অতএব যখনই এ ধরনের ব্যাপার গোচরীভূত হয় তখন অন্যের টাকা পয়সা ফেরৎ দেওয়ানোর চেষ্টা তো করাই হয়ে থাকে কিন্তু কখনও কখনও পাওনাদারও ভুল করে অবৈধ চাহিদা উপস্থাপন করে থাকে। অবশ্য আহমদীদের এটি কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, নিজ লেনদেনে, মাপজোখে, ব্যবসায়ে, কর্জ পরিশোধ একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অর্থাৎ নির্দোষ থাকে। কুরাআনের শিক্ষা ও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মহান আদর্শ এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আশাআকাঙ্ক্ষার চাহিদা অনুযায়ী সব সময় নিজেদের আঁচল যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। এভাবে করলে পরে যেখানে সে নিজের পরিণাম যেমন সোনালী বানাবে সেখানে জামাতের সুনামেরও কারণ হবে। আগেও আমি কয়েকবার এ প্রসঙ্গে বলেছি। এটাও একটা নীরব তবলীগ। আল্লাহ্তাআলা সবাইকে এভাবে কাজ করার সৌভাগ্য দান করুন। প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ বিষয় সব সময় পরিষ্কার রাখেন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল এর ৯-১৫ ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখের সৌজন্যে)

অনুবাদ–আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

তাহরিকে জাদীদ একটি আসমানী তাহরিক

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এ তাহরিক গুলোর মধ্যে একটি বিশেষ তাহরিক তাহরিকে জাদীদ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"আমার মাথায় এমন কোন কথাই ছিল না; হঠাৎ আমার হৃদয়ে আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে এ তাহরীক নাযেল হলো। অতএব, আমি কোন প্রকার ভুল বক্তব্য না দিয়ে সরাসরি আমি বলতে পারি যে, তাহরীকে জাদীদ খোদার পক্ষ থেকে জারিকৃত একটি তাহরিক–আমার মাথায় এ সম্পর্কে কোন কথা ছিল না। আমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ খালি ছিল। হঠাৎ করে আল্লাহ্তাআলা আমার অন্তরে এই স্কীম নাযেল করেছেন এবং আমি জামাতের সামনে উপস্থাপন করছি। সুতরাং এটি খোদাতাআলার নাযেলকৃত তাহরিক, আমার তাহরিক না।" (আল ফযল, ২ ডিসেম্বর ১৯৪২ ইং (তারিখে আহমদীয়াত, আহমদীয়াতের ইতিহাস ৮ম খন্ড, পৃঃ ০৫)

".....আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে আমার অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে–আমাকে বুঝানো হয়েছে, আমি এ স্কীম চিন্তাভাবনা করে তৈয়ার করিনি।

ঘন্টার পর ঘন্টা চিন্তাভাবনা করিনি। আমার অন্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি যেন খুতবার মধ্যে এগুলো বর্ণনা করি। তারপর খুতবার মধ্যে যা বলেছি তা আমি বলিনি। বরং খোদাতাআলা আমার মুখ দিয়ে জারি করেছেন। আমি এক মিনিট ও চিন্তা করিনি যে, আমি কী বলব? আল্লাহ্তাআলা আমার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে এ স্কীম জারি করেছেন। আমি মনে করেছি যে, আমি বলছি না–খোদাতাআলা আমার মুখ দিয়ে বলেছেন।" (আল ফযল, ২১ অক্টোবর ১৯৩৭ইং)

"আমি মনে করি আমার জীবনে এটি এমন একটি ঘটনা যখন রূহুল কুদ্দুস আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমার মেধাকে এভাবে ভরে রেখেছিলেন যে, আমি এ রকম অনুভব করছিলাম যে, আমার অন্তরকে আবৃত করে রেখেছিলেন এবং একটি নতুন স্কীম পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমার হৃদয়ে নাযেল করেছিলেন" আমি অনুভব করি যে, এ স্কীম তথা তাহরিকে জাদীদ জারীর পূর্বের আমার জীবন এক রকম ছিল–এরপর আমার জীবনে এত বড় পার্থক্য ও পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে যে, আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে গেছে।" (আল ফযল, ৭ই এপ্রিল ১৯৩৯ ইং)

"সুতরাং জামাতের উন্নতি ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে এই তাহরিককে ভাল করে মূল্যায়ণ করা প্রযোজন। খুব চিন্তা করে দেখা উচিত।" (আল ফযল, ২৬৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ ইং)

তাহরিকে জাদীদের ঘোষণা

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তিন শুক্রবারে তিন জুমুআর খুতবায় পুরো স্কীম বর্ণনা করেন। ২৩ নভেম্বর, ৩০ নভেম্বর ৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪ইং। তারপর ১৪ই ডিসেম্বরের জুমুআর খুতবায় এর নাম 'তাহরিকে জাদীদ' বলে ঘোষণা করেন। তারপর বিভিন্ন সময় এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ব্যখ্যা ও দাবী পেশ করেছেন। প্রথম তিন খুতবায়, জামাতের সামনে ১৯টি দাবী উপস্থাপন করেন।

কিন্তু এ সবের পূর্বেও ১৯ অক্টোবর ১৯৩৪ ইং তারিখের জুমুআর খুতবায় তিনটি আদেশ জারী করেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ

"সাত বা আট দিন পরে আল্লাহ্ চাহে তো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিব ইনশাআল্লাহ্।....." এই মুহূর্তে তিনটি নির্দেশ দিচ্ছি ঃ

প্রথম ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যার চাঁদা বাকী পড়ে আছে যে কোন প্রকার চাঁদা, শীঘ্র আদায় করবেন এবং তারপর নিয়মিত চাঁদা আদায় করতে থাকবেন। ব্যতিক্রম করবেন না।.....

দ্বিতীয় ঃ এক সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের পারস্পরিক বিবাদ, লড়াই-ঝগড়া মিমাংশা করে ফেলবেন। কারো সাথে যদি কথাবার্তা বন্ধ থেকে থাকে শীঘ্র ক্ষমা চেয়ে আপোষ করে ফেলবেন। তারপর কোন আহমদী যেন লড়াই-ঝগড়া না করে।.....

আমার এ খুতবার পর সকল জামাতের সেক্রেটারীদের উচিত হবে নিজ নিজ জামাতের সকলকে একত্র করে আমার আদেশ শোনাবে। যারা আমার এ আদেশ পালন করবে তারাই ঐ জেহাদে শামীল বলে গণ্য হবেন যাদের কারো সাথে কোন বিবাদ থাকবে না (যে জেহাদ শুরু করতে যাচ্ছি।)

মূলতঃ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাহরীকে জাদীদের স্কীমকে ইসলামী জেহাদ বলেই ঘোষণা দিয়েছেন।

তৃতীয় আদেশ ঃ

এই মুহূর্তে এমন সব লোকদের আমার প্রয়োজন যারা জামাতের কাজে নিজের দেশ ছেড়ে যেতে পারবে। যে কোন বিপদে নিজেদের ঠেলে দিতে পারবে এমন লোকের প্রয়োজন। যারা পারবে তারা যেন নিজেদের নাম পেশ করে!....." [আল ফযল, ১৮ই নভেম্বর ১৯৩৪ইং]

তারপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তিন জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের ১৯টি দাবী ঘোষণা করেন। তারপর মাঝে মাঝে তাহরিকে জাদীদের কথা সারা জীবন হুযূর বলতে থাকছেন। অর্থাৎ হুযুর (রাঃ) স্বশরীরে তাহরিকে জাদীদ বনে গিয়েছিলেন।

তাহরিকে মূল এবং প্রথম সময়ের ১৯টি দাবী বা চাহিদা, প্রথমঃ হুযূর (রাঃ) তিন বছরের জন্য স্কীম দিয়েছিলেন যা আজও প্রচলিত আছে।

প্রথম দাবী ঃ আজ থেকে প্রত্যেক আহমদী তিন বছরের জন্য এ জেহাদে অংশ নিবে। আমরা সবাই অংশ নিব। যারা অংশ নিবে তারা আজ থেকেই এক তরকারীতে খাবার সম্পূর্ণ করবে। রুটী এবং তরকারী অথবা ভাত-তরকারী এক তরকারী হবে। তবে হ্যাঁ কোন মেহমান আসলে তার খাতিরে আর একটি তরকারী হতে পারে।

পরনের কাপড় যা ঘরে আছে তা যতদিন খারাপ হযে না যাবে ততদিন নতুন কাপড় বানাবেন না। যারা বেশি বেশি কাপড় বানাতে অভ্যস্ত তারা আস্তে আস্তে কম করতে থাকুন। বেশি দামী কাপড় বেশি খরচে কাপড় বানাবেন না। মহিলারাও চেষ্টা করবেন কম বানাবেন বেশি খরচ করবেন না।

সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস ইত্যাদি দেখবেন না। বিয়ে শাদীতেও কম খরচ করবেন।

দ্বিতীয় দাবী ঃ একদল নিবেদিত প্রাণ আহমদী নিজেদের উপার্জন বা আয় থেকে বা তারো বেশি তিন বৎসর পর্যন্ত জামাতের বায়তুল মালে জমা দিবেন। অংশ পর্যন্ত এই খাতে দিতে পারেন।

পরবর্তীতে ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বলেছিলেন, "তাহরিকে জাদীদ নেযামে ওসীয়্যতের জন্য সোপান স্বরূপ।

তৃতীয় দাবী ঃ জামাতের বিরুদ্ধে যে সব জঘন্য আপত্তি বিরোধীরা প্রচার করছে তার জবাব দিতে হবে। এর জন্য খাস-বিভাগ কায়েম করা প্রয়োজন এবং ১৪ জনের নাম এখনই বলে দিচ্ছি যারা এসব কাজ করবেন। প্রতি বছর এদেরকে খাস বাজেট দেয়া হবে। বছরে পাঁচ/দশ/পনের টাকার প্রয়োজন হবে।

৪র্থ দাবী ঃ বিভিন্ন দেশে আহমদী যুবকরা চলে যাবেন-সেখানে গিয়ে তবলীগ করবেন-জামাত কায়েম করবেন। এক দেশে দু'জন করে যাবেন। এমন যুবকদের এগিয়ে আসতে বলছি যারা নিজ খরচে যাবেন। যদি নিজ খরচে যাবার মত না পাওয়া যায় তাহলে ওয়াকফে জিন্দেগীদের পাঠাতে হবে।

৫ম দাবী ঃ তবলীগের খাস স্কীম আমার মাথায় আছে। এতে মাসে একশ' টাকা খরচ হবে। এই খাতে গরীববরা ও পাঁচ টাকা করে দিয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

৬ষ্ঠ দাবী ঃ যারা ওয়াকফ করে আসবে তাদের থেকে পাঁচজনকে বেছে নেয়া হবে এরা সাইকেলে করে সমগ্র পাঞ্জাবে তবলীগি সফর করবে।

৭ম দাবী ঃ মুবাল্লেগ (দায়ী ইলাল্লাহ্) এর জন্য নতুন স্কীম দরকার। সরকারী কর্মচারী কর্মকর্তারা তিন মাসের জন্য ছুটি নিবেন এবং বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে তিন মাসের জন্য পাঠানো হবে। এরাও নিজ খরচে সেখানে অবস্থান করবেন এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করবেন।

৮ম দাবী ঃ এমন যুবকরা নিজের নাম পেশ করুন যারা তিন বছরের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন।

৯ম দাবী ঃ যারা তিন মাসের জন্য ছুটি নিতে পারবে না তারা যতটা ছুটি গ্রহণের অধিকার বা দাবী রাখেন, ততদিনের ছুটি নিবেন। তাদেরকে তাদের কোন অঞ্চলে কাজ দেয়া হবে।

১০ম দাবী ঃ যারা নিজ পদ বা যোগ্যতার কারণে সমাজে বিশেষ অবস্থানে আছেন যেমন, ডাক্তার, উকিল, তারা নিজেদের নাম পেশা করুন। যারা সমাজে সম্মানিত ; এদেরকে বিভিন্ন জলসা বা এজলাসে পাঠানো হবে।

১১তম দাবী ঃ রিজার্ভ ফান্ড কায়েম করা আবশ্যক। যেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি টাকার যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে ঐ টাকা খরচ করা হবে।

১২তম দাবী ঃ যারা চাকুরী জীবন শেষ করে পেনশন পেয়ে ঘরে বসে আছেন তারা এগিয়ে আসুন। আল্লাহ্র জামাতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করুন।

১৩তম দাবী ঃ যারা কাদিয়ানের বাইরে অবস্থান করছেন তারা নিজ সন্তানদেরকে কাদিয়ানে স্কুল-কলেজে পড়াশোনার জন্য পাঠাবেন।

১৪তম দাবী ঃ যারা সন্তানদেরকে উচ্চ শিক্ষা দিতে চান তারা নিজে সিদ্ধান্ত নিবেন না যে, ছেলে কোন বিভাগে যাবে। তারা কেন্দ্রে নাম পাঠান। এখানে কমিটি থাকবে-তারা আপনাদের সন্তানকে পরামর্শ দিবে যে, কোন বিভাগে কে যাবে। যেমন, পুলিশ, সেনাবাহিনী; ম্যাডিকেল ইত্যাদি।

১৫তম দাবী ঃ যারা যুবক বেকার ঘরে বসে আছে তারা বাইরে বেরিয়ে পড়ুক। তারা দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুক। মা বাবাকে তারা বলে যাবে। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় থাকছে, কেমন থাকছে।

১৬তম দাবী ঃ সকলে নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস করুন। কোন কাজকে ছোট মনে করবেন না। নিজ হাতে কাজ করুন।

১৭তম দাবী ঃ কেউ বেকার থাকবেন না যারা দেশের বাইরে যাবে না তারা কাছে ধারে কোথাও কোন কাজ করবে।

১৮তম দাবী ঃ মরকয তথা কাদিয়ানে বাড়ী ঘর নির্মাণ করুন।

১৯তম দাবী ঃ যারা উপরোক্ত কোন দাবী পুরণে অংশ নিতে পারবে না তারা দোয়ায় রত থাকবেন। তারপর ডিসেম্বর ১৯৩৭ সনে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) আরো পাঁচটি দাবী পূর্বে বর্ণিত ১৯টি দাবীর সাথে যোগ করেন।

কুড়ি নং দাবী ঃ নিজেদের সম্পত্তির ন্যায্য অংশ শরীয়্যত অনুযায়ী নিজের কন্যা সন্তানদের দিবেন।

একুশ নং দাবী ঃ নারী জাতির অধিকার সংরক্ষণ করবেন এবং তাদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করবেন।

বাইশ নাং দাবী ঃ প্রত্যেক আহমদী 'আমীন' হবে পুরো মাত্রায়। প্রত্যেকে যেন অন্যের প্রাপ্য যথা সময়ে তাকে প্রত্যার্পণ করেন। কারো কোন প্রাপ্য না দিয়ে ছাড়বেন না।

তেইশ নং দাবী ঃ মানব জাতির সেবা করবেন অর্থাৎ জন সেবার কাজ করবেন। নিজ হাতে কাজ করবেন। নিজের গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন।

চব্বিশ নং দাবী ঃ প্রত্যেক আহমদী প্রতিজ্ঞা করবেন যে, নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা সরকারী আদালতে না নিয়ে জামাতের কাযা বোর্ডে পেশ করবেন। হ্যাঁ আইনতঃ যেসব মামলা সরকারী আদালতে প্রেরণ আবশ্যক সেগুলো ভিন্ন বিষয়, জামাতের কাযা বোর্ডের সিদ্ধান্তকে সানন্দে গ্রহণ করবেন।

তাহরিকে জাদীদের পেছনে মজলিসে মাহরাবের আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন ছিল বাহ্যিক কারণ। মজলিসে আহরার ১৯৩৪ইং সনের শুরু থেকে আহমদী বিরোধী ঘোরতর আন্দোলন শুরু করেছিল। তারা ঘোষণা দিয়েছিল যে, কাদিয়ান এবং আহমদী জামাতকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিবে। তাদের অত্যাচারে সে বছর

আহমদীরা বিশেষ করে কাদিয়ানের আহমদীরা অত্যন্ত জঘন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তারা দাবী করেছিল যে, আহমদীয়া জামাত থাকবে না, কাদিয়ানকে ধূলায় পরিণত করবে। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-র হৃদয়ে তাহরীকে জাদীদের স্কীম নাযেল করলেন–যার ফলে আজ সারা বিশ্বে আহমদী মসজিদ মিশন হাউজ এবং প্রচার কেন্দ্র কায়েম হয়েছে। এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসার চলছে।

তাহরিকে জাদীদের সাফল্য সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

"এটা আমার ঈমান, আমি এই ঈমানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, যাদের হাতে ঐশী জামাতের পরিচালনার ভার দেয়া হয়–তারা আল্লাহ্‌তাআলার হেদায়াতের অধীনে থাকে তারা আল্লাহ্‌র থেকে নূর (আলো) পেয়ে থাকেন। ফেরেস্তারা তাদের হেফাযত করেন। খোদার রহমানী সিফাতও তাদের সমর্থন করে, তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে স্রষ্টার কাছে চলে যান। কিন্তু তাদের জারীকৃত কর্মকান্ড বা তাহরিক থেমে থাকে না। আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেন এবং সফলকাম করেন।" (আল ফযল ১১ নভেম্বর ১৯৩৪ই)

তাহরিকে জাদীদের ঘোষণা মুসলিম মিল্লাতের নেতারা এবং অমুসলিম নেতারা অনেকে প্রশংসা করেছেন। (আল ফযল ১১ নভেম্বর ১৯৩৪ই)

পত্র পত্রিকাতেও ভাল ভাল মন্তব্য ছেপেছে।

জামাতের নিবেদিত প্রাণ আহমদীরা খেলাফতের প্রেমিকরা অসধারণ ঈমানের ও ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন, অসাধারণ কুরবানী পেশ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে সাড়ে সাতাইশ হাজার টাকার ফান্ড চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে মাত্র দুই আড়াই মাসের মধ্যে নগদ তেত্রিশ হাজার টাকার বেশি এবং ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি এক লক্ষ্য ছাব্বিশ হাজার টাকার এসে গিয়েছিল।

অথচ চাঁদা আদায়ের উপরও এর ভাল প্রভাব পড়েছিল। শুধু চাঁদার ক্ষেত্রে নয়– অন্যান্য সকল দাবীর জবাবে আহমদীরা ঝাপিয়ে পড়ে ছিলেন ময়দানে বড় বড় কুরবানী করেছেন। (তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৫-৫০)

আহমদীয়াতের কেন্দ্রীয় সর্বপ্রধান সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া তাহরিকে জাদীদ দ্বিতীয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরে সকল জামাত তাহরিকে জাদীদের অধীনে। মূল বিধান বা নীতিমালার ক্ষেত্রে তাহরিকে জাদীদ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনে।

ওয়াকফে জাদীদ পৃথক আঞ্জুমান তথা তৃতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে জামাতের তরবিয়তের ও তবলীগের কার্যক্রম চলছে।

সকল আহমদী ভাই বোন; ছোট বড়; পুরুষ মহিলা সকলে উচিত তাহরিকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করা। তাহরিকে জাদীদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার হচ্ছে।

তাহরিকে জাদীদে অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি এ সমস্ত দাবীতে অংশগ্রহণ করবেন না সে আমাদের কেউ না। বরং তাকে পৃথক করে দেয়া হবে।" [আল ফযল, ২২ অক্টোবর ১৯৩৪ইং] অর্থাৎ জামাতের সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে বিষয়টি অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন।

তাহরিকে জাদীদের সাফল্য সম্পর্কে অনেকে অনেক মন্তব্য করেছে।

একজন সাংবাদিক লিখেছেন ঃ

"আহরারীরা মনে করে–কমপক্ষে অন্যদের সামনে প্রচার করে যে, তারা খুব শীঘ্রই আহমদীদের ধ্বংস করে দিবে.....(অথচ) আহরারীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল.....(এখন তো) আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে শিক্ষিত মুসলমানেরা পূর্বের তুলনায় এখন অনেক ভাল ধারণা রাখেন। অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকরা এখন আহমদীয়াত সম্পর্কে রিসার্চ করতে শুরু করেছে।" (তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খন্ড, পৃ ১৬৮)

সরদার অর্জুন সিং সম্পাদক 'রঙ্গীন'-পত্রিকা অমৃতসর লিখেছেন ঃ

"বাহ্যতঃ মৌলভী আতাউল্লাহ্ শাহ বোখারী সাহেবের দাবী যে, তিনি ভারতের আটকোটি মুসলমানদের প্রধান (প্রতিনিধি)। অথচ কাদিয়ানের খলীফার আনুগত্যের সংখ্যা এক লক্ষ্যের, কাছাকাছি। আপনারা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, আদালতে মির্যা সাহেব (খলীফা কাদিয়ান) যে দিন আসেন সেদিন গুরুদাসপুরে প্রায় দশ হাজার এসে উপস্থিত হয়। অথচ মুসলমানদের সংখ্যা একশ'র কাছাকাছি থাকে।....." (আহরারীরা জামাতের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল, সেখানে হুযূর (রাঃ) সাক্ষী হিসেবে যেতেন।)।

মৌলানা জাফর আলী খান জমিদার পত্রিকার সম্পাদক আহরারীদের উদ্দেশ্য করে মসজিদ খায়রুদ্দীন অমৃতসরের জনসভায় বলেছিলেন ঃ

"আহরারীরা কান খুলে শোন! তোমরা এবং তোমাদের সাঙ্গ পাঙ্গরা কিয়ামত পর্যন্ত কোন দিন মির্যা মাহমুদের বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না। মির্যা মাহমুদের কাছে কুরআন আছে, কুরআনের জ্ঞান আছে।..... মির্যা মাহমুদের সাথে এক জামাত আছে যে জামাত তার ইশারায় তন-মন-ধন [শারিরীক শ্রম, সম্মান ও সম্পদ] সব কিছু বিসর্জন দিতে পারে।.....মির্যা মাহমুদের সাথে মোবাল্লেগরা আছেন–বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী আলেমরা আছে। পৃথিবীর দেশে দেশে তাদের ঝান্ডা (পতাকা) উড্ডিন রেখেছে।....."

[তারিখে আহমদীয়াত, ৭ম খন্ড, ৫৫৭ পৃঃ)

অনুরূপ আরো অনেকে বলেছেন। এখানে দীর্ঘ করার সুযোগ হচ্ছে না। মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় আল আযহার মিশরের পত্রিকা আল আযহারে লিখেছেন ঃ

[আরবী থেকে অনুবাদ] জামাতে আহমদীয়ার সকল কার্যক্রম সকল দিকে অত্যন্ত সফল হচ্ছে। তাদের মাদ্রাসা-স্কুলগুলো খুব সফল। অথচ সেখানে ছাত্ররা সবাই আহমদী জামাতের সদস্য না।" (আল আযহার জুলাই ১৯৫৮ইং)

পেনসিলভেনিয়ার (আমেরিকা) কলেজ WILKES COLLEGE এর প্রফেসার ফিলসফি বিভাগের প্রধান MR.

STANKO গ. VUJIKA হল্যান্ডের পত্রিতকা ইষ্টার্ন ওয়ার্ল্ড EASTERN WORLD-এ লিখেছেনঃ

"কাদিয়ান গ্রুপকে আজও ঐ নামেই স্মরণ করা হয়।..... এর প্রতিষ্ঠাতার পুত্র মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ বর্তমান ইমাম। অনুসরীরা তাকে 'হযরত সাহেব'-বলে স্মরণ করে.....তিনি একজন সাহসী নেতা, মেধাবী, লেখক..... ।....

আহমদীরা (টার্গেট করেছে যে) লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যে, পশ্চিমের খৃষ্টান জগতকে মুসলামান বানাবেই বানাবে। তাদের এ দাবীকে পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কি বলা যায়।..... তবে তারা কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, রীতিমত মিশন কায়েম করেছে। দঃ আমেরিকার কোন কোন দেশ, যেমন ত্রিনিদাদ, ব্রাজিল, কোস্টারিকাতে তারা উপস্থিত আছে। এশীয়দের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ফিলিপাইন, মালয়েশীয়া, বার্মা, সিলং, ইরান, ইরাক, শিরিয়া ইত্যাদি দেশে তাদের মোবাল্লেগরা কর্মরত আছেন। আফ্রিকার অনেক দেশে যেমন ঘানা, নাইজেরিয়া শিরালিউন, ইত্যাদিতে তাদের মিশন ও জামাত আছে।..... আহমদীরা দাবী করে যে, তারা বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুসারে ইসলামকে উপস্থাপন করছে এবং তারা তাদের চুড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।....."
(তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খন্ড, ১৪৫]

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাহরিকে জদীদের বিজয় সম্পর্কে খুব জোরালো ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। দীর্ঘ বক্তব্য থেকে কয়েক লাইন ঃ

"আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামকে পৃথিবীতে প্রচার করব এবং ইসলামের সম্মান ও উচ্চতাকে প্রচারের জন্য আমরা আমাদের প্রত্যেকটি জিনিসকে কুরবানী দিব– তখন এসব তবলিগী স্কীমের জন্য যত টাকার প্রয়োজন হবে আমাদেরকে তা পূরণ করতে হবে এটা আমাদের জামাতের জন্য ফরয। প্রকৃত সত্য এই যে, সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের জন্য আমাদের লক্ষ লক্ষ মোবাল্লেগ এবং কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন।

আমি যখন রাতে বিছানায় শুয়ে পড়ি, তখন অনেক সময় অনুমান করতে আরম্ভ করি যে, আমাদের এতজন মোবাল্লেগ হওয়া প্রয়োজন।.....এত প্রয়োজন। অনেক সময় কুড়ি লক্ষ মোবাল্লেগের হিসাব করি। আমার এসব কল্পনার কথা যদি মানুষ জানে আমাকে সবচেয়ে বড় শেখ চিনি বলবে। (এমন এক ব্যক্তি যে আকাশ কুসুম কল্পনা করে)..... পৃথিবীর মানুষ মনে করবে আমার এসব অলিক কল্পনা মাত্র।

কিন্তু আমি জানি, আমার এ কল্পনা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে রেকর্ড হয়ে গেছে। এমন দিন দূরে নয় যখন আল্লাহ্ আমার এ সব কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে শুরু করবেন। আজ নয় তো ষাট বা একশ' বছর পরে আল্লাহতআলা একজনকে দাঁড় করাবেন যে আমার কল্পনার রেকর্ডকে পড়বে এবং হয়ত সে এক লক্ষ মোবাল্লেগ বানাতে পারবে। তারপর আল্লাহ্‌তাআলা অচিরে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন যে মোবাল্লেগদের সংখ্যা দুই লক্ষ করে দিবে।.....এভাবে ধীরে ধীরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে একদিন এমন হবে যে, পৃথিবীতে বিশ লক্ষ মোবাল্লেগ কাজ করবে।

আল্লাহ্‌র দরবারে সব কিছুর জন্য সময় নির্ধারিত আছে। ঐ সময়ের পূর্বে কোন কিছু আশা করা নির্বোধের কাজ হবে। আমার কল্পনাগুলো রেকর্ড হয়ে গেছে। যুগের পরিবর্তনে এগুলো মিটতে পারে না। আজ নয়ত কাল, কাল নয়ত পরশু আমার এ কল্পনা অবশ্যই বাস্তব রূপ করবে।" (আল ফযল, ২৮ আগষ্ট, ১৯৫৯ইং তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৫৫)

আমি আমাদের ভাই বোন, ছোট বড় সকলের বিনীত আবেদন রাখছি। স্মরণ রাখবেন, 'আমলে সালেহ্'-এর অর্থ এবং প্রধান অর্থ এই যে, হযরত খলীফা সাহেব যা বলেন তার উপর আমল করা। স্মরণ রাখবেন, খলীফা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কথা বলেন। অর্থাৎ খলীফার আহ্বান শোনার পর তার আহ্বানে সাড়া না দেয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনি আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না। এটা হতে পারে না। আমাদেরকে এ কথাগুলো বুঝতেই হবে। খাকছার ৩৬ বছর ধরে হযরত সাহেবের (যুগে যুগে) খুতবা শুনছি; ২৮ বছর ধরে হুযুর (আইঃ) খুতবা জামাতকে শোনাচ্ছে– আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) প্রথমে বর্ণিত তিনটি আদেশ অবশ্যই পালন করুন এবং ছোট বড়, ছেলে মেয়ে, সকলে মিলে তাহরিকে জাদীদে ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণ করুন। অপরিসীম রহমতের ও বরকতের ভাগীদার হোন। আজকের এই আবেদনকে যদি গুরুত্ব না দেন বড় ভুল করবেন। পরে অনেক আফসোস ও আক্ষেপ করতে হবে কিন্তু সময় হাতে থাকবে না বিগত সময়কে ফেরত পাবেন না।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)র প্রথম তিনটি আদেশ অতি সংক্ষেপে ঃ

(ক) যাদের চাঁদা বাকী রয়ে গেছে তারা শীঘ্র বকেয়া পরিশোধ করুন। কেউ বকেয়াদার থাকবেন না।

(খ) পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করে ফেলুন এক সপ্তাহের মধ্যে। কারো সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে থাকলে শীঘ্র ক্ষমা চেয়ে নিন।

(গ) জামাতের কাজে সময়ের কুরবানী দিতে হবে। নিজ অঞ্চল ছেড়ে বা দেশ ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে জামাত কায়েম করুন।

আজকের প্রেক্ষাপটে ওয়াকফে আরযীতে অংশগ্রহণ করুন। হযরত খলীফা সাহেবের কথা বুঝতে পারেন বা না পারেন –কিন্তু আদেশ পালন করুন। লাভবান হোন।

আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করুন।

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলা

ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা

ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সেই শিক্ষা, যাতে রয়েছে বিশ্ব মানবের অর্থনৈতিক জীবন ধারার এক স্বার্থক দিকনির্দেশনা। আজ থেকে একশত বছর আগে এ যুগের ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর রচিত ঐশী কিতাব "আল ওসীয়্যত"-এর মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে এ ব্যবস্থাপনা উপস্থাপন করে গেছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য পূর্ণ সহায়ক ও ফলপ্রসূ এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হচ্ছে 'ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা'। এ ব্যবস্থাপনার মূল সূত্র 'আল কুরআনে' নিহিত থাকলেও বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যে মানবগোষ্ঠী কুরআনের ধারক, বাহক ও প্রচারক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন, তারা আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-এর দেয়া যুগোপযোগী দিক নির্দেশ অবজ্ঞা করার কারণে কুরআনের এ শিক্ষাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই বলে আল্লাহ্‌র দেয়া ইসলামী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেমে থাকেনি। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে সে পরিকল্পনা পৃথিবীতে জারী করেছেন। মসীহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)কে যারা গ্রহণ করেছেন,তাদের জামাতই এ ব্যবস্থাপনার আওতায় এসে এর সুফল ভোগ করছে। পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র শেখানো দোয়া, **'রাব্বানা আতেনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান্নার'** –অর্থাৎ 'হে আমাদের রব্ব, আমাদেরকে এ জগতেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর' (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২০২)। এর বরকতে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাতকে শান্তিতে রেখেছেন। আলাহ্‌র প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তারা পরকালেও শান্তিতে থাকবেন। পাশাপাশি, যারা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ইমাম মাহদীকে অবজ্ঞা ভরে অমান্য করেছে এবং দাম্ভিকতা দেখিয়েছে তাদের পরিনতি হয়েছে ভয়াবহ। বলশেভিজম, সোস্যালিজম, ন্যাশনালিজম, কমুনিজম, ইত্যাদি ইজমগুলোর প্রবক্তাগণ বিশ্বের গরবীবদের সাহায্য করার উপায় হিসেবে ধনীদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ জবরদস্তি করে করায়ত্ব করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে তাদের হাত, রক্তে রঞ্জিত করেছে এবং বিশ্বব্যাপী অশান্তি সৃষ্টি করেছে। একই ভাবে তথাকথিত 'মুসলিম বিশ্ব' ইসলামের শিক্ষাকে বুঝতে না পেরে নিজেদের ধন সম্পদ কুক্ষিগত করার অপপ্রয়াসে মেতেছে এবং তাতে নিজেদের মধ্যে কলহ-কোন্দলে ব্যাপৃত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে রক্তপাতের খেলায় মেতেছে। কেউ আবার ইসলাম কায়েম করার উপায় হিসেবে জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে তাদের মতে 'ইসলামী শাসন কায়েম করার পায়তারা করছে। ফলে আজকের অজ্ঞানান্ধ মুসলি বিশ্ব বিশ্বের অপরাপর শক্তির কোপানলে পড়ে শুধুই মার খাচ্ছে আর 'সন্ত্রাসী' আখ্যায় নিজেদেরকে ভূষিত করছে।

এসবের প্রতিকারের জন্য মহান আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রেরিত মামুর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়ন করেছেন। সে শিক্ষা হচ্ছে ত্যাগের শিক্ষা, সে শিক্ষা হচ্ছে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উন্নয়নের শিক্ষা। এ শিক্ষার বাস্তবায়ন সৃষ্টির আদি থেকেই আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রেরিত নবীগণের মাধ্যমে করে আসছেন এবং শেষ যুগে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর দাস হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করেছেন। পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম মাহদী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র ইশারায় ঘোষণা করলেন, **ওয়া আনফেকু ফি সাবিলিল্লাহি ওয়ালা তুলকু বে আইদিকুম ইলাত্ তাহলুকাতে ওয়া আহ্‌ছেনু, ইন্নাল্লাহা ইউহেব্বুল মুহসেনিন'** –অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর এবং নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে নিওনা এবং লোকদের প্রতি এহসান কর, নিশ্চয়ই আলাহ্ এহসানকারীদেরকে ভালবাসেন" (সূরা বাকারা–আয়াত-১৯৬)। কুরআনের ভাষায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আরো ঘোষণা দিলেন, **ইন্নাল্লাহাশতারা মিনাল মু'মিনীনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বি আন্না লাহুমুল জান্নাত"** –অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমেনগণের কাছ থেকে তাদের জীবন এবং তাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, যার বিনিময়ে রয়েছে তাদের জন্য বেহেশ্‌ত" (সূরা আত্ তাওবা, আয়াত-১১১)। নিজের যামানার অবস্থা মোতাবেক উপরে বর্ণিত সূরা বাকারার আয়াত ১৯৬ এর তা'বীর করে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন, "যদি ইসলামী হুকুমতকে সারা দুনিয়ার মানুষকে খাদ্য দিতে হয়, সারা দুনিয়ার মানুষকে কাপড়, বাসস্থান দিতে হয়, তাহলে সেটার এন্তেজাম করতে হবে। সারা দুনিয়ার অসুস্থ মানুষকে যদি চিকিৎসা সেবা দিতে হয়, তারও এন্তেজাম করতে হবে, অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে হলে তাদের শিক্ষা দিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমের মাতেহাত এ ঘোষণা দিলেন যে, "এ জামানায় খোদাতাআলা ঐ সব লোকদেরকে, যারা সত্যিকারের বেহেশ্‌তে লাভ করতে চায়, যারা এ দুনিয়া এবং পরকাল, উভয় জগতের বেহেশ্‌ত পেতে চায়, তারা আনন্দের সাথে, নিজেদের ইচ্ছায় তাদের অর্থ ও সম্পদের কমপক্ষে ১/১০ অংশ দান করবে এবং বেশি থেকে বেশি ১/৩ অংশ ওসীয়্যত করবে।" তিনি আরো এরশাদ করলেন, "এই ওসীয়্যত থেকে যে আয় হবে তা ইসলামের উন্নতির জন্যে, ইসলামের প্রচারের জন্যে এবং কুরআনের জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্যে এবং

ধর্মীয় পুস্তকাদি প্রসারের জন্যে এবং এ' সিলসিলার প্রচারকদের খরচ নির্বাহের জন্যে ব্যয় করা হবে। এভাবে প্রত্যেক বিষয়, যা ইসলামের প্রচারের সাথে সংযুক্ত হবে, যার পূর্ণ বিবরণ এখানে দেয়া সম্ভব নয়, ঐ সকল বিষয়াদির জন্যে এ' অর্থ সম্পদ খরচ করা যাবে। অর্থাৎ–ইসলামী তা'লীম দুনিয়াতে কায়েম করা এবং তাকে পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করা, যখন যেটুকু প্রয়োজন হবে, যা পূর্বাহ্নে এখন বলা সম্ভব নয়, যা ঐ সময়ের খলীফা, ঐ সময়ের ব্যক্তিগণের উপর আল্লাহ্ প্রকাশ করবেন, ঐ সকল বিষয় এ ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে সরঞ্জাম দেয়া যাবে। ভবিষ্যতে এমন বিষয়াদি উপস্থিত হবে যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয় এবং খুব শীঘ্রই ঐ সময় উপস্থিত হবে যখন পৃথিবী চিৎকার করে বলবে যে আমাদের এক নতুন বিধান দরকার, তখন চারদিক থেকে এ আওয়াজ উঠবে যে, "এসো আমরা তোমাদেরকে নতুন বিধান দেবো"। হিন্দুস্থান বলবে যে, "এসো আমরা তোমাদেরকে নতুন বিধান দেবো"। এভাবে জার্মানী, ইতালী, আমেরিকা এবং পৃথিবীর আরো কতক শক্তি বলবে যে "এসো, আমরা তোমাদেরকে নতুন বিধান দেবো"। তখন আমার স্থলাভিষিক্ত কাদিয়ান থেকে বলব যে, "নতুন বিধান তো 'আল ওসীয়্যত'–এ বর্ণিত এবং তা মজুদ আছে। পৃথিবী যদি মঙ্গল চায় এবং উন্নতির পথে চলতে চায়, তাহলে এটাই সে রাস্তা এবং তা হচ্ছে "আল ওসীয়্যত", যা পৃথিবীতে জারী করা হবে।" তিনি (আঃ) বলেন, "নেযামে ওসীয়্যত" হতে প্রাপ্ত অর্থ সম্পদে এতিম ও মিসকিনদের হক্ব আছে যাদের জীবন ধারনের যথেষ্ট উপায়-অবলম্বন নাই"। তিনি (আঃ) আরো বলেন, "আঞ্জুমানের জন্যেও জায়েয হবে যে তারা ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ'টাকা-পয়সা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এ' সম্পদের উন্নতি সাধন করে। অর্থাৎ এ সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করা জায়েয হবে এবং তোমাদের জন্য এ' অনুমতি আছে যে লোকদের কাছ থেকে তাদের সম্পদের ১/১০ অংশ হতে সর্বোচ্চ ১/৩ অংশ গ্রহণ কর এবং পরে ব্যবসায় এ সম্পদকে আরো বৃদ্ধি করো"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "প্রত্যেক মোমেনের জন্যে এটা ঈমানের এক পরীক্ষা স্বরূপ যেন সে ওসীয়্যতের নেযামের মধ্যে দাখেল হয় এবং আল্লাহ্তাআলার খাস ফযল লাভ করে"। মোট কথা কোন জবরদস্তি নেই কিন্তু সাথে সাথে তিনি (আঃ) একথাও বলে দিয়েছেন যে, **"এর মাধ্যমে তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা করা হবে। যদি তোমরা বেহেশ্‌ত লাভ করতে চাও তোমাদের জন্য এটা জরুরী যে তোমরা এ কুরবানী কর।** তবে হ্যাঁ যদি তোমাদের হৃদয়ে বেহেশ্‌তের কদর এবং মূল্য না থাকে তাহলে তোমাদের মাল তোমাদের কাছে রেখে দাও, তোমাদের মালের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই"। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, "কমুনিজম এবং অপরাপর সকল দুনিয়াবী মতবাদগুলো মানুষের কাছ থেকে জবরদস্তি করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয় কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায় তবে তার মাল তাকে ফিরিয়ে দাও, কেননা খোদা কারো সম্পদের মুখাপেক্ষী নহেন। মুরতাদের সম্পদ আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য"।

নেযামে ওসীয়্যতের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন, "যদি সারা দুনিয়ার মানুষ আহমদী হয়ে যায় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাদের কাছে এ দাবী পেশ করবেন যে "হে ভ্রাতাগণ, তোমাদেরকে আল্লাহ্ পরীক্ষা করতে চান; যদি তোমরা সত্যিকারের মু'মিন হও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসেল করতে চাও এবং তাঁকে রাজী করতে চাও তাহলে তোমাদের সম্পদের ১/১০ অংশ হতে ১/৩ অংশ পর্যন্ত ইসলাম এবং ইসলামের বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল প্রচার করার জন্য দিয়ে দাও। এভাবে সারা দুনিয়ার সম্পদ জাতীয় সম্পদে পরিণত হবে এবং কোন জোর জবরদস্তি, যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই এক প্রজন্মেই ইসলামী কেন্দ্র সারা দুনিয়ার সম্পদের ১/১০ অংশ হতে ১/৩ অংশের মালিক হয়ে যাবে এবং এ জাতীয় সম্পদ থেকে সমস্ত গরীবদেরকে সাহায্য সহায়তা করা যাবে"।

নেযামে ওসীয়্যত কিভাবে কায়েম হবে তার বর্ণনায় 'আল ওসীয়্যত' কিতাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লিখেন, "আমাকে একটি জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, ইহা তোমার কবরস্থান। আমি একজন ফেরেস্তাকে দেখেছি, সে ভূমি জরিপ করছে; সে এক স্থানে গিয়ে আমাকে বলল, 'ইহা তোমার কবরস্থান'। পুনরায় একস্থানে গিয়ে আমাকে একটি কবর দেখানো হয়েছে যা রৌপ্য অপেক্ষা অধিক উজ্জল ছিল; উহার মাটি সম্পূর্ণটাই ছিল রৌপ্যের এবং আমাকে বলা হলো–'ইহা তোমার কবর'। আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে, উহার নাম 'বেহেশ্‌তী মাকবেরা' রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে উহা জামাতের সেই সমুদয় মনোনীত ব্যক্তিগণের সমধীক্ষেত্র, যাঁরা 'বেহেশ্‌তী'। তখন থেকেই সর্বদা আমার চিন্তা ছিল যে, জামাতের জন্যে কবরস্থানের উদ্দেশ্যে একখন্ড জমি ক্রয় করা হোক কিন্তু সুবিধাজনক উত্তম জমির মূল্য অধিক হওয়ায় এ উদ্দেশ্যটি বহুদিন যাবত স্থগিত ছিল। এখন ভ্রাতা আব্দুল করিম সাহেবের ওফাতের পর যখন আমার মৃত্যুর সম্বন্ধেও বারবার খোদার ওহী হচ্ছে, তাই আমি সঙ্গত মনে করি যে অতি সত্বর কবরস্থানের ব্যবস্থা করি। এজন্য আমি আমার বাগানের নিকটবর্তী নিজ মালিকানাধীন জমি, যার মূল্য হাজার টাকার কম হবে না, এ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করেছি এবং আমি দোয়া করছি, খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং একেই 'বেহেশ্‌তি মাকবেরা'য় পরিণত করেন। জামাতের সেই সকল পবিত্র আত্মা ব্যক্তিগণের যেন ইহা নিদ্রাস্থান হয় যারা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং সংসার প্রেম পরিহার করে খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মধ্যে এক নেক পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন, আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন।"

"আবার আমি দোয়া করছি যে, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এ ভূমি খন্ডকে তুমি আমার

জামাতের সেই সব পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত কর যাঁরা প্রকৃতই তোমার হয়ে গেছেন এবং যাঁদের কার্যকলাপে পার্থিব স্বার্থের মিশ্রণ নেই; আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।" "পুনরায় আমি তৃতীয় বার দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু, হে ক্ষমাশীলও পরম দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সেই লোকদেরকে এখানে কবরের জায়গা দান কর যাঁরা তোমার এই মামুরের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন এবং কোন প্রকার কপটতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায় সন্দেহ নিজেদের অন্তরে পোষণ না করেন এবং ঈমান ও অনুবর্তীতার দাবীসমূহ পূরণ করে থাকেন এবং তোমারই জন্যে ও তোমারই পথে আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করেছেন, যাঁদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাঁদের সম্বন্ধে তুমি জান যে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হয়ে গেছেন, এবং তোমার প্রেরিতজনের সাথে বিশ্বস্ততা, পূর্ণ শিষ্টাচার ও অকপট বিশ্বাস সহকারে প্রেম ও মরণ-পণ সম্পর্ক রাখেন, আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেন, "যেহেতু আমি এই কবরস্থান সম্বন্ধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুসংবাদ পেয়েছি এবং একে খোদাতাআলা শুধু 'বেহেশতী মাকবেরা'ই বলেননি বরং এও বলেছেন যে, **'উনযিলা ফীহা কুল্লু রাহমাতিন'** –অর্থাৎ সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এই কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং এমন কোন অনুগ্রহ নেই যাতে এই কবরবাসীদের অংশ নেই; সেজন্য খোদা আপন ওহী দ্বারা আমার মন এ বিষয়ের প্রতি ধাবিত করেছেন যে, এরূপ কবরস্থানের জন্যে এমন শর্ত নির্ধারণ করা হয় যে কেবলমাত্র ঐ সকল লোকই এতে প্রবেশ লাভ করতে পারবেন যাঁরা সত্যনিষ্ঠ ও পূর্ণ সাধুতাবশতঃ ঐ শর্তগুলো পালন করেন। সুতরাং ঐ শর্তগুলো তিনটি এবং সকলকেই ওগুলো পালন করতে হবে ঃ– ১। প্রথম শর্ত হচ্ছে– প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এ কবরস্থানে সমাহিত হতে চান, তিনি নিজ অবস্থানুযায়ী কবরস্থানের সমুদয় ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা দাখিল করবেন। ২। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে– সমগ্র জামাত হতে এ কবরস্থানে শুধু তিনিই সমাহিত হবেন, যিনি এ ওসীয়্যত করবেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির দশমাংশ এ সিলসিলার নির্দেশক্রমে ইসলামের বিস্তার ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে এবং প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ, পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি ইচ্ছে করলে তাঁর ওসীয়্যত এর চেয়েও অধিক লিখে দিতে পারেন কিন্তু এথেকে কম হবে না। এই আর্থিক আয় সাধু ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমন্বিত আঞ্জুমানের উপর অর্পিত থাকবে এবং তাঁরা পরস্পর পরামর্শক্রমে ইসলামের উন্নতি, কুরআনের জ্ঞান ও ধর্মীয় পুস্তকাদি প্রচার এবং সিলসিলার প্রচারকদের জন্য এথেকে খরচ করবেন। এ অর্থের মধ্যে সেইসব এতীম, মিসকীন ও নও মুসলমানদের হক্ব থাকবে যাদের জীবিকা নির্বাহের যথেষ্ট উপায় নেই। এই অর্থ ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করা বৈধ হবে।

৩। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে–এই কবরস্থানে যাঁরা সমাহিত হবেন, তাঁরা হবেন মুত্তাকী, সর্বপ্রকার হারাম হতে আত্মরক্ষাকারী, কোন প্রকার শির্ক ও বেদা'ত কাজ করবেন না এবং খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হবেন। ৪। চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, প্রত্যেক সালেহ্ ব্যক্তি, যাঁর কোন সম্পত্তি নেই এবং যিনি কোন প্রকার আর্থিক সেবা করতে পারেন না কিন্তু জীবন ওয়াকফ করে রেখেছিলেন, তবে তিনিও এই কবরস্থানে সমাহিত হতে পারবেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পুনরায় বলেন, "স্মরণ রাখতে হবে, খোদাতাআলার অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ কামেল ঈমানদারগণ যেন একই জায়গায় সমাহিত হন যাতে ভবিষ্যত বংশধরগণ একই স্থানে তাদেরকে দেখতে পেয়ে নিজেদের ঈমান তাজা করতে পারেন এবং যাতে তাদের মহৎ কার্যাবলী অর্থাৎ খোদার জন্যে তাঁরা ধর্মের যে সেবা করেছেন, সর্বকালের জন্যে তা জাতির সামনে প্রকাশমান থাকে"। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উল্লেখ করেন, "কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন এই কবরস্থান ও এর পরিচালনাকে বেদা'ত মনে না করে কারণ **খোদার ওহী মোতাবেক এই ব্যবস্থা**। এতে মানুষের কোন দখল নেই এবং কেউ যেন এটা মনে না করে যে, শুধু এই কবরস্থানে প্রবিষ্ট হলেই কোন ব্যক্তি বেহেশ্‌তি হতে পারে? কারণ এর অর্থ এই নয় যে, এই ভূমি কাউকে বেহেশতি করে দেবে, বরং খোদার বাক্যের মর্ম এই যে "কেবল 'বেহেশ্‌তিগণই এতে সমাহিত হবেন"।

আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফা হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) খেলাফতের মসনদে আসীন হবার পর জামাতের মোখলেছ ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে 'নেযামে ওসীয়্যতে' দাখেল হবার তাকিদ করেছেন। খলীফা হচ্ছেন ঐশী নেতা এবং আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। তিনি জানেন তাঁর জামাতের সদস্যগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে কোন পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানেন, বর্তমান সময়ে জামাতের উন্নতির পথ কোন্‌টি। তাই তিনি বিগত ২০০৩-০৪ সনের আন্তর্জাতিক জলসায় ঘোষণা দিলেন যে, তিনি চান, আগামী ২০০৮ সনে খিলাফত জুবিলী উদ্‌যাপনকালে জামাতের লাজেমী চাঁদাদাতা সদস্য-সদস্যাগণের ৫০% ভাগ ভ্রাতা-ভগ্নিকে নেযামে ওসীয়্যতে সামিল হতে হবে। হুযূর (আইঃ)-এর মোবারক তাহরীকে 'লাব্বায়েক' বলে সামেল হওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জামাতের ভ্রাতাভগ্নিগণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দানকল্পে খাকসার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওসীয়্যত ফরম পূরণে উদ্ভুত জটিলতা নিরসনের উদ্দেশ্যে বাংলায় একটি তথ্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ওসীয়্যত করতে ইচ্ছুক স্থানীয় জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নি ঐ ফরম পূরণ করে পাঠাবেন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে উপদেশসহ তা সংশিষ্ট ভ্রাতা-ভগ্নির কাছে পাঠানো হবে এবং এভাবে ওসীয়্যত করা সহজ হবে। আমরা আশা করি এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দেন যাতে আমরা যুগ-খলীফার এ মোবারক তাহরীকে অংশ নিতে পারি, নেযামে ওসীয়্যতে সামেল হতে পারি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারি, আমীন, ছুম্মা আমীন। (উদ্ধৃতিসমূহ "আল ওসীয়্যত" ও "নেযামে নও" কেতাব থেকে গৃহীত)।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও সদর মজলিসে মুসিয়ান
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

প্রফেসার আব্দুল লতিফ

এক বড়ে বুযুর্গ থে

(৪র্থ কিস্তি)

আল্লাহ্‌তাআলার কালাম পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানে আব্দুল লতিফ সাহেব যেমন পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তেমনি এ ঐশী কিতাবের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল। তিনি প্রত্যহ একনিষ্ঠতার সাথে কুরআন তেলাওয়াত এবং এর তাৎপর্য অনুধাবনে গবেষণায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর সুললীত কণ্ঠের কুরআন তেলাওয়াত ও তফসীরের দরসে শ্রোতারা মোহিত হয়ে যেতেন। সবার হৃদয়ঙ্গম হতো। নামায পড়া কালে তাঁর সুমধুর সুরের কুরআনের সূরা পাঠে যেন ঐশী বিহগল বাঁজতো। মুক্তাদীররা পার্থিব জীবন ভুলে স্বর্গীয় উন্মদনায় আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন। এক অতিন্দ্রীয় জগতে প্রবেশ করতেন। ঐশী নেয়ামতের স্বাদ লাভে সক্ষম হতেন। তাঁর নুরানী চেহারায় যেন স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো এবং তা খেলা করতো। ফেরেস্তারা যেন দল বেঁধে বিচরণ করতেন। ফলে ফেরেস্তা তুল্য এ মানুষটির ইমামতীতে নামায পড়তে এবং তাঁর কুরআনের দরস শ্রবণে অনেকের মাঝে অধীর আগ্রহ ছিল। এ আদর্শের প্রতিফলনেই তিনি তাঁর এমারত কালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জামাতে কুরআনের দরস প্রচলন করেন। আহমদীদের ঘরে ঘরে কুরআন পাঠ এবং বাজামাত ফজর নামাযের পর কুরআনের দরস প্রদান ব্যাপকভাবে চালু করা হয়। ফলে কুরআন নাযেরা এবং তফসীর শিক্ষায় ব্যাপক সাড়া জাগে। আল কুরআনের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হয় সেখানে ফেরেস্তা আসে। কেননা শয়তান ঐশী কালাম কুরআনকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তির মাধ্যমে ফেরেস্তার সাহায্য ও সহযোগীতা লাভের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তিনি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক কাদিয়ানে প্রবর্তিত কুরআনের শিক্ষাই বঙ্গদেশে আমীর আব্দুল লতিফ সাহেব ব্যপকভাবে প্রচলন করেন এবং এর ধারাবাহিকতার প্রতিফলনেই বর্তমানে এদেশে তা প্রবাহমান রয়েছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসাগুলিতে অগ্রণী ভূমিকা ছিল লতিফ সাহেবের। তিনি ঐশী জামাতের কর্মসূচীকে সফল করতে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর এমারতকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে দুর দুরান্তে অবস্থান রত আহমদীদেরকে জলসায় আসার উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে এসব জলসা ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা ছাড়াও বড় বড় স্থানীয় জামাতে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ সালে তাঁর এমারতের উদ্যোগেই তারুয়া আহমদীয়া জামাতে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি কাদিয়ানের শিক্ষার আলোকে তারুয়া জামাতের জলসার কর্মসূচী পালনে হাতে খড়ি দেন। এ জলসায় সাহাবী হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রাঃ) এর পদার্পণ হয়েছিল। বক্তাদের ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত মূল্যবান বক্তৃতা শুনে শ্রোতাদের মাঝে অনেকে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তখন তারুয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মুন্সি দিয়ান উদ্দিন আহমদ। তারুয়া ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৪০০ জন উপস্থিত হন। একদিনের এ জলসায় খরচ হয়েছিল মাত্র ১৩ (তের) টাকা। উল্লেখ্য প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব এমারতের দায়িত্বে আসীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম ১৯২৭ সালে তারুয়া জামাত সফর করেন। তখন তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। সাথে ছিলেন বিশিষ্ট আলেম

প্রফেসার আব্দুল লতিফ

হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রাঃ)। তারুয়ার আহমদীরা এ বুযুর্গদ্বয়কে কাছে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। তাদের প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। স্বার্থক ও সফল তবলীগি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

১৯১৮ সালে ক্রোড়া জামাতের উদ্যোগে আয়োজিত তবলীগি জলসায় আব্দুল লতিফ সাহেবের শুভাগমন হয়েছিল। ঐশী জামাতের এ মহতী কর্মসূচীতে আরও বিশিষ্ট বুযুর্গ যারা উপস্থিত হন তাদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন বঙ্গীয় প্রথম আমীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব, সাহাবী হযরত রইস উদ্দিন খা' (রাঃ), খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী, এডভোকেট দৌলত খা মুন্সী, মাওলানা এমদাদ আলী চৌধুরী, খান সাহেব মোবারক আলী এবং তাঁর সহোদর ছোট ভাই বেলায়েত আলী ও চাচাতো ভাই কাশেম উদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এ তবলীগি জলসাকে বানচাল করতে ক্রোড়া গ্রামের মালু খলিফা নামে এক লাঠি খেলোয়ার অনুষ্ঠানের পার্শ্বের বাড়ীতে ঢাক ঢোল নিয়ে এক লাঠি খেলার আয়োজন করে। তাকে শত অনুরোধের পরও তিনি লাঠি খেলা বন্ধ করেনি। অবশেষে বাধা বিপত্তির মাঝেই ঐশী

জামাতের কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু কিছু দিন পর মালু খলিফা পুকুরে পানিতে ডুবে মারা যায়। লাঠি খেলার অঙ্গভঙ্গিতে তার লাশ পানিতে ভেসে উঠে। জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে বিরোধিতার প্রতিফলেই তার অপমৃত্যু ঘটে। সত্যতার নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়। প্রত্যক্ষ দর্শী অনেকে তা উপলব্ধি করে আহমদীয়া জামাতের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বন্ধুবর মীর সেকান্দর আলীর আমন্ত্রণে আব্দুল লতিফ সাহেব একাদিকবার সরাইল সফর করেছেন। ১৯১৯ সালে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইব্রাহীম বাকাপুরী (রাঃ)-এর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শুভাগমন উপলক্ষে লতিফ সাহেব তাঁকে নিয়ে সরাইলে একটি সফল তবলীগি অনুষ্ঠান করেন। পরবর্তীতে একবার সরাইলের কালিকচ্ছ গ্রামে ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দীর ব্রাহ্ম মন্দিরে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হলে প্রফেসার লতিফ সাহেব হযরত ইব্রাহীম বাকাপুরী (রাঃ), খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এবং ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হোসাম উদ্দিন হায়দার সাহেবসহ উপস্থিত হন। এ সভায় আব্দুল লতিফ সাহেব 'ওহী ও ইলহাম' এবং হযরত বাকাপুরী সাহেব 'প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমন ও তার সত্যতার প্রমাণ'-এর উপর সারগর্ভ ও প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে ঢাকা থেকে আগত দুজন ধর্ম যাজক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। এ মহতী সভায় কলিকালে আবির্ভূত কল্কী অবতারের শুভ সংবাদ প্রচারিত হয়। শ্রোতারা সবাই মুগ্ধ হন। বঙ্গ আমীরের দায়িত্বে আসীন হওয়ার পর লতিফ সাহেব হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রাঃ) কে নিয়ে জাকজমকভাবে সরাইলে আরও একটি তবলীগি জলসার অনুষ্ঠান করেন। আরবী, ফারসী, ও ইংরেজী ভাষায় পান্ডিত্যের প্রফেসার কলেজে ছাত্রদের পাঠদানে যেভাবে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করতেন এবং ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম হতো, ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত ভাষণেও তার অনুরূপ বাক্যের ফুল ছড়ি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠতো।

দোয়ার পাগল ছিলেন প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব। তিনি বিগলিত চিত্তে হৃদয় নিংড়ায়ে সর্বদা আপন মাওলার দরবারে দোয়া করতেন। তাহাজ্জুদ নামাযে বিভোর হয়ে দোয়া করা তাঁর জীবনের একটি অন্যন্য বৈশিষ্ট ছিল। ফলে বিনা চিকিৎসায় দুরারোগ্য ব্যধি থেকে আরোগ্য লাভের মত অসংখ্যক আশ্চর্যজনক ঘটনা এ দোয়া পাগলের জীবনে ঘটেছে। এমন একটি ঘটনা হলো–একবার তিনি হাইড্রোসিল রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম শহরের সিভিল সার্জেনসহ বড় বড় বেশ ক'জন ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন। চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী তাঁর অপারেশন প্রয়োজন। কিন্তু ডায়বেটিস রোগ থাকায় অপারেশন করা ঝুকিপূর্ণ। ফলে ডাক্তাররা তার অপারেশন করতে বারণ করেন। তখন খোদার আশেক আব্দুল লতিফ সাহেবের বোধগম্য হয় চিকিৎসা ব্যতিত একমাত্র সাফায়াতকারী আল্লাহ্তাআলার খাস ফযলে তাঁর আরোগ্য সম্ভাব্য। কেননা চিকিৎসা শাস্ত্র যেখানে ব্যর্থ সেখানে চিকিৎসার উপলক্ষ ছাড়াই আল্লাহ্তাআলা আরোগ্য দান করে থাকে। তাই তিনি দোয়াই বিভোর হয়ে যান। এক রাতে রুইয়াতে তিনি একটি ছাগল সদকা দেয়ার নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তখন তাঁর সেবা শশ্রুচার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উচ্চ শিক্ষিত ও নবদীক্ষিত যোবক আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালি পাশে ছিলেন। প্রফেসার সাহেব আব্দুর রহমানকে বাজার থেকে একটি ছাগল ক্রয় করে নিয়ে আসার জন্য আদেশ করেন। ফলে আব্দুর রহমান সাহেব ছাগল ক্রয় করে নিয়ে আসেন এবং এ ছাগলটি দেখেই তিনি বলেন–রুইয়াতে আমি এমন একটি ছাগলই দেখেছি। দাও আমি নিজ হাতে জবাই করি। অসুস্থতার মাঝে নিজ হাতে জবাই করে তিনি তা সদকা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর একরাতে রুইয়াতে দেখেন দু'জন ফেরেস্তা এসে তাঁর অপারেশন করছে। ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি সুস্থতা অনুভব করতে থাকেন। তাঁর হাইড্রোসিল রোগ নেই। তিনি পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণকারীদের দোয়া কবুলিয়তের এ নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য তিনি তার রোগ মুক্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদেরকে অবহিত করেন। হিন্দুধর্মাবলম্বী ডাক্তাররা বিনা চিকিৎসায় তাঁর আরোগ্য লাভের ঘটনায় বিস্মিত হয়। তারা বলেন–'আপনি মহা ঋষি। আপনার মত সাধু মানুষদের চিকিৎসা ভগবানই করে থাকেন'। প্রকৃতপক্ষেই আব্দুল লতিফ সাহেব একজন ঋষি কল্প পুরুষ ছিলেন। ডাক্তারের অপারেশন ঝুকিপূর্ণ বিদায় রূপকভাবে ফেরেস্তার অপারেশনে সুস্থতা লাভ করেন। কেননা পবিত্র চিত্তের মুমেন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্তাআলার ফেরেস্তারাই সর্বদা সাহায্য ও সহযোগিতা করে।

উল্লেখ্য হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর জীবদ্দশায় ভারতের হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য নিবাসী আব্দুল করীম নামে একটি বালক কাদিয়ানে লেখাপড়া করতেন। ছেলেটি খুবই মেধাবী ছিল। একবার কাদিয়ানে তাকে পাগলা কুকুরে কামড়ায়। ফলে তার জলাতঙ্ক রোগ হয়। সেকালে জলাতঙ্ক রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা ছিল না বললেই চলে। সারা উপমহাদেশে একমাত্র ভারতের উত্তর প্রদেশের কসৌলী নামক স্থানে অপরিমিত চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। ফলে আব্দুল করিমকে যথাসময়ে কসৌলী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে কাদিয়ানে ফিরে আসেন এবং পুনরায় লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কিছুদিন পর আব্দুল করিমের পুনরায় জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। কসৌলী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে তার অবস্থা জানান হলে তারা টেলিগ্রামে উত্তরে বলেন–Sorry, Nothing can be done for Abdul Karim অর্থাৎ পরিতাপের বিষয় আব্দুর করিমের চিকিৎসার জন্য আর কিছুই করার নেই।

জলাতঙ্ক রোগীর ভাগ্য গুণে আরোগ্য লাভের পর পুনরায়, এ রোগ দেখা দিলে তার চিকিৎসা নেই। মৃত্যু অবধারিত। অবস্থার দৃষ্ঠ পটে কাদিয়ানের সকলই মর্মাহত হয়। ছেলেটির স্বজনরা কান্নায়

ভেঙ্গে পড়েন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ্তাআলার অতি স্নেহস্পর্শ বন্ধু ইমামুজ্জামান বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হুযূর (আঃ) ছেলেটির আরোগ্যের জন্য একমাত্র সাফায়াতকারী খোদার দরবারে দোয়ায় বিভোর হয়ে যান। বিগলিত চিত্তে দোয়া করতে থাকেন। সকলকে সান্তনায় বলেন"–ঘাবরাও নেহি হাম দোয়া মে লাগে হুয়ে হ্যা আল্লাহ ফযল ফরমায়েংগা'। আব্দুল করিমের সহপাঠী ৬ জনকে ডিউটিতে নিয়োজিত করা হয়, তারা যেন দু ঘন্টা পর পর তার অবস্থা হুযূর (আইঃ)-এর পেশ করেন। অতঃপর হুযুর আকদাসের অক্লান্ত দোয়ার ফলশ্রুতিতে ছেলেটির মধ্যে আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সে ধীরে ধীরে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। (আল-হামদুলিল্লাহ্)। জলাতঙ্ক রোগীর এমন আরোগ্য লাভের ঘটনা নজিরবিহীন। এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার ফসল। মসীহ্ মৃতকে জীবিত করার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলনের নিদর্শন। অনুরূপ প্রফেসার আব্দুল লতিফের মত হযরত আহমদ (আঃ)-এর উত্তম শিষ্যত গ্রহণকারী বিভিন্ন বুযুর্গদের জীবনেও দোয়া কবুলিয়তের আশ্চর্যজনক অসংখ্যক ঘটনা ঘটেছে। কেননা আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে বলেন–তোমাকে ঐ সকল লোক সাহায্য করবে যাদের প্রতি আমি আকাশ হতে ওহী নাযেল করবো' (ইলহাম)।

প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব ধর্ম জগতে যেমন একজন সফল ব্যক্তি ছিলেন বিদ্যা দানেও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। চাকুরী ক্ষেত্রে সুনাম ও দক্ষতায় লেকচারার পদ থেকে পদোন্নতির ক্রমধারায় প্রফেসার হন। চট্টগ্রাম কলেজের বিশিষ্ট শিক্ষক হিসাবে ভূমিকা রাখেন। আরবী ও ফারসী সাহিত্যের উন্নতি কল্পে বুৎপত্তি গবেষণা করেছেন তিনি। তাঁর এ গবেষণালব্ধ তত্ত্ব সেকালে মুসলিম শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। মাইল ফলক সৃষ্টি করে। কলেজ ম্যাগাজিনে তাঁর গবেষণামূলক লেখা ম্যাগাজিনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বঙ্গদেশে আহমদীয়া জামাতের প্রকাশিত মাসিক আহমদী, আল বুশরা ও আল হেদায়াত পত্রিকায় তাঁর অনেক তথ্য সমৃদ্ধ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। যা এদেশের আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে অমুল্য অবদান রাখে। জামাতে আহমদীয়ার সত্যতাকে সম্প্রচারিত করে। কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত Monthly the Review of Religions পত্রিকায় তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসব লেখা জামাতে আহমদীয়ার প্রকাশনায় সমৃদ্ধি আনে। অনেক জ্ঞান পিপাসু জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন। তার মৃত্যুর পর Review of Religions পত্রিকার এপ্রিল ১৯৩২ সংখ্যায় Unique Beauty of the Arabic Language শিরোনামে অনেক গবেষণামূলক তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আরবী ভাষা পৃথিবীর আদি ভাষা, সকল ভাষার জননী এবং সৃজন ও মননশীল উৎকৃষ্ট ভাষা তা তিনি বিস্তারিতভাবে এ প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন। যা জ্ঞান তাপসদের নিকট সঠিক জ্ঞান দানের দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

১৯১৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এমারত প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গীয় আমীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব আহমদী যুবকদেরকে জামাতের কাজে সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপর করে তোলার জন্য বেঙ্গল ইয়ংম্যানস আহমদীয়া এসোসিয়েশন গঠন করেছিলেন। ১৯১০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃ সংঘ, ১৯১১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) কর্তৃক স্থাপিত আনসারুল্লাহ্ এবং ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুরূপই বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব উচ্চ শিক্ষিত সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত ব্যক্তি এবং সংগঠনের একজন অন্যতম সদস্য হিসাবে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি এ দেশে আহমদীয়াতের সত্যতাকে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে 'ইসলামের জয় মসীহ্ ও মাহদীর সমাগম' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। এর তথ্য নির্দেশ হলো ঃ

An attempt to prove that Mirza Gholam Ahmad of Qadian Punjab is the Promised Messiah and Mahdi.

প্রকাশক ঃ বেঙ্গল ইয়ংম্যানস আহমদীয়া এসোসিয়েশন চট্টগ্রাম, মুদ্রাকর কেবি বসু, মিন্টু প্রেস, চট্টগ্রাম। প্রথম সংস্করণ ঃ ৬ এপ্রিল ১৯১৭ খৃঃ পৃ ১+৮। মূল্য একআনা। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯১৭ খৃঃ ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান পৃঃ ৫০। (সূত্র বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী পৃঃ ৫৬৪ প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী ঢাকা)।

সেকালে বঙ্গদেশে এংলো এরাবিক টেক্সট বুকের অভাবে হাই স্কুল সমূহে সাধারণ; আরবী শিক্ষা দেয়া সম্ভব হতো না। ফলে মুসলমান ছেলেরা আরবী শিক্ষায় পশ্চাদপদ ছিল। মানুষ গড়ার উত্তম কারিগর প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তাই মুসলিম ছাত্রদের দীর্ঘদিনের এ পুঞ্জিভূত অভাব দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে তিনি Anglo Arabic primer Elementary Anglo arabic Grammer নামে আরবী শিক্ষার দুটি মূল্যবান বই রচনা করেন। এ বই দুটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত পন্ডিত ব্যক্তির সোনার হাতের লেখনীতে স্বর্ণালী অবদান রাখে। বঙ্গদেশে ও আসামের হাই স্কুল সমূহে আরবী শিক্ষার নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটায়। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের আরবী শিক্ষার্থীদের নিকট সমাদৃত হয়। তিনি এর বিক্রিলব্ধ অর্থ চকবাজার ও কাতালগঞ্জ এলাকায় কিছু জমি ক্রয় এবং আহমদীয়া জমাতের প্রচারণার কাজে ব্যয় করেন। (চলবে)

–মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

লেবাননে ইসরাঈলের অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হুযূর (আইঃ)-এর

প্রতিক্রিয়া ও সতর্কবাণী

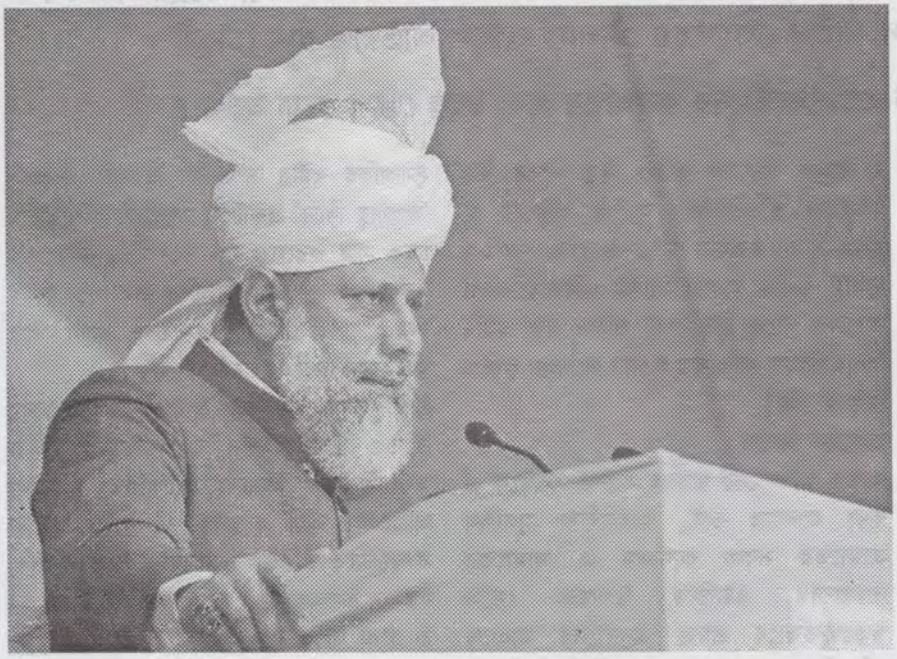

২৮ জুলাই ২০০৬ তারিখে ৪০ তম জলসা সালানা ইউ. কে-এর উদ্বোধনী ভাষণে হুযূর (আইঃ) সমস্ত আহমদীদের সম্বোধন করে বলেন,–"জগতকে বলতে হবে তোমরা সম্মিলিতভাবে দরিদ্র দেশগুলোর এবং মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর অধিকার হরণ করছো এবং তাদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করছো। আজ ইসরাঈল নিরীহ নাগরিক, শিশু, নারী ও বৃদ্ধাদেরকে হত্যা করছে আর কয়েকটি পশ্চিমা দেশ একে সঙ্গ দিচ্ছে এবং একে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। আর এ যুদ্ধকে অধিকার সংরক্ষণের নিজের নিরাপত্তা, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। এ যুদ্ধ অধিকার রক্ষার যুদ্ধ নয় বরং অধিকার হরণের নামান্তর, অত্যাচার অনাচার করে সমস্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করার নামান্তর, আলোকে অন্ধকারে পরিণত করার নামান্তর। যদুর পাপ মধুর ঘাড়ে চাপিয়ে নিরীহ নিরপরাধ নারী এবং শিশুদের বিলাপ ও আহাজারিতে রত করানোর নামান্তর। জগতকে বলতে হবে, তোমাদের পরকালের চিন্তা নেই বলে তোমরা মনে করছো এসব আহাজারি ও কান্নাকাটি ফলপ্রসূ হবে না। তোমাদের ধারণা ভুল। আমরা ঈমান রাখি, নিপীড়িত-নির্যাতিতদের দোয়া এবং আহাজারি কখনো বিফল হয় না। তাই এসব অত্যাচার, অনাচার বন্ধ কর আর নিজেদের দাম্ভিকতা আর নির্লজ্জতাকে পরিত্যাগ কর।

আজ প্রতিটি আহমদীকে নিজ পরিমন্ডলে এসব কথা জানাতে হবে আর সবাইকে বলতে হবে, এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর। কেননা **এ অনাচার কেবল একটি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে।"**

গত ২৮ জুলাই ২০০৬ তারিখে দৈনিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকায় "কাদিয়ানী বিরোধীদের অর্থ যোগায় কাদিয়ানীরাই"

শিরোনামে প্রকাশিত মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদের প্রতিবাদে ৩১শে জুলাই, ২০০৬ সোমবার দুপুর তিনটায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশে তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। দৈনিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকাসহ ১২ (বার)টি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকগণ এতে উপস্থিত ছিলেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন, মিশনারী ইনচার্জ মোহতরম মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোহতরম কাওসার আলী মোল্লা, মোহাম্মদ আবদুল জলিল, আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম, মীর তারেক আলী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী মোহতরম কওসার আলী মোল্লার পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

এ সংবাদ সম্মেলনে পঠিত বক্তব্যটি শুভানুধ্যায়ীদের অবগতির জন্য হুবহু ছেপে দেয়া হলো ঃ

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুলাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আজ একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করতে হয়েছে। স্বল্প সময়ের নোটিশে আমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়ায় আমরা আপনাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গত ২৮ জুলাই ২০০৬ তারিখে দৈনিক 'যায়যায় দিন' পত্রিকায় একটি 'লিড নিউজ' প্রকাশ করা হয়েছে। এর শিরোনাম ছিল ঃ "কাদিয়ানী বিরোধীদের অর্থ যোগায় কাদিয়ানীরাই"। প্রকাশিত সংবাদটির মাঝে আহমদীয়া বিরোধী মহলের এ মর্মে সন্দেহ রয়েছে বলে বলা হলেও বিষয়টি একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বলে আমাদের ধারণা। 'যায়যায় দিনের' মত একটি প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার দাবীদার পত্রিকা কিভাবে এমন একটি ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করলো তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমাদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আমরা গত ২৮ জুলাই তারিখেই সংশিষ্ট পত্রিকায় REJOINDER প্রেরণ করে আমাদের প্রতিবাদ ও বক্তব্য পত্রিকাটিতে ছাপানোর অনুরোধ করি। কিন্তু পরের দিন আমাদের প্রতিবাদলিপি সংশিষ্ট পত্রিকায় না দেখে আমরা হতবাক হই। অতঃপর গত ২৯ জুলাই পুনরায় আমরা সংশিষ্ট পত্রিকায় প্রেরণ করলেও পরের দিন সেটি প্রকাশ করা হয়নি বিধায় আমরা আজকের সংবাদ সম্মেলন করতে বাধ্য হয়েছি।

ভাইয়েরা আমার,

আমরা আপনাদের মাধ্যমে সংশিষ্ট সবাইকে এ কথা জানাতে চাই, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সকল কার্যক্রম এ জামাতের সদস্যদের কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদত্ত অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক উপার্জনশীল আহমদী তার আয়ের একটি বড় অংশ সাধ্যানুযায়ী ইসলামের সেবায় কুরবানী করেন। এই কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে আহমদীরা বিরোধীদেরকে নিজেদেরই বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার মত আত্মহননমূলক কর্মকান্ড আহমদীয়া জামাত করতে পারে-এ সন্দেহ নিতান্তই অযৌক্তিক ও হাস্যকর। এহেন অপবাদ পাকিস্তানের মত একটি উগ্র-মৌলবাদী প্রভাবিত দেশেও দেয়া হয়নি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ১৮৫টি দেশে শান্তিপ্রিয়, আইনমান্যকারী, একটি নিরীহ ও সুনাগরিক ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃত। 'যায়যায় দিনে' প্রকাশিত সংবাদটির শিরোনাম চমক সৃষ্টি করলেও মূল রিপোর্টিতে শিরোনাম সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক ও মনগড়া কথাই বলা হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার মত কোন তথ্য সংবাদটিতে নেই।

প্রকাশিত সংবাদটিতে আহমদীয়া নির্যাতনের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করে বিদেশ থেকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতা লাভেরও অভিযোগ করা হয়েছে। এ অভিযোগটিও সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। আপনারা সবাই জানেন, বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে কোন কিছুই গোপন বা চাপা থাকে না। ইন্টারনেট, ইলেক্ট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ায় প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত সচিত্র সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্বে পৌঁছে যায়। বাংলাদেশে সংঘটিত আহমদীয়া বিরোধী উলেখযোগ্য সকল আন্দোলন ও নির্যাতনের সংবাদ এমনিতেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সম্প্রদায় বিধায় এর বিরুদ্ধে যে কোন ঘটনা স্বাভাবিক কারণেই একটি আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অতএব এর জন্য আহমদীদের কাঁধে দোষ চাপানোর কোন সুযোগ নেই। প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, যেক্ষেত্রে বহির্বিশ্ব তাৎক্ষণিকভাবে অঘটনের সংবাদ ও চিত্র পেয়ে

যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ভিডিও চিত্র প্রদর্শন এবং আহমদীয়া জামাত কর্তৃক আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা লাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

প্রকাশিত সংবাদে আরো একটি অভিযোগ করা হয়েছে যে, উক্ত ভিডিও প্রদর্শন করে আহমদীরা নাকি মুসলমানদের উগ্র ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। এ অভিযোগটিও সম্পূর্ণ হাস্যকর ও ভিত্তিহীন। বিশ্বে যেখানে ৯/১১, ৭/৭ বা ৭/১১ এর মত ঘটনা ঘটেছে এবং জঙ্গি মুসলমান সংগঠনগুলো তার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেছে সেক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক মুসলমানদের উগ্র ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়টিও সম্পূর্ণরূপে অলীক ও ভিত্তিহীন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বব্যাপী সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও নানা প্রচার মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ ও সুমহান শিক্ষা প্রচার করে চলেছে। এ বিষয়ে জানার জন্য আমাদের website:(www.alislam.org) দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। অতএব মুসলমান তথা ইসলামের দূর্নামের জন্য উগ্রবাদী মুসলমানদের কার্যকলাপই যথেষ্ট। এর জন্য আহমদীদের অপ-প্রচারের দরকার নেই।

'যায়যায়দিনে' প্রকাশিত সংবাদে আরো উলেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশকে জঙ্গিকবলিত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রমাণ করার টার্গেট নিয়ে আহমদীয়া সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে "কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে"।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, উক্ত পত্রিকায় আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত অপরাপর অভিযোগের মত এই অভিযোগটিও সম্পূর্ণরূপে অন্যায়ভাবে আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট বা জঙ্গি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য 'বাংলা ভাই','শায়েখ আব্দুর রহমান' তথা 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' বা 'জমিয়াতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশের' (জে.এম.বি) বা তাদের সমমনাদের কার্যকলাপই যথেষ্ট। এর জন্য অতিরিক্ত অপপ্রচারের প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে আমরা আবারও দৃঢ়ভাবে বলতে চাই বাংলাদেশ জঙ্গি রাষ্ট্র নয় কিন্তু একটি মহল বাংলাদেশকে 'জঙ্গিরূপ' দান করার অপচেষ্টায় রত।

অতএব আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, দৈনিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকায় ২৮ জুলাই '২০০৬ তারিখে প্রকাশিত সংবাদটিতে আমাদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সমূহ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমারা আপনাদের বার বার বলে এসেছি, আহমদীয়া বিরোধী চলমান আন্দোলনে এদেশের আপামর জনসাধারণের কোন প্রকার সম্পৃক্ততা নেই। এদেশের মানুষ ধার্মিক কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক উগ্র-ধর্মান্ধ নেতাকর্মীদের প্ররোচনায় দেশের ভাবমূর্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আজ হুমকির সম্মুখীন। এই চিহ্নিত মহলটির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে হঠাৎ গোটা বিষয়টিকে আহমদীদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা একটি গভীর ষড়যন্ত্র বলে আমরা মনে করি। আমাদের ধারণা প্রকৃত অপরাধীদের রক্ষা করা ও এ বিষয়টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মানসে এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে আরোপ করা হয়েছে। আমরা আশা করবো, বাংলাদেশের গণমাধ্যম ইতোমধ্যে নিজেদের নিরপেক্ষতা ও বলিষ্ঠতার যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

মহান আলাহ্ আমাদের সবাইকে সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

বিনীত

কওসার আলী মোল্লা
জেনারেল সেক্রেটারী

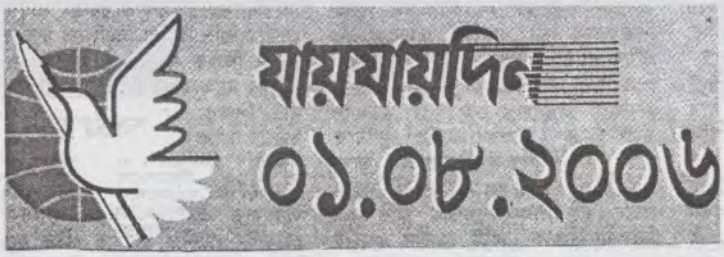

আন্দোলনকারীদের আমরা টাকা দিই না : আহমদিয়া জামাত

যাযাদি রিপোর্ট

গত ২৮ জুলাই যায়যায়দিন-এ 'কাদিয়ানি বিরোধীদের অর্থ যোগায় কাদিয়ানিরাই' শীর্ষক লিড নিউজটিকে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেছে আহমদিয়া মুসলিম জামাত। তারা বলেছে, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার মতো কোনো তথ্য খবরটিতে নেই। বকশিবাজারে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গতকাল সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে আহমদিয়া জামাত নেতারা বলেন, মানবিক কারণে সাপ্তাহিক যায়যায়দিন বিনা পয়সায় আমাদের রক্ষায় একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়েছিল। সেই প্রগতিশীল পত্রিকা কিভাবে এ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করলো তা আমাদের বোধগম্য নয়। আহমদিয়া নেতারা বলেন, সদস্যদের কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদত্ত অনুদানে আমাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে আহমদিয়া বিরোধীদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার মতো আত্মহননমূলক কর্মকাণ্ড আহমদিয়া জামাত করতে পারে– এ সন্দেহ নিতান্তই অযৌক্তিক ও হাস্যকর। যায়যায়দিনে প্রকাশিত সংবাদকে মিসহ্যান্ডলিং 'ভুল' হিসেবে উল্লেখ করলেও এর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না বলে আহমদিয়া নেতারা জানান। আহমদিয়া জামাত নেতারা বলেন, আমরা ধর্মের নামে যে কোনো ধরনের নৈরাজ্য ও উগ্রতা মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। 'সকলের প্রতি ভালোবাসা, ঘৃণা নয় কারো পরে'– এটাই আমাদের নীতি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আহমদিয়া জামাতের ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমির মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, মিশনারি ইনচার্জ মাওলানা আবদুল আউয়াল, জেনারেল সেক্রেটারি কওসার আলী মোল্লা প্রমুখ।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : কাদিয়ানিদের নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করার আগেই এ নিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল আহমদিয়া জামাতের সঙ্গে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে সংগঠনের নায়েবে ন্যাশনাল আমির মীর মোবাশ্বের আলীর বক্তব্যও ছাপা হয়েছে। তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, 'আমরা টাকা দেবো কেন? আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য আমরা টাকা দেবো– এটা কিভাবে হয়? এতে আমাদের কী স্বার্থ? খতমে নবুয়তপন্থীরা আমাদের ঘরবাড়ি, পবিত্র মসজিদ, কোরআন হাদিস বার বার জ্বালিয়ে দেয়, আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখে, ঘেরাও করে, আমরা তাদের টাকা দিতে যাবো কেন?' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'তবে এটা ঠিক টাকা-পয়সার ভাগাভাগি নিয়েই মোমতাজী আর নূরানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তাদের সংগঠন দু'ভাগ হয়ে গেছে। একে অপরের গোমর ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছে। তারা ধর্মের জন্য কাজ করে না। টাকা-পয়সার জন্য কাজ করে।'

সংবাদটি ছাপা হওয়ার পর তারা প্রতিবাদ পাঠালেও মীর মোবাশ্বের আলীর বক্তব্যকে অস্বীকার করা হয়নি। এমনকি গতকালের সংবাদ সম্মেলনেও তারা এ বক্তব্য প্রত্যাহার করেনি। তার বক্তব্যের দ্বিতীয় প্যারায় তিনি টাকা-পয়সার ভাগাভাগি নিয়েই মোমতাজী-নূরানীর দ্বন্দ্ব এবং তাদের সংগঠন দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার তথ্য দিয়েছেন। তারা ধর্মের জন্য কাজ করে না, টাকা-পয়সার জন্য কাজ করে বলেও দাবি করেছেন তিনি। খতমে নবুয়ত সংগঠনগুলোকে অর্থায়ন না করার দাবি করলেও তারা কিভাবে হাঁড়ির খবর পান সেটা আহমদিয়া জামাত নেতারা বলেননি। দ্বিতীয় কথা হলো, প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ প্রতিবেদক নিজের কোনো মন্তব্য তুলে ধরেননি। কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোকে কাদিয়ানিদের অর্থ যোগানোর বিষয়ে খতমে নবুয়ত সংগঠনগুলোর নেতারাই অভিযোগ করেছেন। নির্দিষ্ট সূত্র উল্লেখ করেই ওইসব বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। অতএব প্রকাশিত সংবাদটির সত্যতা যাচাই করার দায়িত্ব সচেতন পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হলো।

যায়যায়দিন ২৮.০৭.২০০৬

কাদিয়ানি বিরোধীদের অর্থ যোগায় কাদিয়ানিরাই

তহবিলের উৎস নিয়ে বিশিষ্ট আলেমদের সন্দেহ

হাসানুল কাদির

বিভিন্ন ব্যানারে কিছুদিন পরপর কাদিয়ানি বা আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয় আহমদিয়াদের দেয়া অর্থ এবং দিকনির্দেশনায়। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের

বাঁ থেকে : মাওলানা উবায়দুল হক, মাওলানা মাহমুদুল হাসান মোমতাজী, মুফতি নূর হোসাইন নূরানী, আলহাজ শামসুল হক ও মীর মোবাশ্বের আলী

ভিডিওচিত্র পশ্চিমি দেশে দেখিয়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি অন্যান্য সাহায্য পাওয়া এর লক্ষ্যগুলোর অন্যতম। মুসলমানদের উগ্র এবং সন্ত্রাসী হিসেবে তারা চিহ্নিত করতে চায়। সে সঙ্গে বাংলাদেশকে জঙ্গিকবলিত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রমাণ করার টার্গেট নিয়েই আহমদিয়া সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে।

আহমদিয়া বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কিছু নেতার কার্যক্রম নিবিড়ভাবে দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এসব বিষয় জানা গেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, কেউ আহমদিয়া বিরোধী কোনো আন্দোলন শুরু করলে তারাই তাকে খুঁজে বের করে। এক্ষেত্রে কখনো তাদের হয়ে কাজ করে ইনডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। কখনো কখনো দূরবর্তী মাধ্যম ব্যবহার করা হয়।

জানা গেছে, আন্দোলনকারী কাদিয়ানি বিরোধী সংগঠনগুলোর অর্থের যোগান নিয়ে এর নেতারা কখনোই দুশ্চিন্তা করে না। খতমে নবুয়ত

পৃষ্ঠা ২৪

কাদিয়ানি বিরোধীদের অর্থ যোগায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কমিটির সভাপতি আলহাজ শামসুল হককে তার সংগঠনের পাশাপাশি কাদিয়ানি বিরোধী অন্য কার্যক্রমের অর্থের যোগান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, কোনো রকম একটি ব্যানার নিয়ে এ দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেই হলো, টাকা-পয়সা দেয়ার বহু লোক আছে। দেশি-বিদেশি অনেক ব্যক্তি, সংস্থা টাকা নিয়ে আসে। এ জন্য কারো কাছে যেতে হয় না।

কর্মীরা কি এমন সব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য চাঁদা দেয় না?

জবাবে তিনি বলেন, টাকা-পয়সার প্রতি সবারই মায়া আছে। সহজে কি কেউ টাকা দিতে চায়? সবাই শুধু নিতে চায়। যতো বেশি গুড় ছিটানো যায়, পিঁপড়া ততোই আসে। আগে অনেক গুড় ছিটিয়েছি, এখন আর তেমন ছিটাই না। এ কারণে আমার কাছে পিঁপড়াও খুব একটা আসে না।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশের সভাপতি ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক যায়যায়দিনকে বলেন, কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলনের নামে জন্ম নেয়া সংগঠনগুলোকে আক্রান্তরা নিজেরাই অর্থের যোগান দেয়– এমন রিপোর্ট বহুবার আমার কাছে এসেছে। ভাড়াটে সংগঠন দিয়ে উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল কর্মসূচি পালন করিয়ে কাদিয়ানিরা এসব ভিডিওচিত্র পশ্চিমি দেশগুলোতে প্রচার করে। এভাবে তারা বিদেশিদের কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় করে নানা সুযোগ-সুবিধা পায়।

তিনি বলেন, এভাবে ঘেরাও কর্মসূচি দিয়ে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি কোনো দিন আদায় হবে না। এতে অমুসলিম ঘোষণার দাবি আদায়ের আন্দোলন ব্যাহত হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলমানদের পাশাপাশি বাংলাদেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। দূর থেকে কেউ পরিকল্পিতভাবে এসব সংগঠনকে মাঠে নামিয়েছে।

খতমে নবুয়ত আন্দোলন পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আবদুল খালিক যায়যায়দিনকে বলেন, শুনেছি কাদিয়ানিরাই বিভিন্ন সময় টাকা-পয়সা দিয়ে কিছু ব্যক্তিকে ব্যবহার করে উগ্র কর্মসূচি পালন করায়। এ ধরনের উগ্র কর্মসূচির চিত্র পশ্চিমি দেশগুলোয় অর্থদাতাদের দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে কাদিয়ানিরা বিপুল পরিমাণ টাকা আনে। তিনি বলেন, এটি কাদিয়ানি সম্প্রদায় এবং তাদের বিরোধী আন্দোলনকারীদের একটি ভালো ব্যবসা। এ বিষয়ে আমার কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বিষয়টি মিলিয়ে নিতে পারে। এটি তাদের দায়িত্ব।

গত জুন মাসের শেষ দিকে খতমে নবুয়ত আন্দোলনের আমির মুফতি নূর হোসাইন নূরানীর ওপর প্রকাশিত একটি পোস্টার রাজধানীর বিভিন্ন দেয়ালে ও বাসের পেছনে দেখা গেছে। এ ধর্মীয় নেতার ছবিসহ প্রচারিত এ পোস্টারে লেখা ছিল– তিনি কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন করার জন্য ইনডিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কাছ থেকে ৫০ হাজার ডলার নিয়েছেন। এ পোস্টারে ডলার নেয়ার প্রমাণ হিসেবে তার স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রও ছাপানো হয়েছে। এ বিষয়ে মুফতি নূরানীর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ধরনের ফালতু প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় আমার নেই। এগুলো অসভ্য, কুকুর, অমানুষদের প্রচারণা। আমি কিছুই জানি না।

আপনি কাদিয়ানিদের থেকে টাকা নিয়েই তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, এমন অভিযোগ করেছেন আপনার ঘনিষ্ঠজনরা। অভিযোগ উত্থাপনকারী কয়েকজনের নামও এ প্রতিবেদক তার সামনে উচ্চারণ করেন। তাছাড়া মাওলানা মোমতাজী সম্পর্কে আপনি বারবার গোমর ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। সেই গোমর আসলে কি?

জবাবে তিনি বলেন, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আপনি কাদিয়ানিদের দালাল।

যায়যায়দিনের অনুসন্ধানে কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলনকারীদের কাছে ইনডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অর্থ প্রেরণের একটি কৌশল জানা গেছে। প্রথমত, কাদিয়ানি বিরোধী সংগঠনের নেতাদের সুহৃদ হিসেবে পরিচিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তারা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর সমর্থকের বেশে ধর্মের কাজে অংশ নেয়ার কথা বলে আন্দোলনকারীদের টাকা-পয়সা দেয়। এরা জঙ্গি কর্মকাণ্ডের প্রতি বিশেষ উৎসাহ যোগায় এবং যতো অর্থের প্রয়োজন সব দেয়ার অঙ্গীকার করে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যে নেতা যতো বেশি উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল কর্মসূচি পালন করতে সক্ষম তাকে ততো বেশি উৎসাহ দেয়া হয় টাকা-পয়সার যোগান দিয়ে।

এ বিষয়ে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের নায়েবে ন্যাশনাল আমির মীর মোবাশ্বের আলীর কাছে জানতে চাইলে তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, আমরা টাকা দেবো কেন? আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য আমরা টাকা দেবো, এটা কিভাবে হয়? এতে আমাদের কি স্বার্থ? খতমে নবুয়তপন্থীরা আমাদের ঘরবাড়ি, পবিত্র মসজিদ, কোরআন-হাদিস বারবার জ্বালিয়ে দেয়, আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখে, ঘেরাও করে; আমরা তাদের টাকা দিতে যাবো কেন?

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মীর মোবাশ্বের আলী বলেন, তবে এটা ঠিক, টাকা-পয়সার ভাগাভাগি নিয়েই মোমতাজী আর নূরানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তাদের সংগঠন দু'ভাগ হয়ে গেছে। একে অন্যের গোমর ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছেন। তারা ধর্মের জন্য কাজ করেন না। টাকা-পয়সার জন্য কাজ করেন।

কাদিয়ানি বিরোধী ছয় সংগঠন

আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মোট ছয়টি সংগঠন মাঠে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত, খতমে নবুয়ত আন্দোলন পরিষদ, ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট, আমরা ঢাকাবাসী, খতমে নবুয়ত কমিটি ও খতমে নবুয়ত আন্দোলন।

জানা গেছে, এ ইস্যুতে ১৯৯০ সালে প্রথম আন্দোলন শুরু করে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশ। এ সংগঠনের সভাপতি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক। সেক্রেটারি মাওলানা নুরুল ইসলাম। তাদের অর্থের যোগান আসতো লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশি এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু মুসলিম দাতা সংস্থা থেকে। তাদের নেতৃত্বে কাদিয়ানি বিরোধী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্যই পরে একই ইস্যুতে বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে মাওলানা উবায়দুল হক বলেন, আমি কোনো নেতৃত্ব চাই না। এখনো সভাপতির পদ ছেড়ে যে কাউকে এখানে বসাতে প্রস্তুত। তারপরও কেউ এ দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেনি। তিনি বলেন, কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এখন বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম দেয়া হয়েছে। তারা উচ্ছৃঙ্খল নানা কর্মসূচি পালন করে। এভাবে তারা কাদিয়ানিদের সহযোগিতা করছে।

উগ্র কর্মসূচি ইসলাম সমর্থন করে না

কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে ঘেরাও, অবরোধ, বাঁশ-লাঠি মিছিল এবং স্বেচ্ছা কারাবরণের মতো উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল কোনো কর্মসূচি পালন করার বৈধতা ইসলামে নেই। ইসলামে এসব অবৈধ বলে উল্লেখ করেছেন দেশের বরেণ্য আলেম সমাজ।

এ বিষয়ে বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক বলেন, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে তাদের বাড়িঘর বা উপাসনালয় দখল-ঘেরাও, অবরোধ, লাঠি-বাঁশ মিছিল বা স্বেচ্ছা কারাবরণ জাতীয় যে কোনো উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল কর্মসূচি পালন করা ইসলামে অবৈধ। আমাদের পবিত্র ধর্ম ইসলাম কিছুতেই জবরদস্তিমূলক এ ধরনের কাজ অনুমোদন করে না।

আন্দোলনকারীদের দাবি

কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে, তারা সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন। দাবিটি ব্যাখ্যা করে তারা বলেন, কাদিয়ানিরা এ দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও শান্তিতে থাকবে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো কর্মসূচি দেয়া হবে না। শুধু তারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করতে পারবে না।

কারণ এ আন্দোলনকারীরা বিশ্বাস করে তারা মুসলিম নয়। মুসলমান হতে হলে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-কে শেষ নবী হিসেবে মানতে হয়। কাদিয়ানিরা তা মানে না। তারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকেই নবী বলে বিশ্বাস করে।

কাদিয়ানিরা কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে বহু বই প্রকাশ করেছে বলে আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করে। এসব বাজেয়াপ্ত করাটা তাদের একটি বড় দাবি। তারা বলেন, এ দেশে হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা যুগের পর যুগ ধরে বাস করছে। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো আন্দোলন করিনি। তাদের মতোই কাদিয়ানিরা একটি আলাদা অমুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে এ দেশে বাস করতে পারে। আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

পাশাপাশি কেউ যেন কোনো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে না পারে, সে জন্য দেশে একটি আইন

আমীর,
জামাত আহমদীয়া, বাংলাদেশ

তোমাদের মালিক, তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের স্রষ্টার অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাঁর উপাসনা করো এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

প্রিয় আমীর সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গত ১৪ জানুয়ারী ২০০৫ইং, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) স্পেনের বাশারাত মসজিদে তাঁর জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। উক্ত খুতবায় হুযূর (আইঃ) এবাদত ও নামাযের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দেন।

হুযূর (আইঃ) সূরা আল-বাকারার ২২ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, এটি আলাহ্‌তাআলার বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর ইবাদতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বান্দাদের শয়তানের থাবা থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আলাহ্‌তআলা বিভিন্নভাবে এই বিষয়টির উলেখ করেছেন। আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তাতে আলাহ্ বলেন,

"হে মানুষ, তোমরা উপাসনা করো তোমাদের সেই প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার।"

হুযূর (আইঃ) বলেন, তোমাদের মালিক, তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তার অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাঁর উপাসনা করো, এবং তাঁর অনুগহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

আলাহ্‌র নিকট মানুষের দাসত্বের প্রকাশ হলো এই যে, সে আলাহ্‌র অনুগ্রহের শোকরিয়া আদায় করবে, আলাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করবে, হৃদয়ে আলাহ্‌র ভালবাসা পোষণ করবে এবং তাঁর ইবাদত করবে।

আলাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে ইবাদতের মান উন্নত করা একজন আহমদীর কর্তব্য। প্রিয় নবী (সঃ) বলেছেন যে, প্রত্যেক নামাযের পরে আমাদের উচিত এই দোয়া করা যে,

হে, আলাহ্, তোমার স্মরণে, তোমার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করো।"

হুযূর (আইঃ) বলেন, প্রত্যেক আহমদী যিনি আলাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসেন তাকে আলাহ্‌র স্মরণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ইবাদতের এই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ইবাদতের সর্বোচ্চ মান অর্জনের জন্য প্রত্যেক আহমদীকে নামাযী হতে হবে। নামাযের সময় বিছানা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য সব কাজ ত্যাগ করে নামায আদায় করা একজন মানুষকে মহা পুরস্কারের যোগ্য করে তোলে। যৌবনের দিনগুলিতে যে ইবাদত করে সে বৃদ্ধ বয়সের ইবাদতের মতোই পুরস্কার পাবে। কাজেই যুবক বয়স থেকেই প্রত্যেক আহমদী নিয়মিত নামায আদায় করা কর্তব্য। যিনি নিজের ও নিজ সন্তান-সন্ততির পবিত্রতা কামনা করেন তার উচিত ইবাদত এবং নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

হুযুর (আইঃ) বলেন ঃ সর্বশক্তিমান আলাহ্ আমাদের আদেশ করেছেন ঃ "আকিমুস্ সালাত।" 'কিয়াম' শব্দটি জামাতে নামায পড়াকে বুঝায়। মহানবী (সঃ) বলেছেন, একা নামায পড়ার চেয়ে জামাতে নামায পড়লে ২৫ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। প্রত্যেক আহমদীর বেশি বেশি সওয়াবের সন্ধান করা উচিত এবং সেজন্য বেশি বেশি জামাতে নামায পড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, কোন শহরের সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার।" আলাহ্‌তাআলা সে সব লোকের ব্যবসায় বরকত দিয়ে থাকেন যারা যথাসময়ে পূর্ণরূপে নামায আদায়ের পর তাদের ব্যবসার কাজ পরিচালনা করেন। ওয়াক্তিয়া নামায বা জুমুআর নামাযের সময় হলে আপনারা জামাতে নামায পড়তে এবং নামাযে যোগ দিতে গাফলতি করবেন না। কেবলমাত্র তারাই 'মুমেনীন' (প্রকৃত মুমেন) বলে আখ্যায়িত হতে পারে যারা মসজিদে নামায আদায় করেন।

হুযূর (আইঃ) মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের উপর আলোচনা করেন এবং এটিকে আলাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় বলে বর্ণনা করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ ২৫ বছর পূর্বে জামাতে আহমদীয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল স্পেনে প্রথম মসজিদ নির্মাণের। এটি ছিল স্পেনে মুসলিম সভ্যতা অবসানের ৫০০ বছর পর প্রথম মসজিদ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত স্পেন একটি ছোট জামাত। কিন্তু এর সদস্যরা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে রয়েছেন। স্পেনের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ভেলেন্সিয়াতে আমাদের একটি মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। আলাহ্‌র উপর ভরসা করে দোয়ার মাধ্যমে যে সব প্রকল্প শুরু করা হয় সেগুলিকে আলাহ্‌তআলা বরকত মন্ডিত করেন। আলাহ্ আমাদের স্পেনে এই মসজিদটি নির্মাণের সামর্থ্য দিন। আমীন।

অনুগ্রহপূর্বক হুযূর (আইঃ) প্রদত্ত এই নির্দেশনা আপনার জামাতের সদস্যদের নিকট পৌঁছে দিন।

জাযাকুমুলাহ।

ওয়াস্‌সালাম

চৌধুরী হামিদুলাহ
উকিল আ'লা
তাহরীকে জাদীদ
আঞ্জুমান আহমদীয়া, পাকিস্তান
তারিখঃ বুধবার, জানুয়ারী ১৯/০১/ ২০০৫ইং
অনুবাদক ঃ **বশীর উদ্দিন আহমদ**

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের (২০০৫-২০০৬ সালের) অর্জন

০১। বর্তমান বছর পর্যন্ত ১৮৫টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের পর হিজরতের বছরগুলোতে) ৯৪টি নতুন দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

০২। এ বছর ৪টি নতুন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশগুলোর নাম ঃ- এস্‌টোনিয়া, এনটিগোয়া, বারমুডা ও বলিভিয়া।

০৩। নতুন জামাত সৃষ্টি হয়েছে (এ বছরে) ১৫৮৪টি।

০৪। নও মোবাঈনদের সাথে যোগাযোগ ঃ-
ঘানা-৩১৩টি গ্রামে ২ লক্ষ ৯ হাজার সদস্যের সাথে
বারকিনা ফাসু-১লক্ষ ৬৮ হাজার " "
নাইজেরিয়া-১ লক্ষ ২৪ হাজার " "

০৫। নতুন মসজিদ ঃ- ৩৫৯টি
(ক) তৈরী পাওয়া গেছে ১৭১টি
(খ) নতুন নির্মাণ হয়েছে-১৮৮টি

০৬। ২২ বছরে (হিজরতের বছরগুলোতে) পাওয়া ও নবনির্মিত মসজিদের সংখ্যা-১৪১৩৫টি

০৭। গত বছর ৯৩টি মিশন হাউজ তৈরী হয়। (এর মধ্যে আছে মসজিদ, কোয়ার্টার, লাইব্রেরী ইত্যাদি)

০৮। সুইজারল্যান্ডে 'মাহমুদ মসজিদ' ছাড়াও ৭(সাত) হাজার বর্গ মিটার জমি ক্রয় করা হয়েছে।

০৯। ইংল্যান্ডের সেফিল্ডে একটি নতুন মিশন হাউজ কেনা হয়েছে।

১০। 'হাদিকাতুল মাহদী' : এ বছরই ALTON HAMSHIRE-এ জায়গার পরিমাণ ২০৮ (দুইশত আট) একর। যেখানে এ বছর জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটাও এ বছর কেনা হয়েছে।

১১। এ বছর জলসাতে মোট উপস্থিতি-২৯,৮০০ জনের উর্দ্ধে।

১২। এ বারের জলসায় ৮১টি দেশ হতে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন।

মোল্লার জিহাদ

সতেরই এপ্রিল দুইহাজার পাঁচ রবিবার দিন, সাক্ষি রয়েছে চন্দ্র, সূর্য, আসমান আর জমিন।
শিহরিয়া উঠে গায়ের পশম মনে হলে সেই কথা, বলতে না পারি মোদের বুকে জমা আছে কত ব্যথা।
পৃথিবীর মাঝে ছোট্ট ভূমি নামটি বাংলাদেশ, সর্বজাতির বাস ছিল সেথা নাহি ছিলো কোন রেশ।
বাংলাদেশের দক্ষিনেতে থানা শ্যামনগর, আহমদীদের ইতিহাস সেথা ৪৪ বছর
কলেমা নামায রোজা, হজ্জ যাকাত সব মেনে তারা চলে, নবীর নামে নাম দিয়ে তারা আহমদী নাম বলে
কথিত আলেম, যুগের যালেম, ফতোয়া করিল জারি, আহমদী নামের কাদিয়ানীদের মসজিদ নাও কাড়ি।
আলা রসূল দাবী করে ওরা কাফের কাদিয়ানী, ফতোয়া দিল নামটি তার নূর হোসেন নূরানী।
ফতোয়া দিয়েও ক্ষান্ত হয়নি মোমতাজী নূরানী, মা বোনেরাও তাদের থেকে বাঁচতে পারেনি।
ফেরদৌসি, রহিমা, ফরিদা নাম বলিব কত, রক্ত পিপাসু হায়নার দল মেরেছে এজিদের মত।
হাজার হাজার মানুষ নিয়ে করেছে আক্রমণ, আইন ছিল দেশে তবুও নীরব প্রশাসন।
এডিসি, এসপি, টিএনও সেথা রহিম সোলায়মান, মোলার কাছে জিম্মি হয়ে চাকরী বাঁচাতে চান
আহমদীদের কান্নার রোলে ফেটে যায় মসজিদ, ভেবেছে মানুষ হচ্ছে যেন কুরবানীর এক ঈদ।
আসতে ছিলো ভাংতে মসজিদ জালেম মোলার দল, পাহাড়ের মত সামনে দাঁড়ায় খান আব্দুল আউয়াল
বিশ হাজারের সামনে দাঁড়ায় বিশজনকে নিয়া, কান্নার রোল উঠতে থাকে ডুকরিয়া ডুকরিয়া।
আওয়ালকে দেখে নূরানী থর থরিয়ে কাঁপে, কেমন করে হবে সাহস বুক ভরা তার পাপে।
বলল নূরানী ওহে দালাল তুই কেন এইখানে, তোরে দেখে সব ভুলে যাই, পানি থাকে না জানে।
ধ্বংস করে দিবো তোদের ডাকার খোদার ঘর, স্তব্ধ করে দেব এখনই কলেমা পড়ার স্বর।
জবাব দিলো আউয়াল বলল খোদার ডাকার ঘর মোদের জায়গায় ডাকবো মোরা মৌলিক অধিকার
আরো বলিল শোন আমার বাংলার প্রশাসন, মোলার হাউসে করোনা ঈমান বিশর্জন
মসজিদে করছ তোমরা জালেমি হামলা, প্রভুর কাছে দিলাম আমরা তোমাদের মামলা
ভেবেছি সেদিন দেখিনি বদর ওহুদের ময়দান, কেমনে যুদ্ধের প্রান্তে ছিল নবীর সাহাবাগণ।
বৃষ্টির মত ছুড়তে থাকে ইট, খোয়া পাথর, আলাহু আকবার রব উঠছিল মসজিদের ভিতর
আসল বানি যুগ ইমামের হারাইওনা মনোবল, লড়ছে ওরা খোদার সাথে তোমরা শুধু ঢাল।
মাটিতে গড়ায় ধূলায় লুটায় মোমেনের দেহ প্রাণ, মসজিদে হাত দেয়নি কোন বিদ্রোহী বেঈমান।
উপাশনালয় অবৈধ লেখা সাইনবোর্ড, ঝুলাইতে দেন পুলিশ সুপার করল অনুরোধ
একটি ঘন্টার তরে আমার এই অনুরোধ রাখেন, পৃথিবীর মাঝে আপনারাইতো ধৈর্যধারী মোমেন
মৌলিক অধিকার করে হরণ করছি মহাপাপ, দুহাত জুড়ে চাইছি ক্ষমা আমারে কর মাফ।
কলিজার উপর মারতে এসেছে লোহার তারকাটা, দেখেছে বিশ্ব আহমদীদের ধৈর্য ক্ষমতা
ছুড়ে ফেলে দিল তখনই নওজোয়ানের দলে, বাঁচলে গাজী মরলে শহীদ যা আছে কপালে।
জোহর, আসর, মাগরীব, এশা পার হয়ে গেল, মোমেনের চোখে বিজয়ের পানি সকলে দেখতে পেল।
কোথায় গেল জিহাদী সেই নূরানী মোমতাজী, মানুষ নিয়ে করেছে যারা ধর্মের ধোকাবাজী।
রইল কোথায় ধোকাবাজদের বাঁশের তরোয়াল ঢাকার হোটেলে নূরানীকে কয় মোমতাজী দালাল
নূরানী আর মোমতাজী কয় পরস্পর দালাল। ধর্মের নামে খেয়েছিস টাকা হবে না হালাল।
দুই আলেমে করল ফিতনা সবে জানে সেই কথা, অক্টোবরের ৮ তারিখের দেখ খবরের পাতা
উত্তেজিত পশুর মত করল আচরণ, অংহকার আর হিংসায় পড়ে দুই আলেমের মন
মোমতাজী কয় রাখবো না তোরে মোদের আন্দোলনে তোর কোন ঠাঁই হবে না এই বাংলার জমীনে।
হরতালের ডাক দিলো নূরানী ঢাকার রাজপথে, কাদিয়ানীদের কাফের আইন সংসদে করতে
পুলিশের বাড়িতে ভাঙ্গল নূরানীর পা, হাত, কোথায় গেল আন্দোলন তার খতমে নবুওয়ত
একা একা কান্দে বসে হাসপাতালের কোনে, চোখের দেখা দেখলো না তারে কোন মুসলমানে।
মনে পড়ে আজ দ্বীনের নবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যাদের ফিতনা তাদের ঘারে পড়বে যে তখনই
এদের লাগিয়া আহমদীরা দোয়া করে সকলে, বোঝার শক্তি দিওগো প্রভূ ইসলাম কারে বলে।
ক্ষমাকারী তুমি মাফকারী তুমি, তুমিই জীবনদাতা না বুঝে এরা ইমাম মাহদীর করছে বিরোধিতা।

-জি, এম, সিরাজুল ইসলাম (সুন্দরবন)

মুলাকাৎ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর সাথে
প্রশ্নউত্তর অধিবেশন

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষা-ভাষীদের ২৭-৩-২০০১তারিখের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন নং ১ঃ আমেরিকা থেকে এই প্রশ্নটা হুযূরের নিকট এসেছিল। "আমেরিকায় অ-আহমদী বক্তাগণ প্রায়ই হযরত মুফ্তি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব এর খেদমতের কথা বলে থাকেন কিন্তু তিনি যে আহমদী ছিলেন সে কথাটা শ্রোতাদের বলেন না। আমরা তাদেরকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তারা বলে থাকেন, আমরা শ্রোতাদের শান্ত রাখার জন্য এমন করি। হুযূর মুফ্তি সাহেব-এর কার্যক্রমের সফলতাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমরা কী করতে পারি?

হুযূর (রাহেঃ) বলেন, এই যে লোকটা উত্তর দিয়েছিল যে, জনতাকে শান্ত রাখার জন্য (তারা যেন আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য না করে) মুফ্তি সাহেব-এর সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করি না, এ উত্তরটা কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত। এতে বিবেক বুদ্ধির কোন গন্ধ পর্যন্ত নেই। হুযুর বলেন, সঠিক উত্তর হ'ল ঐ সব বক্তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন।

দ্বিতীয়তঃ বক্তার যে আশঙ্কা শ্রোতারা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে কিছু খারাপ কথা বলবে-এর উত্তর হচ্ছে, আপনারা এমন বক্তাদেরকে বলুন তারা যেন আমাদের জামাতের নাম উল্লেখ করেন তারপর দেখা যাবে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আমরা তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিব।

হুযূর (রাহেঃ) বলেন হযরত মুফ্তি সাহেব সম্পর্কে বেশি বেশি বলাই তাঁর কার্যক্রমকে পুনর্জীবিত করার উত্তম পন্থা।

প্রশ্ন নং ২ঃ হুযূর কুরআন করীমের ১০ নম্বর সূরা (ইউনুস) আয়াত ৯১-৯৩তে বলা আছে যে ফেরআউনের দেহ সংরক্ষণ করে তাকে নিদর্শন বানানো হবে। হুযূর এ নিদর্শন বানানোর তাৎপর্য কী? আর এক প্রশ্ন হচ্ছে, মাত্র এক ফেরআউন-এর দেহ সংরক্ষণ করা হয়েছিল না অনেক ফেরআউনের দেহ-সংরক্ষণ করা হয়েছিল?

হুযূর উত্তরে বলেনঃ প্রথম কথা হ'ল এ আয়াতে শেষ যুগের মানুষের জন্য ফেরআউনের দেহকে নিদর্শন

হিসাবে পেশ করার কথা ছিল। আর এই ফেরআউনের দেহ সম্পর্কে ওহীতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তার শরীরকে সমুদ্রে ধ্বংস হতে দিবেন না এবং পরবর্তীকালের মানুষের জন্য ঐটাকে সংরক্ষণ করা হবে। হুযূর বলেন, এই কথাটা মহানবী (সঃ)-কে তখন কে বলেছিলেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ্তাআলা ওহী করে তাঁকে বলেছেন, ফেরআউনের শরীরকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। হুযূর বাইবেল-এর বরাতে বলেন, বাইবেল-এ ফেরআউনের ঘটনা যেভাবে লেখা আছে বাইবেল বলে ফেরআউন সমুদ্রে ডুবে গেছে এবং চিরতরে হারিয়ে গেছে। মিটে গেছে, তার কান অস্তিত্বও অবশিষ্ট নেই। পাশ্চাত্যের অনেক পন্ডিত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সম্বন্ধে এই অপবাদ উঠিয়ে থাকেন, তিনি কারও কাছ থেকে শিখে বা বাইবেল থেকে নকল করে মানুষকে কুরআনের আয়াত বলে শুনিয়ে থাকেন। অর্থাৎ বাইবেলে যে যে শিক্ষা আছে সে শিক্ষা মুহাম্মদ (সঃ) কুরআনের আকারে দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন। হুযূর বলেছেন, যদি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর বিবরণ (নাউযুবিল্লাহ্!) বাইবেল থেকে চুরি করতেন আর আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে না আসতো তো হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ) বাইবেল যা লিখেছিল তা-ই কুরআন করীমে বর্ণনা করতেন। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিবরণ বাইবেল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাইবেল বলছে ফেরআউন সমুদ্রে ডুবে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু কুরআন করীম তা বলছে না। আল্লাহ্ তাঁকে সংরক্ষণ করবেন যে, সে অবস্থায় মারা যাবে না। পরবর্তী যুগের জন্য সে নিদর্শন হবে। এটা কুরআন করীমের সত্যতার একটি বড় প্রমাণ। হুযূর বলেন, এর মাধ্যমে তিনটি কথার প্রমাণ হয়ঃ প্রথম কথা হ'লঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাইবেল থেকে কোন কিছু নেন নি। দ্বিতীয় কথা হ'লঃ সে যুগের মানুষ এ বিষয়ে কোন কিছু জানত না। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জানা ছিল না। তাঁকে আল্লাহ্তাআলা অবহিত করেছেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের ফেরআউনের সাথে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর তিন নম্বর কথা হ'ল সে ফেরআউন যে হযরত মূসা (আঃ)-এর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছিল সে মারা যায়নি। সে জীবিত ছিল। নিঃসন্দেহে এটি কুরআন করীমের সত্যতার একটি প্রমাণ।

ফেরআউন তখন মারা যায়নি। তারপর সে দীর্ঘকাল জীবিত ছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সে সমুদ্রে পানির নীচে চলে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সে নব্বই (৯০) বৎসর জীবিত ছিল কিন্তু সুস্থ অবস্থায় নয়; বিছানায় শায়িত অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে এবং অসাধারণ কষ্ট পেয়েছে। বহুকাল পর তা মৃতদেহ আবিস্কৃত হয়েছে। আর আবিষ্কার কারা করেছে যারা ইসলামের এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শত্রু ছিল এবং তারা প্রমাণ করেছে যে, এ ফেরআউন সে ফেরআউন, যে হযরত মূসা (আঃ)-এর পিছু ধাওয়া করেছিল তাঁকে ধ্বংস করার জন্য। নিঃসন্দেহে এটি কুরআন করীমের সত্যতার একটি বড় প্রমাণ এবং এতে পরবর্তী মানুষের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

প্রশ্ন নং-৩ হুযূর, একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে,"আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যুদ্ধ করতে যে পর্যন্ত না তারা সত্যকে গ্রহণ করে"। হুযূর এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগত ইসলাম সম্পর্কে একটি নেতিবাচক প্রশ্ন উত্থাপন করে। হুযূর কী বলেন?

হুযূর বলেন, আমি এ বিষয়ে আগেও অনেক বার আলোকপাত করেছি। এ হাদীসের এমন কোন অর্থ করা যাবে না যা কুরআন করীম-এর আসল ও সত্যিকারের শিক্ষার বিরোধী হয়, যা কুরআনের আয়াত লা ইকরাহা ফিদ্দী এর বিরুদ্ধে যায়। এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, ইসলাম মানুষকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে। এ রকম ব্যাখ্যা করলে কুরআনের বিরুদ্ধে বলা হবে। হুযূর বলেন, এই আয়াতের অর্থ যুদ্ধ ক্ষেত্রে যারা মুসলমানদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুসলমানদের বসতি এলাকার কাছে এসে গেছে তাদেরকে একটা সুযোগ দেয়া। শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটা ছাড় দেয়া হচ্ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলছেন তোমরা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে এসেছো এমন অবস্থায়ও মুসলমানদের জন্য নির্দেশ হ'ল, এ অবস্থায়ও যদি কোন যোদ্ধা যুদ্ধের ময়দানে বলে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম তো এমন অবস্থায়ও তোমরা তাদেরকে নিহত করতে পারবে না। তাদেরকে ছাড় দেয়া হচ্ছে। কারণ এ পরিস্থিতির জন্য তারা নিজেরা দায়ী। সে পরিস্থিতিতেও যদি কেউ কপটতাবশতঃ বলে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। তাহলেও তার ওপর কোনভাবে তরবারি উঠানো যাবে না। এটা হাদীসের দ্বিতীয় ধরনের অর্থ।

আর পরাজিত হওয়ার সময় যদি কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে তাহলেও কারও এ কথা বলার অনুমতি নেই, "তুমি সত্যিকার অর্থে ইসলাম গ্রহণ করনি। তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিশ্বাসী নও। হুযূর আরও বলেন, এমন পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন. তোমরা এমন লোককেও হত্যা করবে না।

সেই ব্যক্তি যে মুসলমানদেরকে হত্যার জন্য এসেছিল তাকে ছাড় দেয়া হ'ল, সুযোগ দেয়া হ'ল যে, নিজের এলাকায় কোন সময় গিয়ে বলতে পারে। সে নিজের এলাকায় ফিরে যেতে পারে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে ছাড় দেয়া হয়েছে। [চলবে]

সংকলন ও অনুবাদ ঃ

মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু জ্বরের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে দেশে বর্তমানে একদিকে অনেক আলোচনা, সমালোচনা, আতঙ্ক আশঙ্কা এমনকি রাজনীতি ও চলছে। অপরদিকে যারা মনবসেবী তারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন মানুষকে এই ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে। পাক্ষিক 'আহমদী'-র মাধ্যমে আমরা হুযূর আকদস (আইঃ)-এর 'হোমিওপ্যাথি'-সদৃশ বিধান চিকিৎসা' গ্রন্থ থেকে সংশ্লিষ্ট ঔষধের অধ্যায়টির বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছি। ঢাকায় আমরা এই ঔষধের বিষয়ে বেশ ক'দিন আগেই জনসাধারণকে অবহিত করতে চেষ্টা করেছি।

ঔষধের নম্বর ৯৪

Eupatorium Perfoliatum

(Thorough Wort)

এই ঔষধকে সাধারণভাবে ইড়হব ঝবঃ বা হাড় জোড়াদাতাও বলা হয়। কেননা, এটা হাড়ের ব্যথার উৎকৃষ্ট ঔষধ হিসেবে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহার হচ্ছে। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে সাধারণতঃ বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা এটাকে সর্দি-কাশিতে ঘরোয়া চা হিসেবে পরিবেশন করে এসেছেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালিরিয়া আর যে সব জ্বর শরীরের সমস্ত হাড়ের ভেতরে প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হয়–এগুলোতে এই ঔষধটি বড়ই উপকারী। এছাড়া মশা জাতীয় একটি ছোট পতঙ্গ যাকে 'কুতরী' (এটি এডিস বলে খ্যাত-নিঃসঃ) বলা হয় যা সাধারণতঃ শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। এর কামড়ে যে জ্বর হয় তাকে ডেঙ্গু জ্বর' (উধহমড় ঝবাবৎ) কিংবা 'কোমর ভাঙা জ্বর' বলা হয়। এই জ্বরের চিকিৎসায় সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত এটি একটি অতীব উন্নতমানের ঔষধ।

এর বিশেষ লক্ষণ হলো, হাড়ের ভেতর আর কোমরে এত প্রচন্ড ব্যথা হয় যা বর্ণনাতীত। আবার সহ্যসীমারও বাইরে। ইউপেটরিয়ম এই জ্বরের কষ্ট অনেকটা লাঘব করে দেয়; কিন্তু পূর্ণ আরোগ্য দান করতে পারে না। কারণ, এ জ্বরটি যেভাবেই হোক তার সাত দিনের চক্র পূর্ণ করেই ছাড়ে। আরোগ্য লাভ করার পর দেহের অভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে সজাগ হয়ে উঠে আর পরবর্তীতে এই রোগীর আর কখনও ডেঙ্গু জ্বর হয় না।

এ ঔষধটি ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎকৃষ্ট ঔষধ হিসেবেও বিবেচিত। একই সাথে সাধারণ সর্দি-কাশিতে ও উপকারী। বিশেষ করে শীতকালের সর্দিতে এটি বিশেষভাবে কার্যকর যদি সাথে গা ব্যথাও হয়। সর্দি লাগার প্রারম্ভে যদি মাথা ব্যথাও থাকে তাহলে ইউপেটরিয়ম অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। কেননা এটা রোগীকে অন্যান্য উপসর্গ ও জটিলতা থেকে রক্ষা করে। ইউপেটরিয়মে হাড়ের ব্যথার সঙ্গে শীত শীত ভাব অবশ্যই পাওয়া যায়। এই লক্ষণটি ম্যালেরিয়াকে নির্দিষ্ট করে। তাই ইউপেটরিয়ম ম্যালেরিয়ারও একটি উপকারী ঔষধ। ভোর ছ'টা থেকে সকাল ন'টা পর্যন্ত এতে শীত বেশি বোধ হয়। ইউপেটরিয়ম এর লক্ষণাদি সূর্যোদয়ের সাথে আরম্ভ হয়ে যায় আর নেট্রাম মিউর-এর লক্ষণ সকাল ন'টার পর বৃদ্ধি লাভ করে।

যদি ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দেয় আর ইউপেটরিয়ম প্রয়োগে কয়েকজনের উপকার হয়, তাহলে মহামারীতে আক্রান্ত বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ইউপেটরিয়ম কার্যকর হবে। সবচেয়ে প্রথমে এ রোগে মারাত্মক পিপাসার লক্ষণ পাওয়া যায় এমনকি শীতকালেও রোগী ঠান্ডা পানি পান করতে চায়। এ কারণে শরীরে কম্পন আরম্ভ হলেও রোগীর পিপাসা নির্বারিত হয় না। রোগী নিজেকে ভালভাবে ঢেকে রাখে। যখন শীতভাব শেষ হয় আর জ্বর বাড়তে থাকে তখন বমি আরম্ভ হয়, সেই সাথে প্রচুর ঘাম হয়। কিন্তু এই ঘামে জ্বর ছাড়ে না। বমির মাঝে অনেক পিত্ত থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর যত শীত লাগে, জ্বর বাড়ার সাথে সাথে ততই গরম আর উষ্ণতার অনুভূতি বাড়তে থাকে। যদি জ্বর ১০৩? ডিগ্রী হয় রোগী একে ১৬০? ডিগ্রীর মত অনুভব করে। অর্থাৎ শীতভাব ও উষ্ণতা-উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর অনভূতির প্রখরতা বেশি হয়। জ্বর যখন পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছায় তখন ঘাম বন্ধ হয়ে যায়। জ্বর নামতে আরম্ভ করলে আবার রোগী ঘামতে আরম্ভ করে। আর সেই সাথে জ্বর কমার গতি ত্বরান্বিত হয় কিন্তু দারুন মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়ে যায়। এটা কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। কেননা ম্যালেরিয়া বেশিরভাগ রোগীর যখন ঘাম দিয়ে জ্বর কমা আরম্ভ হয় তখন জ্বর থাকা অবস্থায় মাথা ব্যথাও সেই সাথে কমতে আরম্ভ করে। এ অভিনব কাজ কেবল ইউপেটরিয়মেই দেখা যায়-একদিকে জ্বর কমে অন্যদিকে মাথা ব্যথা বাড়তে থাকে।

চিকিৎসকদের বারবার আমি সতর্ক করেছি আর এখন পুনরায় তাদের সতর্ক করা হচ্ছে, বিশেষ করে ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বর কমা আরম্ভ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ করবেন না। ঔষধ সেবনের সর্বোত্তম সময় হলো ম্যালেরিয়া জ্বরের দুই আক্রমণের মধ্যবর্তী বিরতির সময়টি। তখন যদি সঠিক ঔষধ সেবন করানো হয় তাহলে জ্বরের পরবর্তী আক্রমণই হবে না কিংবা পরবর্তী আক্রমণের চেয়ে কম প্রকোপ হবে। দুই তিনদিন পর্যন্ত এমনিভাবে তুলনামূলকভাবে জ্বরের লঘু প্রকোপ হতে থাকবে, শেষে রোগী আরোগ্য লাভ করবে।

বাতের ব্যথায়ও (Rhumatism) ইউপেটরিয়ম সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়। ইউপেটরিয়াম রোগীদের জোড়ায় গুটলি বেরিয়ে আসে আর সমস্ত স্নায়ুতেও ব্যথা অনুভূত হয়। Gout-এর ব্যথা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাথা ধরায় আক্রান্ত থাকেন। বমনেচ্ছা হয় আবার সকালের দিকে মাথা ঘুরায় আর বিকেলের দিকে এই উপসর্গ কমে যায়।

ইউপেটরিয়মে রোগীদের চোখের ডেলাতেও ব্যথা হয়। চোখের ব্যথায় জেলসিমিয়াম আর ব্রাইয়োনিয়া হলো ইউপেটরিয়মের সহযোগী ঔষধ। এর রোগীর দাস্ত হলে প্রচুর পরিমাণে হয়, কিছুটা সবুজবর্ণের, পানির মত। পেট মোচড়ও দেয়। কখনও বা অল্প অল্প দাস্ত হয়ে হঠাৎ বেশি পরিমাণে হয়। যার কারণে দূর্বলতা দেখা দেয়। এর পর পরই কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয় যা কয়েকদিন বিদ্যমান থাকে।

ইউপেটরিয়মের কাশি বড়ই কষ্টদায়ক। বুকে ব্যথা হয়। কাশির সময় সমস্ত শরীরে কাঁপুনি দেখা দেয়। শীতের বিষয়ে রোগী বেশি স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। যেহেতু এটা সর্দিরও ঔষধ তাই ফুসফুসের উপরও এর প্রভাব রয়েছে। ইউপেটরিয়মের রোগীদের স্বভাবে হতাশা পরিলক্ষিত হয়। এর রোগীদের দেহ স্থানে স্থানে ফুলে ওঠে। যদি এমন 'ফোলা' ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ম্যালেরিয়ার রোগীর গায়ে দেখা যায় তাহলে আমাদের মস্তিষ্কে যেন ইউপেটরিয়মের নাম ভেসে ওঠে।

ইউপেটরিয়মের যাবতীয় রোগ একুশ দিন পরে পুনরায় মাথাচাড়া দেয়। কথা-বার্তায় মগ্ন থাকলে রোগীর কষ্টবোধ লাঘব হয়। ইউপেটরিয়ম পাকস্থলী, যকৃত, শ্বাস-প্রশ্বাসের নালিগুলোর ভেতরের ঝিল্লিতে প্রভাব বিস্তার করে। এটা সাধারণতঃ আর্দ্র অঞ্চলের রোগ-ব্যাধিতে উপকারী কিন্তু শুকনো মৌসুমেও এর রোগ দেখা যায়, যেমন ডেঙ্গু জ্বর।

সেব্য পটেন্সী ৩০ থেকে ২০০

অনুবাদক ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

মিশনারী ইনচার্জ

সোনার গাঁ হালকাতে তবলীগি সেমিনার

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে গত ২২/০৪/২০০৬ইং রোজ শনিবার প্রেসিডেন্ট মনিরুজ্জামন আহাদ এবং হালকা যয়ীম নূর মোহাম্মদ সাহেবের উদ্যোগে বহু বছর পরে এক গুরুত্বপূর্ণ তবলীগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্ উক্ত তবলীগি সেমিনারে সর্বমোট (৫৭) জন উপস্থিত ছিলেন। লাজনা মেহমানসহ মোট ১৭ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন সেমিনারে কেন্দ্র হতে মোহতরম মিশনারী ইনচার্জও নায়েব আমীর মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব সেক্রেটারী তরবিয়ত আব্দুল জলিল সাহেব, বিশেষ কেন্দ্রীয় মেহমান মেজর (অবঃ) আকরাম খান সাহেবসহ মোয়াল্লেম দেওয়ান মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন সাহেব উপস্থিত থেকে জেরে তবলীগদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সদস্যসহ আগত সকল মেহমান ও গ্রামবাসীদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আন্তরিক দোয়া করেন। কেন্দ্র হতে আগত সকলেই অত্র হালকার তালিম তরবিয়তের ও জামাতি কার্যক্রমের উন্নতির দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে তবলিগী সেমিনার সমাপ্তি হয়।

দোয়া প্রার্থনায়,

সোনারগাঁ হালকার সদস্যবৃন্দ

কৃতী ছাত্রী

দেবগ্রামস্থ আমার খালাতো বোন সাবরীনা চৌধুরী রাকা ২০০৬ইং সনে অনুষ্ঠেয় S.S.C পরীক্ষায় কুমিলা বোর্ড থেকে বিজ্ঞান বিভাগে GPA 5.00 পয়েন্টসহ Golden A+ পেয়েছে।

সে ইটালী প্রবাসী লুৎফর রহমান চৌধুরী ইকবাল ও মোহছেনা চৌধুরী রেনুর কনিষ্ঠা কন্যা এবং দেবগ্রাম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম মাহবুবুর রহমান চৌধুরীর নাতনী।

কৃতী ছাত্রী

সাবিহা সালমা পিতা জনাব মোহাম্মদ গোলাম কাদের মাতা মিসেস আমাতুস্ সামী এ বৎসর অর্থাৎ ২০০৬ সালের এস এস সি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিলাহ্। তঁর দাদা মরহুম আব্দুল আলীম, আহমদী পাড়া বি, বাড়ীয়া ও নানা মরহুম কাজী আবদুল ওয়াদুদ (নূর মোহাম্মদ) লালবাগ, ঢাকা। এস এস সি পরীক্ষার ন্যায় ভবিষ্যতে যাতে একই ধারায় সফলতা লাভ করতে পারে এবং পার্থিব ও পারলৌকিক জীবন সুন্দর ও সফলতার জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ গোলাম কাদের
কায়েদ তাজনীদ
মজলিস আনসারুলাহ্, বাংলাদেশ

কৃতী ছাত্রী

আমার বড় মেয়ে মোস্তাকিমা এবারের এস. এস. সি পরীক্ষায় স্থানীয় আহমদনগর স্কুল থেকে এ গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়া প্রার্থনা করছি সে যেন আরও ভাল লেখাপড়া করে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সকলের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।
মশিউর রহমান

কৃতী ছাত্র

মুহাম্মদ এজাজুর রহমান (শুভ) ওয়াকফে নও নম্বর-২৮৮৮এ, ২০০৬ সালের এস,এস,সি পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জি,পি, 5.13 (A+) এ পেয়ে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

তার ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার উন্নতি এবং ওয়াকফে নও হিসাবে দ্বীনি কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট দোয়া আবেদন জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য যে, তা পিতা মুহাম্মাদ শামসুর রহমান সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার আমীর এবং মাতা দীনা নাসরীন লাজনা ইমইল্লাহ, খুলনার প্রেসিডেন্ট।

মুহাম্মদ ইনসান আলী
মোহতামীম তরবিয়ত, বাংলাদেশ

শুভ বিবাহ

গত ০৪/০৮/২০০৬ ইং জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এর কন্যা তাজিন সুলতানা (বাধন) পশ্চিম টুটপাড়া, খুলনা এর সাথে সুন্দরবন জামাতের মোহাম্মদ হযরত আলী মোড়ল এর পুত্র মোহাম্মদ হোসেন, গ্রাম-যতীন্দ্রনগর, পোঃ যতীন্দ্রনগর, জেলা-সাতক্ষীরা এর বিয়ে ৩৫০০০/= (পয়ত্রিশ হাজার) টাকা দেনমোহর ধার্যে সম্পন্ন হয়েছে।

শোক সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ বাসুদেব নিবাসী আমার আব্বা জনাব আমিনুর রহমান ওরফে এমরান ফুসফুসে ক্যান্সার ও অন্যান্য জটিল উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে গত ১১ই অক্টোবর ২০০৬ রোজ শুক্রবার ইন্তে কাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট দোয়ার অনুরোধ জানাইতেছি।

আফজালুর রহমান রিপন (সাংবাদিক)
বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

এলান

বাংলাডেস্ক, লন্ডন থেকে ১৭ জুলাই ও ২৫ জুলাই, ২০০৬ ইং তারিখের পত্রে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-কে অবহিত করা হয়েছে যে, নিম্নবর্ণিত সদস্য/সদস্যাগণকে তাদের কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায় হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

১। শায়লা পারভীন
পিতা : জনাব আলতাফ হোসেন-বগুড়া জামাত

২। মিসেস নাসিমা আহমদ রোজী, পিতা: জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ-নারায়ণগঞ্জ জামাত

৩। জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ-নারায়ণগঞ্জ জামাত

আল্লাহতাআলা আমাদের সকলকে জামাতের মকবুল খিদমতের তৌফীক দান করুন। আমীন!

এ.কে. রেজাউল করীম
সেক্রেটারী উমুরে আমা

ভুল সংশোধন

গত ৩১জুলাই ২০০৬ 'পাক্ষিক আহমদী'র ১ম ও ২য় সংখ্যায় ৩৪ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ শিরোনামে প্রবন্ধের বয়াতের পরিসংখ্যানে ১৯৯৫ সনে ৮,৩৫,২৯৪ জনের স্থলে ৮,৪৫,২৯৪ জন পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভূলের জন্য আমরা দুঃখিত। - সম্পাদক

ক্ষুদ্র পাড়ায় সিরাতুন নবী (সঃ) পালন

গত ১৮/০৭/২০০৬ইং মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্ষুদ্র পাড়ার মসজিদ প্রাঙ্গনে বাদ মাগরিব থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত মহান সীরাতুন নবী (সঃ) জলসা পালন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে যেরে তবলীগ গয়ের আহমদী ৪৫ জন সহ সর্বমোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই বিশ্ব মানবের মুক্তির একমাত্র পথ। আর তারই অনুসরণ ব্যতিত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের অন্য কোন পথ বা রাস্তা নেই।

বক্তাগণ ঃ জনাব রবিউল ইসলাম, মুবাশ্বের মুরব্বী সৈয়দপুর, আব্দুস সালাম মোয়াল্লেম ভাত গাঁও, শাহ আলম খাঁন ডোহাভা, হুমায়ুন কবীর মোয়াল্লেম হেলেঞ্চকুড়ি। শরীফ আহমদ ভাতগাঁও।

উল্লেখিত বিষয়ে সকলেই জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। সবশেষে ইজতেমায়ী দোয়া এবং খাওয়া দাওয়া শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মোয়াল্লেম

বার্ষিক ইজতেমা
লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ

আগামী ৭ও ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুই দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে। ইনশাআল্লাহ্। উক্ত ইজতেমায় সকল লাজনা বোনদের যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ওয়াসসালাম।

মাহমুদা আক্তার
জেনারেল সেক্রেটারী
লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ

নারায়ণগঞ্জে আতফাল ও মতাপিতা দিবস পালিত

মহান আল্লাহ্‌তাআলার অযাচিত কৃপায় গত ২৮.০৭.২০০৬ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে আতফাল ও মাতাপিতা দিবস পালন করা হয়েছে। (আলহামদুলিল্লাহ্) দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম এহসানুল হাবীব জয়, রিজিওনাল নায়েব কায়েদ, ঢাকা রিজিওন। এ ছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন আমীর, আ. মু. জা. নারায়ণগঞ্জ।

খেলাফত দিবস উদ্‌যাপন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নীলফামারীর উদ্যোগে ১৬/০৬/২০০৬ ইং তাং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নীলফামারীস্থ সবুজ পাড়ায় খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কায়েদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও আনসারুল্লাহ্‌র প্রবীন সদস্যরা। উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা ২১ জন (আনছার, খোদ্দাম ও আতফাল)। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং সভাপতির ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গোলাম মোহাম্মদ আমজাদ, কায়েদ

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার
ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা-১
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২এ (নিচ তলা)
গুশশান ২ ঢাকা ১২১২ ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান
৩৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহ্‌মদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

৪০তম জলসা সালানা ইউ.কে ২০০৬-এ যোগদানকারী প্রবাসী বাঙালী আহমদীদের মাঝে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোবাশশেরউর রহমান নায়েব ন্যাশনাল আমীর মীর মুবাশ্বের আলী এবং লন্ডনস্থ বাংলাডেস্ক ইনচার্জ মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব

বেলজিয়ামে প্রবাসী বাঙালী আহমদীদের মাঝে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। ছবিতে হল্যান্ড প্রবাসী কাওসার আহমদকে দেখা যাচ্ছে।

New Vol. No. 69 | 3rd Issue
15 August, 2006. | Tk. 10.00
Fortnightly
The AHMADI
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

Back Drop of 40th Jalsa Salana UK 2006

International Baiaat Conducted by Huzoor (atba)

Copyright (c) www.alislam.org

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com